Peace حصن المسلم

শব্দে শব্দে

হিস্‌নুল মুস্‌লিম

২৪ ঘণ্টার যিকির ও দু'আ

মূল

সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহ্‌তানী

তাহক্বীক

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (র)

حِصْنُ الْمُسْلِمِ

مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

تَأْلِيْفٌ : سَعِيْدُ بْنُ عَلِى بْنِ وَهَفَ الْقَحْطَانِى

تَرْجَمَةٌ : مُحَمَّدُ اِنْعَامُ الْحَقِّ

جَامِعَةُ الْاِسْلَامِيَّةِ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةَ

مُرَاجِعَةٌ : مُحَمَّدُ رَقِيْبُ الدِّيْنِ حُسَيْنَ

رِئَاسَةِ اِدَارَةِ الْبُحُوْثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْاِفْتَاءِ، اَلرِّيَاضُ

হিসনুল মুসলিম

কোরআন ও হাদীস থেকে সংকলিত দৈনন্দিন যিকর ও দু'আর সমাহার

অনুবাদ : মোঃ এনামুল হক
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায় : মোঃ রকীবুদ্দীন হুসাইন

সাধারণ কার্যালয় : ইসলামী গবেষণা ও ফতওয়া অধিদপ্তর, রিয়াদ
১৪১৭ হি-১৯৯৬ ইং

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের জন্য, যার অশেষ মেহেরবাণীতে শাইখ সাঈদ ইবনে আলী আল-ক্বাহ্‌তানির "হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়া সুন্নাহ" এই অমূল্য কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ করার তাওফীক লাভে আমি ধন্য হয়েছি। অগণিত দরুদ ও সালাম তাঁর নবী ও রাসূল মুহাম্মদ -এর উপর বর্ষিত হোক, যার শিখানো দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় সহীহ্ দু'আ ও যিকিরসমূহ বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের সামনে পেশ করা সম্ভব হলো।

সম্মানিত লেখক এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে ঐ সমস্ত কিতাব থেকে দু'আ সংকলন করেছেন যা সকল

মুসলমানের নিকট গ্রহণীয়। আর এ বইটি একজন আলেম থেকে আরম্ভ করে একজন সাধারণ মুসলিম তথা সকলের প্রযোজন। তিনি দু'আগুলো সংকলন করেছেন সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ আল মুসলিম এবং ঐ সকল কিতাব থেকে যা বর্তমান বিশ্বে হাদীসের সনদে বিশেষজ্ঞ আল্লামা মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আল-বানীর দ্বারা চারখানা সুনান গ্রন্থ তথা আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের সহীহ ও জয়ীফ পার্থক্য করে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; সিলসিলা আল-হাদীস আল-সহীহা এবং সিলসিলা আল-আহাদিস আল-জয়ীফা। সম্মানিত সংকলক সহীহ হাদীস থেকে এই দু'আগুলো নিয়েছেন। আর প্রতিটি দু'আর পিছনে যে সব টিকা সংযোজন করেছেন, তার সবগুলো উক্ত গ্রন্থাদির দিকে ইঙ্গিত করে।

সৌদি আরবের বন্দর নগরী জেদ্দার 'দারুল খায়ের আল-ইসলামী" সংস্থা এই বইটির গুরুত্ব ও প্রয়োজন উপলব্ধি করে বাংলা, ইংরেজী, ফ্রান্সী, ফিলিপিনী ও হিন্দী এ ৫টি ভাষায় অনুবাদ করার পরিকল্পনা হাতে নেয় এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ ভাষার ৫ জনকে অনুবাদের জন্য নিয়োগ করা হয়, অনুবাদককে বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য নিয়োগ করা হয় এবং সার্বিক যোগাযোগের দায়িত্ব দেয়া হয় মাওঃ আব্দুল হাকীম দিনাজী সাহেবকে। সৌদি আরবে বসবাসকারী বর্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ বাংলা ভাষা-ভাষীকে লক্ষ্য করে উক্ত সংস্থা বইটি অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দেশেও ছাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে ইতোমধ্যে।

বহু চেষ্টা ও সাধনা সত্ত্বেও অনুবাদে ত্রুটি ও মুদ্রণ প্রমাদ থাকা বিচিত্র নয়। যে কোন ভুল পরিলক্ষিত

হলে বিজ্ঞ পাঠক সমাজ অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সাথে তা সংশোধন করা হবে। এ অনুবাদ গ্রন্থ পাঠে পাঠক সমাজ উপকৃত হলে পরিশ্রম স্বার্থক মনে করবো। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন; তিনি যেন খালেসভাবে ইহাকে কবূল করেন এবং এই গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে নাজাতের ওসীলা করে দেন। আমীন!

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ .

অনুবাদক

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি। আমরা আমাদের হৃদয়ের দুষ্ট প্রবৃত্তিসমূহ হতে ও আমাদের মন্দ আমলগুলো হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে সৎপথে আনার মত কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

তাঁর প্রতি, তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তাঁদের এ সৎ পথের অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

اَلذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالْعِلَاجُ بِالرُّقِيِّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .

নামক মূল্যবান পুস্তক হতে এই বইটি সংক্ষেপ করেছি। বিশেষ করে যিকরের অংশটা সংক্ষেপ করেছি যাতে করে ভ্রমণ পথে বহন করা সহজ হয়।

এখানে যিকরের মূল অংশটা শুধু উল্লেখ করেছি। আর যে সকল হাদীসগ্রন্থ হতে উহা নেয়া হয়েছে সেগুলোর এক বা একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছি।

আর যে ব্যক্তি সাহাবীগণ সম্পর্কে অবগত হতে চায় অথবা বেশী কিছু জানতে চায় তার উচিত হবে মূল গ্রন্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর উত্তম নামসমূহ এবং সর্বোচ্চ গুণাবলীর মাধ্যমে এই আমল তাঁরই জন্য খালেস করে নেন, আর এর দ্বারা যেন তিনি আমাকে আমার জীবনে এবং মরণে উপকৃত করেন, আর যে ব্যক্তি ইহা পড়বে অথবা ছাপাবে অথবা ইহার প্রচারের কারণ হবে তাকেও যেন তিনি উপকৃত করেন। নিশ্চয় তিনি অতি পবিত্র, ইহার অভিভাবক ও ইহার উপর ক্ষমতাবান।

বাংলা ভাষা-ভাষী সাধারণ পাঠকবৃন্দের সুবিধার্তে বিশিষ্ট আলেম শায়েখ জসিম উদ্দীন শব্দে শব্দে ও উচ্চারণ সংযোজন করে গ্রন্থটিকে সমাদৃত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

সূচিপত্র

যিকরের ফযিলত

মহান আল্লাহ বলেন–

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۔

উচ্চারণ : ফাযকুরূনী আযকুরকুম ওয়াশকুরূ লী ওয়ালা তাকফুরূন।

অর্থ : অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামতের নাশোকরী করো না।

(সূরা আল-বাকারা:আয়াত-১৫২)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۔

উচ্চারণ : ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুয কুরুল্লা-হা যিকরান কাছীরা।

অর্থ : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি করে স্মরণ করো।' (সূরা আহযাব : আয়াত-৪১)

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا .

উচ্চারণ : ওয়ায্যাকিরীনাল্লাহা কাছীরান ওযায্যান-কিরাতি আয়াদ্দাল্লাহু লাহুম মাগফিরাতাও ওয়া আজরান 'আযীমা।

অর্থ : আর আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্ধারিত করে রেখেছেন।'

(সূরা আহযাব : আয়াত-৩৫)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ -

উচ্চারণ : ওয়াযকুর রাব্বাকা ফি নাফসিকা তাদাররুআও ওয়া খিফাতাও ওদুনাল জাহরি মিলাল কাওলি বিলগুদুবি ওয়াল আসালি ওয়া লা তাকুম মিনাল গাফিলীনা।

অর্থ : তোমরা তোমার প্রভুকে স্মরণ করো মনের মধ্যে দীনতার সাথে ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্নস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ) আর তোমরা উদাসীন (গাফিল) দের অন্তর্ভুক্ত হয় না।' (সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত-২০৫)

রাসূল ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর যিকির (স্মরণ) করে, আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর

যিকির করেন না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো– জীবিত ও মৃতের ন্যায়।' (সহীহ বুখারী)

ইমাম মুসলিম (রহ) বর্ণনা করেন : 'যে গৃহে আল্লাহর যিক্‌র হয় এবং যে গৃহে হয় না, সে গৃহের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।'

(বুখারী, ফাতহুল বারী-১/২০৮)

নবী করীম ﷺ বলেন : আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা জানাব না, যা তোমাদের প্রভুর কাছে অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী (আল্লাহর পথে), সোনা-রূপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা এবং তারা তোমাদের হত্যা করার চাইতেও অধিকতর শ্রেয়? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলার যিকির।

(তিরমিযী-৫/৪৫৯, ইবনে মাজাহ-২/১২৪৫, সহীহ ইবনে মাজাহ-২/৩১৬, সহীহ তিরমিযী-৩/১৩৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি ঠিক তেমন ধারণা করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে অবস্থান করি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে আমি এগিয়ে আসি তার দিকে এক হাত। আর সে এক হাত এগিয়ে এলে, আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে আসি। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী-৮/১৭১), মুসলিম-4/২০৬১)

আব্দুল্লাহ ইবনে বুশ্র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ইসলামের বিধি-বিধান আমার জন্য বেশি হয়ে

গেছে, কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের সংবাদ প্রদান করুন, যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরব। রাসূল ﷺ জবাবে বললেন : "তোমার জিহ্বা যেন সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।" (তিরমিযী-৫/৪৫৮; ইবনে মাজাহ-২/১২৪৬: সহীহ তিরমিযী-৩/১৩৯; সহীহ ইবনে মাজাহ-২/৩১৭)

রাসূল ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বিনিময়ে একটি নেকী পায়; আর একটি নেকী হবে দশটি নেকীর সমান। আমি আলিফ, লাম, মীমকে একটি হরফ বলছি না; বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ।"

(তিরমিযী-৫/১৭৫, সহীহ জামে সগীর-৫/৩৪০; তিরমিযী-৩/৯)

উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-বের হলেন। আমরা তখন সুফফায় অবস্থান করছিলাম।

(সুফফা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের পার্শ্বে বাস্তুহারা গরিব সাহাবীসহ নও-মুসলিমদের থাকার স্থান)। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে প্রত্যেক দিন সকালে বুতহান অথবা আক্বীক উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোনো প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া উঁচু কুঁজবিশিষ্ট দুটি উট নিয়ে আসতে ভালোবাসে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা তা করতে ভালোবাসি। তিনি বললেন : তোমরা কি এরূপ করতে পার না যে, সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব হতে দুটি আয়াত শিক্ষা দেবে অথবা পড়বে। এটা তার জন্য দুটি উট হতে উত্তম হবে, তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি উট হতে উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উট হতে উত্তম হবে। এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা হতে উত্তম হবে।' (মুসলিম-১/৫৫৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো স্থানে বসে আল্লাহর যিকির করে না, তার সে উপবেশন আল্লাহর নিকট থেকে নৈরাশ্য ডেকে আনে। আর যে ব্যক্তি কোনো শয্যায় শায়িত হয়ে আল্লাহর যিক্‌র করে না, তার সেই শয়নও আল্লাহর নিকট নৈরাশ্যের কারণ। (অর্থাৎ এই উদাসীন অবস্থা তার জন্য ক্ষতিকর, তথা হতাশা ও আক্ষেপের কারণ)। (আবু দাউদ-৪/২৬৪, সহীহ আল জামে-৫/৩৪২)

নবী করীম ﷺ বলেন : 'যদি কোনো দল কোনো বৈঠকে বসে আল্লাহর যিকির না করে এবং তাদের নবীর ওপর দরূদও পাঠ না করে, তাহলে তাদের সেই বৈঠক তাদের পক্ষে হতাশার কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের ক্ষমা করবেন।

(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী-৩/১৪০)

যে সব লোক এমন কোনো বৈঠকে অংশ গ্রহণের পর উঠে আসে যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা

হয় না, তারা যেন মৃত গাধার লাশের স্তূপ হতে উঠে আসে। এরূপ মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ।”

(আবু দাউদ-৪/২৬৪, আহমদ-২/৩৮৯; সহীহ আল-জামে- ৫/১৭৬)

যিকির ও দু'আসমূহ

১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'আ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ – সমস্ত প্রশংসা, لِلّٰهِ – আল্লাহর জন্য, اَلَّذِيْ – যিনি, اَحْيَانَا – আমাদেরকে জীবিত করলেন, بَعْدَ – সে সময়ের

পরে যে, اَمَاتَنَا – আমাদেরকে মৃত্যু দান করলেন, وَاِلَيْهِ – আর তার নিকট, النُّشُوْرُ। – পুনরায় আত্মপ্রকাশ।

অর্থ : ১. 'সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাকে (পুনর্জাগরিত করে) জীবিত করলেন, আর তাঁরই নিকট (আমাদের) সকলের পুনরুত্থান হবে।'

(বুখারী আধুনিক প্রকাশনী হাদীস নং ৬৩১৪, ৬৩২৫: মুসলিম-৪/২০৮৩; আবু দাউদ হাদীস নং ৫০৪৯: বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১১৩, মুসলিম-৪/২০৮৩)

নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে নিদ্রা থেকে জেগে নিম্নের দু'আগুলো পাঠ করে : তারপর এই বলে দু'আ করে : 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।' তাকে তখন ক্ষমা করা হয়। ওয়ালিদ বলেন, অথবা বর্ণনাকারী এ স্থলে বলেছেন: দু'আ করলে দু'আ কবুল করা হবে।

আর যদি সে যথাযথ ওযু করে আদায় করে, তবে তার সালাত কবুল হবে। (বুখারী-ফতহুল বারী-৩/৩৯, ইবনে মাজা-২/৩৩৫; সহীহ ইবনে মাজাহ-২/৩৩৫)

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْـدَهٗ لَا شَـرِيْـكَ لَـهٗ، لَـهُ الْـمُـلْـكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ، وَهُـوَ عَـلٰى كُـلِّ شَـىْءٍ قَـدِيْـرٌ. سُـبْـحَـانَ اللّٰـه، وَالْـحَـمْـدُ لِـلّٰـه، وَلَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَاللّٰـهُ اَكْـبَـرُ وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ اِلَّا بِـاللّٰـهِ الْـعَـلِـيِّ الْـعَـظِـيْـمِ، رَبِّ اغْـفِـرْلِـىْ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লাহ-হি-ওয়ালা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্‌বারু, ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল আ'লিয়্যিল আযীম, রাব্বিগ ফিরলী।

শব্দার্থ : لَا اِلٰهَ – নেই কোনো মা'বুদ, اِلَّا اللّٰهُ – আল্লাহ ছাড়া, وَحْدَهٗ – তিনি এক,, لَاشَرِيْكَ – তার কোনো অংশীদার নেই, لَهُ الْمُلْكُ – রাজত্ব (একমাত্র) তাঁরই, وَلَهُ الْحَمْدُ – এবং প্রশংসা তাঁরই, وَهُوَ – আর তিনি, عَلٰى كُلِّ – সর্ব বিষয়ে, شَىْءٍ – শক্তিময়, قَدِيْرٌ – পবিত্রতা, سُبْحَانَ – আল্লাহ, اللّٰهِ – প্রশংসা, وَالْحَمْدُ – আল্লাহর, لِلّٰهِ – এবং নেই কোনো প্রভু, وَلَا اِلٰهَ – আল্লাহ ছাড়া, اِلَّا اللّٰهُ – এবং আল্লাহ মহান, وَاللّٰهُ اَكْبَرُ – আর কোনো সামর্থ্য নেই, وَلَا حَوْلَ – নেই কোনো শক্তি, وَلَا قُوَّةَ اِلَّا

بِاللّٰهِ - তবে এক আল্লাহর, الْعَلِيِّ। - যিনি বড়, الْعَظِيْمِ। - যিনি মহান, رَبِّ - হে আমার পালনকর্তা!, اغْفِرْ। - আপনি ক্ষমা কর, لِيْ - আমাকে।

অর্থ : 'একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব ও সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য এবং তিনি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর রহমত ছাড়া পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করার কারো কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। তারপর এই বলে দু'আ করে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, তখন তাকে ক্ষমা করা হয়। ওয়ালীদ বলেন অথবা বর্ণনাকারী এ স্থলে বলেছেন, দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে।

(বুখারী, ফতহুল বারী-৩/৩৯, ইবনে মাজাহ-২/৩৩৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ، وَاَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আ-ফা-নী ফী জাসাদী ওয়ারাদ্দা আলাইয়্যা রূহী ওয়া আযিনা লী বিযিকরিহী।

৩. সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার দেহকে (ক্ষয়ক্ষতি, অসুখ-বিসুখ হতে) সুস্থ রেখেছেন, আমার রূহ আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর যিকির করার অবকাশ দিয়েছেন।'

(তিরমিযী-৫/৪৭৩, সহীহ তিরমিযী-৩/১৪৪)

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي

الْاَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ

قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحٰنَكَ

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ (١٩١) رَبَّنَا اِنَّكَ

مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا

لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ (١٩٢) رَبَّنَا

اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ

اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا

ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ

الْاَبْرَارِ ۔ (۱۹۳) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا

عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۔ (۱۹٤)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ

عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ

وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ؛ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط

وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ . (١٩٠) لَا
يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى
الْبِلَادِ .(١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ
مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ . (١٩٧)
لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَمَا عِنْدَ
اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ . (١٩٨) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ

لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ
الْحِسَابِ . (٩٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا نف وَاتَّقُوا
اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . (٢٠٠)

অর্থ : ৪. ১৯০. আল্লাহর বাণী– 'নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িতাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে) হে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি।

সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

১৯২. হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তাকে অবশ্যই অপমানিত করলে; আর যালেমদের জন্য তো কোনো সাহায্যকারী নেই।

১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।

১৯৪. হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও যা তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি

অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।

১৯৫. অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দু'আ কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না– তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সব লোক যারা হিজরত করেছে: তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে। আমার পথে এবং যারা সংগ্রাম করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময়। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।

১৯৬. নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।

১৯৭. এটা হলো সামান্যতম ফায়দা-এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।

১৯৮. কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন অব্যাহত থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম।

১৯৯. আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার ওপর নাযিল হয়, আর যা কিছু তাদের ওপর নাযিল হয়েছে সেগুলোর ওপরও, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে

বিক্রি করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০০. হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর, পরস্পরকে ধৈর্যের কথা বল এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সফলকাম হতে পার। (সূরা আলে ইমরান-১৯০-২০০, বুখারী-ফতহুল বারী-৮/২৩৭, মুসলিম-১/৫৩০)

২. কাপড় পরিধানের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা (সসাওবা) ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালাকুওয়্যাহ।

অর্থ : ৫. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এটি পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে এটি দান করেছেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, এরওয়াউল গালীল-৭/৪৭; মিশকাত-আলবানীর তাহকীককৃত হা: ৪৩৪৩)

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ – প্রশংসা, لِلّٰهِ – আল্লাহর, الَّذِيْ – যিনি, كَسَانِيْ – আমাকে পরিধান করিয়েছেন, هٰذَا – এটি, وَرَزَقَنِيْهِ – আমাকে এটি দান করেছেন, مِنْ غَيْرِ – ব্যতিত বা ছাড়া, حَوْلٍ – সামর্থ্য , مِنِّيْ – আমার পক্ষে وَلَا قُوَّةٍ – এবং কোনো শক্তি।

৩. নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাওতানীহি আসআলুকা মিন খাইরিহী ওয়া খাইরিমা সুনি'আ লাহু, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররিমা সুনি'আ লাহু।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য তৈরি করা হয়েছে সে সব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি এর অনিষ্টতা এবং এটি তৈরির অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (আবু দাউদ, সহীহ আত্-তিরমিযী হাদীস নং ১৭৬৭)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, لَكَ – তোমার জন্য, الْحَمْدُ - প্রশংসা, اَنْتَ - তুমি, كَسَوْتَنِيْهِ - তুমি পরিধান করিয়েছ, اَسْاَلُكَ - আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, مِنْ خَيْرِهِ – এতে যে কল্যাণ রয়েছে, وَخَيْرِ - এবং কল্যাণ, مَا صُنِعَ لَهُ - যে কারণে তা তৈরি করা হয়েছে, وَاَعُوْذُ بِكَ - এবং আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট, مِنْ شَرِّهِ - এর অমঙ্গল হতে, وَشَرِّ - এবং ঐ অকল্যাণ বা অনিষ্ট, مَا صُنِعَ لَهُ – যে জন্য তা তৈরি করা হয়েছে

৪. নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য দু'আ

تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

উচ্চারণ : তুবলী ওয়াইয়ুখলিফুল্লা-হু তা'আলা।

অর্থ : ৭. 'যথাসময়ে পুরাতন হয়ে বিনষ্ট হবে এবং আল্লাহ এর স্থলাভিষিক্ত করুক।'

(আবু দাউদ-৪/৪১; সহীহ আবূ দাউদ- ২/৭৬০)

শব্দার্থ : تُبْلِىْ – নষ্ট হবে, وَيُخْلِفُ – তিনি স্থালাভিষিক্ত করবেন, اللّٰهُ تَعَالَى – আল্লাহ যিনি মহান।

اِلْبَسْ جَدِيْدًا، وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا۔

উচ্চারণ : ইলবাস জাদীদান, ওয়া'য়িশ হামীদান ওয়ামুত শাহীদান।

অর্থ : ৮. 'নতুন পোশাক পরিধান করো, প্রশংসিতরূপে জীবনযাপন করো এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করো।'

(ইবনে মাজাহ-২/১৭৮, বাগাবী-১২/৪১, ইবনে মাজাহ-২/২৭৫)

শব্দার্থ : اِلْبَسْ – তুমি পরিধান কর, جَدِيْدًا – নতুন, وَعِشْ – এবং বেঁচে থাক বা জীবনযাপন কর, حَمِيْدًا - প্রশংসিতরূপে, وَمُتْ – এবং তুমি মৃত্যুবরণ কর, شَهِيْدًا – শহীদ হয়ে।

৫. কাপড় খুলে রাখার সময় যা বলবে

بِسْمِ اللّٰهِ . – বিসমিল্লা-হি।

অর্থ : ৯. 'বিসমিল্লাহ-আল্লাহর নামে খুলে রাখলাম।' (তিরমিযী-২/৫০৫, এরওয়াউল গালীল হাদীস নং ৫০; সহীহ আল জামে' এর ৩/২০৩ পৃঃ)

৬. পায়খানায় প্রবেশকালে দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ . بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছি।

অর্থ : ১০. (বিসমিল্লাহ) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অপবিত্র জ্বীন নর ও নারীর (অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (দু'য়ার শুরুতে- "বিসমিল্লাহ" যোগে সাঈদ ইবনে মানসূর কর্তৃক বর্ণিত। দেখুন-ফাতহুল বারী-১/২২৪; বুখারী-১/৪৫, মুসলিম ১/২৮৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, اِنِّىْ - নিশ্চয় আমি, اَعُوْذُ - আশ্রয় প্রার্থনা করছি, بِكَ - আপনার নিকট, مِنَ - হতে, اَلْخُبُثُ - দুষ্ট, অপবিত্র, (জ্বিন জাতির নর), وَالْخَبَائِثُ - দুষ্ট, অপবিত্রতা (জ্বিন জাতির নারী)।

৭. পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ

غُفْرَانَكَ - গুফরা-নাকা

অর্থ : ১১. 'হে আল্লাহ!, আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি । দেখুন যাদুল মাআদের তাখরীজ-২/৩৮৬; আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

শব্দার্থ : غُفْرَانَكَ - আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৮. ওযূর পূর্বে দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ ـ – বিসমিল্লা-হি।

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ - আল্লাহর নামে।

৯. ওযূর শেষে দু'আ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ : আশহাদু আললা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : ১৩. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা' ও রাসূল।

(মুসলিম-ইসলামিক সেন্টার হাদীস- নং ৪৬১: মুসলিম-১/২০০৯)

শব্দার্থ : أَشْهَدُ - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, أَنْ لَّا إِلَهَ - যে, কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই, إِلَّا اللَّهُ - আল্লাহ ছাড়া, وَحْدَهُ - তিনি এক, لَا شَرِيْكَ لَهُ - তার কোনো অংশীদার নেই, وَأَشْهَدُ - এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, أَنَّ مُحَمَّدًا - নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ, عَبْدُهُ - তাঁর বান্দাহ, وَرَسُوْلُهُ - এবং তাঁর রাসূল।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

আল্লা-হুম্মাজ 'আলনী মিনাত্ তাউওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীনা।

অর্থ : ১৪. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।' (সহীহ আত্-তিরমিযী হাদীস নং ৫৫; ইবনে মাজাহ হা: ৪৭০; তিরমিযী-১/৭৮)

শব্দার্থ : اَللّٰهُ - হে আল্লাহ!, اِجْعَلْنِىْ - আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর, مِنْ - থেকে, اَلتَّوَّابِيْنَ - তাওবাকারীদের, وَاجْعَلْنِىْ - এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর, مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ - পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

১৫. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমার প্রশংসাসহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাবূদ নেই, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই নিকট তওবা প্রার্থনা করি।'

(নাসায়ী-১৭৩; ইরওয়াউল গালীল-১/১৩৫ এবং ৩/৯৪)

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা-'ইলা-হা ইল্লা-আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু 'ইলাইকা।

শব্দার্থ : سُبْحَانَكَ - আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, اللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, وَبِحَمْدِكَ - আপনার প্রশংসা দ্বারা/মাধ্যমে, اَشْهَدُ - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنْ لَا اِلٰهَ - যে কোনো মা'বুদ নেই, اِلَّا اَنْتَ - আপনি ছাড়া, اَسْتَغْفِرُكَ - আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ - আপনার কাছে ফিরে আসি (তওবা করি)

১০. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি তাওয়াককালতু 'আলাল্লা-হি-ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

অর্থ : ১৬. "আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি, সামর্থ্য নেই অসৎকাজ থেকে বাঁচার এবং সৎকাজ করার।"
(আবু দাউদ-৪/৩২৫, তিরমিযী-৫/৪৯০; সহীহ আবু দাউদ হা: ৫০৯৫; সহীহ্ আত্-তিরমিযী হা: ৩৪২৬)

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ – আল্লাহর নামে (শুরু করলাম), تَوَكَّلْتُ – আমি ভরসা করলাম, عَلَى

اللّٰه। – আল্লাহর উপর, وَلَا حَوْلَ – নেই কোনো নির্ভরশীল, وَلَا قُوَّةَ – কোনো শক্তি নেই, إِلَّا بِاللّٰهِ – আল্লাহ ছাড়া (ব্যতিত)।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ، اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ، اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ، اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ۔

আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আ'উযুবিকা 'আন আদিল্লা-'আউ 'উদাল্লা, আউ আযিল্লা, আউ উযাল্লা আউ আয্‌লিমা, 'আউ 'উযলামা, আউ আজহালা, আউ ইয়ূজহালা 'আলাইয়্যা।

অর্থ : ১৭. "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অন্যকে পথভ্রষ্ট করা থেকে অথবা কারো দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হওয়া হতে, আমি অন্যকে পদস্খলন করতে অথবা অন্যের দ্বারা

পদস্খলিত হতে, আমি অন্যকে নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে।

(তিরমিযী-৩/১৫২, ইবনে মাজাহ-২/৩৩৬; সুনানে আরবাআ; সহীহ তিরমিযী-৩/১৫২; সহীহ ইবনে মাজাহ- ২/৩৩৬)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّیْ - নিশ্চয় আমি, اَعُوْذُبِكَ - তোমার নিকট আশ্রয় চাই, اَنْ - যে, আমি পথভ্রষ্ট করব, اَضِلَّ - اَوْ اُضَلَّ - আমাকে পথভ্রষ্ট করা হবে, اَزِلَّ - আমি পদস্খলন করব, اَوْاُزَلَّ আমাকে পদস্খলন করবে, اَوْ اَظْلِمُ - অথবা আমি জুলুম করব, اَوْ اُظْلَمَ - বা আমাকে জুলুম করবে, اَوْ يُجْهَلَ - অথবা আমি অজ্ঞ করব, اَوْ يُجْهَلَ - বা আমাকে অজ্ঞ করবে (তা হতে)

১১. গৃহে প্রবেশকালে দু‘আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا .

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা, ওয়াবিসমিল্লা-হি খারাজনা, ওয়া ‘আলা রাব্বিনা তাওয়াককালনা।

অর্থ : ১৮. ‘আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি। (অতঃপর পরিবারবর্গের উপর সালাম বলবে)।’

(আবূ দাউদ-৪/৩২৫; শাইখ বিন বায তুহফাতুল আখইয়ার কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় এ হাদীসের সানাদকে হাসান বলেছেন।)

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ – আল্লাহর নামে, وَلَجْنَا – আমি প্রবেশ করি, وَبِسْمِ اللّٰهِ – এবং আল্লাহর

নামে, خَرَجْنَا – আমরা বের হই, وَعَلَى رَبِّنَا – এবং আমাদের পালনকর্তার উপরেই, تَوَكَّلْنَا – আমরা ভরসা করি।

১২. মসজিদে গমনকালে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا، وَمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَعَظِّمْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ

اَعْطِنِىْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِىْ عَصَبِىْ نُوْرًاوَفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا، وَفِىْ دَمِىْ نُوْرًا، وَفِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا، وَفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا، (اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ) (وَزِدْنِىْ نُوْرًا، وَزِدْنِىْ نُوْرًا وَزِدْنِىْ نُوْرًا، (وَهَبْ لِىْ نُوْرًا عَلٰى نُوْرٍ)۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ 'আল ফী ক্বালবী নূরান ওয়া ফী লিসা-নী নূরান, ওয়া ফী সামঈ' নূরান, ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়ামিন ফাউক্বী নূরান, ওয়া মিন তাহতী নূরান, ওয়া ইয়ামীনী নূরান, ওয়া আন শিমালী নুরান ওয়ামিন আমানি নুরান

ওয়া মিন খালফী নূরান, ওয়াজ'আল ফী নাফসী নূরান, ওয়া 'আযযিমলী নূরান, ওয়াজ'আলনী নূরান, আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী নূরান, ওয়াজআল ফী 'আছাবী নূরান, ওয়া ফী লাহমী নূরান, ওয়া ফী দামী নূরান, ওয়া ফী শা'রী নূরান, ওয়া ফী বাশারী নূরান, [আল্লা-হুম্মাজ'আল লী নূরান ফী ক্বাবরী ওয়া নূরান ফী 'ইযা-মী] [ওয়াযিদনী নূরান, ওয়াযিদনী নূরান, ওয়াযিদনী নূরান [ওয়াহাব লী নূরান 'আলা নূরিন]।

অর্থ : ১৯. 'হে আল্লাহ্! তুমি আমার অন্তরে এবং যবানে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, তুমি আমার শ্রবণ শক্তিতেও জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার দর্শন শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পেছনে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও। আমার আত্মায় জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আর জ্যোতিকে আমার জন্য অনেক বড় করে দাও,

আমার জন্য জ্যোতি নির্ধারণ কর, আমাকে জ্যোতিময় করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জ্যোতি দান কর, আমার বাহুতে জ্যোতি দান কর, আমার মাংসে, আমার রক্তে, আমার চুলে, আমার চর্মে জ্যোতি দান কর। (বুখারী-১১/১১৬ হাদীস নং ২৩৬; মুসলিম-১/৫২৬, ৫২৯, ৫৩০ হাদীস নং ৭৬৩)

[হে আল্লাহ! আমার কবরকে আমার জন্য জ্যোতির্ময় করে দাও, আমার হাড্ডিসমূহেও।]

(তিরমিযী হাদীস নং ৩৪১৯, ৫/৪৮৩)

[আমার জ্যোতি বৃদ্ধি করে দাও, আমার জ্যোতি বৃদ্ধি করে দাও, আমার জ্যোতির উপর জ্যোতি দান করো।] (মুসলিম-১/৫৩০, বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১১৬), তিরমিযী-৩/৪১৯, ৫/৪৮৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِجْعَلْ - আপনি (দান) করুন, فِىْ قَلْبِىْ - আমার হৃদয়ে, نُوْرًا - জ্যোতি, وَفِىْ لِسَانِىْ - এবং আমার জিহ্বায় (কথায়), نُوْرًا - জ্যোতি, وَفِىْ سَمْعِىْ - এবং

আমার কানে (শ্রবণে), نُوْرًا - জ্যোতি, وَفِىْ بَصَرِىْ

- এবং আমার দৃষ্টিতে (চোখে), نُوْرًا - জ্যোতি,

وَمِنْ فَوْقِىْ - এবং আমার উপর, نُوْرًا - জ্যোতি,

وَمِنْ يَمِيْنِى - এবং আমার ডানে, نُوْرًا - জ্যোতি,

وَمِنْ,জ্যোতি - نُوْرًا ,এবং বামে - وَعَنْ شِمَالِىْ

اَمَامِىْ- এবং আমার সামনে, نُوْرًا - জ্যোতি,

وَمِنْ خَلْفِىْ - আমার পিছে, نُوْرًا - জ্যোতি,

وَاجْعَلْ - এবং করে দাও, فِىْ نَفْسِىْ - আমার

অন্তকরণে, نُوْرًا - জ্যোতি, وَعَظِّمْ - এবং আপনি

সম্মানিত করুন, لِىْ - আমার জন্য বা আমাকে, نُوْرًا

- জ্যোতি (দ্বারা), وَاجْعَلْ - এবং আপনি করুন, لِىْ

- আমার জন্য, نُوْرًا - জ্যোতি, وَاجْعَلْنِى نُوْرًا -

আর আমাকে আলোকিত করুন, اَللّٰهُمَّ - হে

আল্লাহ, اَعْطِنِىْ - আপনি দান করুন, نُوْرًا -

فِىْ عَصَبِىْ, জ্যোতি, وَاجْعَلْ – আর আপনি করুন,
– وَفِىْ لَحْمِىْ, জ্যোতি, – نُوْرًا, – আমার বাহুকে, –
– وَفِىْ دَمِىْ, নূর, – نُوْرًا, এবং মাংস পেশিতে,
– وَفِىْ شَعْرِىْ, আলো, – نُوْرًا, এবং আমার রক্তে,
– وَفِىْ بَشَرِىْ, আলো, – نُوْرًا, এবং আমার চুলে,
– اَللّٰهُمَّ, জ্যোতি, – نُوْرًا, এবং আমার চর্মে, হে
– نُوْرًا, আমার জন্য করুন, – اجْعَلْ لِىْ, আল্লাহ!,
– وَنُوْرًا, আমার কবর, – فِىْ قَبْرِىْ, আলোকিত,
এবং নূর (দাও), فِىْ عِظَامِىْ – আমার অস্তিসমূহে,
وَزِدْنِىْ – এবং তুমি আমার জন্য বৃদ্ধি কর, نُوْرًا -
আলো, وَزِدْنِىْ – এবং তুমি আমার জন্য বৃদ্ধি কর,
نُوْرًا - আলো, وَزِدْنِىْ – এবং তুমি আমার জন্য বৃদ্ধি
কর, نُوْرًا - আলো, وَهَبْ لِىْ - এবং তুমি দান কর
আমাকে, نُوْرًا - নূর।

১৩. মসজিদে প্রবেশের দু'আ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، (بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ) (وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ) (اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) .

উচ্চারণ : 'আউযু বিল্লা-হিল 'আযীমি, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীমি, ওয়াসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীমি, [বিসমিল্লা-হি, ওয়াসসালাতু] [ওয়াসসালা মু'আলা রাসূলিল্লা-হি] আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা।

২০. 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্তা এবং শাশ্বত সার্বভৌম শক্তির নামে। আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও।' (সহীহ আবু দাউদ হা: ৪৬৬; সহীহ আল-জামে-৪৫৯১) আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি) (ইবনু সুন্নী হাদীস নং-৮৮,শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন) দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর। (আবু দাউদ- ১/১২৬; সহীহ আল-জামে-১/৫২৮) হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করো। (মুসলিম-১/৪৯৪)

শব্দার্থ : أَعُوْذُ – আমি আশ্রয় চাই, بِاللّٰهِ – আল্লাহর নিকট, الْعَظِيْمِ – মহান, وَبِوَجْهِهِ – এবং তাঁর চেহারার (সত্তার) নিকট, الْكَرِيْمِ – সম্মানিত, وَسُلْطَانِهِ – এবং তাঁর রাজত্ব

(সার্বভৌমত্ব) এর নিকট, الْقَدِيْمِ - প্রাচীন/ শাশ্বত, مِنَ الشَّيْطَانِ - শয়তান থেকে, الرَّجِيْمِ - বিতাড়িত, بِسْمِ اللّٰهِ - আল্লাহর নামে, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - দরূদ, - এবং সালাম, عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ - আল্লাহর রাসূলের ওপর, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, افْتَحْ لِيْ - খুলে দিন আমার জন্য, اَبْوَابَ - দরজাসমূহ, رَحْمَتِكَ - তোমার করুণার।

১৪. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ওয়াসসালা-তু ওয়াসসালা-মু 'আলা রাসূলিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা 'ইন্নী'আস'আলুকা মিন ফাদলিকা, 'আল্লা-হুম্মা'সিমনী মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

২১. 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর। হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! বিতাড়িত শয়তান থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও।'

(শাইখ আলবানী অন্যান্য রিওয়ায়াত পাওয়ায় এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আবূ দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ-১/১২৯ পৃষ্ঠা: اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. অতিরিক্ত যোগ করে বর্ণনা করা হয়েছে।)

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ – আল্লাহর নামে, وَالصَّلَاةُ – দরূদ, وَالسَّلَامُ – এবং সালাম, عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ – আল্লাহর রাসূলের ওপর, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, اِنِّىْ اَسْاَلُكَ – নিশ্চয় আমি আপনার

নিকট চাই, مِنْ فَضْلِكَ – আপনার অনুগ্রহ, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, اعْصِمْنِيْ – আমাকে রক্ষা কর, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – বিতাড়িত শয়তান হতে।

১৫. আযানের দু'আ

২২. নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়াযযিনের আযনা শুনতে পাও তখন সে যা বলে, তোমরা ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি কর। তবে মুয়ায্যিন যখন 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' এবং 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ' বলেন, তখন–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ : 'লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হি' বল।

(বুখারী-১/১৫২; মুসলিম-ই. সে. হা: ৭৪৯)

অতঃপর বলবে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا .

উচ্চারণ : "আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান, ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনান।"

২৩. মুয়ায্‌যিনের সাক্ষ্য প্রদানের পর বলবে, "আমি আরো সাক্ষ্য- দিচ্ছি-আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু

এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতৃপ্ত।

(মুসলিম-১/২৯০, ইবনে খোযায়মা-১/২২০)

শব্দার্থ : اَشْهَدُ – আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنْ لَا اِلٰهَ – যে, কোনো মা'বুদ নেই, اِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া, وَحْدَهُ – তিনি এক, لَا شَرِيْكَ لَهُ – তার কোনো অংশীদার নেই, وَاَنَّ مُحَمَّدًا – এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ, عَبْدُهُ – তাঁর বান্দাহ, وَرَسُوْلُهُ – এবং তাঁর রাসূল, رَضِيْتُ – আমি সন্তুষ্ট বা পরিতৃপ্ত, بِاللّٰهِ – আল্লাহর বিষয়ে, رَبًّا – প্রতিপালক হিসেবে, وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا – এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল, وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا – ও ইসলামকে দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে।

২৪. আযানের জবাব দেয়া শেষ হলে নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়বে। (মুসলিম-১/২৮৮)

২৫. নবী করীম ﷺ (আযান শুনার পর) বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ، (اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ)

উচ্চারণ : "আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস সালা-তিল ক্বা-'ইমাতি, 'আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াব 'আসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া 'আদতাহু [ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী'আদ]

২৫. 'হে আল্লাহ!, এই সার্বিক আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু, মুহাম্মদকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না।' (বুখারী আধুনিক প্রকাশনী হাদীস নং ৫৭৯; বুখারী-১/২৫২ বায়হাকী-১/৪১০)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ (তুমি), رَبَّ - প্রতিপালক বা প্রভু, هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ - এ সকল দোয়ার, وَالصَّلَاةِ - এবং সালাতের, الْقَائِمَةِ - যা প্রতিষ্ঠিত, اٰتِ مُحَمَّدًا - আপনি মুহাম্মদ ﷺ কে দান করুন, الْوَسِيْلَةَ - ওছিলা বা মাধ্যম, وَالْفَضِيْلَةَ - এবং ফজিলত বা মর্যাদা, وَابْعَثْهُ - আর তাকে পৌঁছে দাও, مَقَامًا مَحْمُوْدًا - প্রশংসিত

স্থান, اَلَّذِىْ وَعَدْتَّهُ - যে ওয়াদা তুমি তাকে দিয়েছেন, اِنَّكَ - নিশ্চয় তুমি, لَا تُخْلِفُ - ভঙ্গ কর না, اَلْمِيْعَادَ - অঙ্গিকার।

২৬. 'আযান ও ইক্বামতের মাঝে নিজের জন্য দু'আ করবে। কেননা, ঐ সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না।' (তিরমিযী, আবূ দাউদ, আহমদ)

১৬. তাকবীরে তাহরিমার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা-বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি, আল্লা-হুম্মা নাক্বক্বিনী-মিন খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা ইয়ূনাক্বক্বাছ ছাউবুল আবইয়ায়ু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগসিলনী খাত্বা-ইয়া-ইয়া, বিছছালজি ওয়াল মা-ই ওয়াল বারাদি।

২৭. হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপ সমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি কর যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপ মুক্ত করে এমন পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপরাশি পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।' (বুখারী আধুনিক প্রকাশনী হাদীস নং ৭০০; মুসলিম-১১৯; বুখারী-১/১৮১, মুসলিম-১/৪১৯)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, بَاعِدْ - তুমি দূরত্ব সৃষ্টি কর, بَيْنِىْ - আমার মাঝে, وَبَيْنَ خَطَايَاىَ - এবং আমার পাপসমূহের মাঝে, كَمَا بَعَدْتَّ - যেভাবে তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ, بَيْنَ الْمَشْرِقِ - পূর্ব, وَالْمَغْرِبِ - এবং পশ্চিমের মাঝে, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! তুমি, نَقِّنِىْ - আমাকে মুক্ত করে দাও বা পরিষ্কার করে দাও, مِنْ خَطَايَاىَ - আমার গুনাহসমূহ হতে, كَمَا - যেভাবে, يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ - সাদা কাপড় পরিষ্কার হয়, مِنَ الدَّنَسِ - ময়লা হতে, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, اغْسِلْ خَطَايَاىَ - তুমি আমার পাপরাশি ধৌত করে দাও, بِالثَّلْجِ - বরফ দ্বারা, وَالْمَاءِ - পানি দ্বারা, وَالْبَرَدِ - শীতল শিশির দ্বারা।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তা'আ-লা-জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুক।

২৮. 'হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই।'
(আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরিমিযী-১/৭৭, ইবনে মাজাহ-১/১৩৫; সুনানে আরবায়া; সহীহ্ তিরমিযী-২৪২; ইবনে মাজাহ-৮০৪)

শব্দার্থ : سُبْحَانَكَ – আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! وَبِحَمْدِكَ – এবং তোমার জন্য সকল প্রশংসা, وَتَبَارَكَ – এবং

মহান বা মহিমান্বিত, اِسْمُكَ – তোমার নাম, وَتَعَالٰى – এবং উচ্চে, جَدُّكَ – তোমার সম্মান, وَلَا اِلٰهَ – এবং নেই কোনো ইলাহ, غَيْرُكَ – তুমি ছাড়া।

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ، وَمَحْيَاىَ، وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

উচ্চারণ : ইন্নী ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাসসামা ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা হানীফাও

ওয়ামা 'আনা মিনাল মুশরিকীনা 'ইন্না সালাতী, ওয়া নুসুকী ওয়ামাহইয়াইয়া, ওয়ামামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীনা, লা-শারীকা লাহু ওয়াবিযা-লিকা 'উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন।

২৯. নিশ্চয় 'আমি সেই মহান সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরাই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র বিশ্বজগতের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই, আর এই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।' (মুসলিম-১/৫৩৪)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِىْ

وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ
جَمِيْعًا اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ،
وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ
لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّىْ
سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ،
لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ بِيَدَيْكَ،
وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ، اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ،
تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ،
وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতাল মালিকু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা, আনতা রাব্বী ওয়া

'আনা 'আবদুকা, যালামতু নাফসী ওয়া'তরাফতু বিযামবী ফাগফির লী যুনূবী জামী'আন ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা-আনতা ওয়াহদিনী লিআহসানিল আখলা-ক্বি লা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা, ওয়াসরিফ 'আন্নী সায়্যিআহা, লা ইয়াসরিফু 'আন্নী সায়্যিআহা ইল্লা আনতা, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহু বিইয়াদাইকা, ওয়াশশাররু লাইসা 'ইলাইকা, 'আনা-বিকা ওয়া ইলাইকা তাবা-রাকতা ওয়া তা'আলাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আ'তূবু 'ইলাইকা।"

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি সেই বাদশাহ যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার বান্দা, আমি আমার নিজের ওপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার পাপসমূহ সম্বন্ধে স্বীকৃতি দিচ্ছি। কাজেই

তুমি আমার সমুদয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি ব্যতীত আর কেউই গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত কর, তুমি ব্যতীত আর কেউই উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না, আমার দোষগুলো তুমি আমার থেকে দূরীভূত কর, তুমি ছাড়া অপর কেউই চারিত্রিক দোষ অপসারিত করতে পারে না।'

(মুসলিম-১/৫৩৪; আবূ দাউদ; সহীহ্ তিরমিযী হাদীস-৩৪২২)

'হে প্রভু! আমি তোমার হুকুম মানার জন্য উপস্থিত সদা প্রস্তুত, সামগ্রিক কল্যাণ তোমার হস্তদ্বয়ে নিহিত। অকল্যাণ তোমার দিকে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ মন্দ তোমার কাম্য নয়। আমি তোমারই এবং তোমারই দিকে আমার সকল প্রবণতা, তুমি কল্যাণময় এবং তুমি মহিমান্বিত, আমি তোমার নিকট মার্জনা চাচ্ছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَاِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরা'ঈলা, ওয়ামীকাঈলা, ওয়া ইসরা-ফীলা ফা-ত্বিরাস, সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি, আনতা তাহকুমু বাইনা 'ইহা-দিকা ফীমা কা-নূ ফীহি ইয়াখতালিফূনা,

ইহ্দিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি, বিইয্নিকা ইন্নাকা তাহ্দী মান তাশা-উ ইলা সিরা-ত্বিম মুস্তাক্বীম।

৩০. 'হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আকাশ ও জমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য এবং দৃশ্য সব বিষয়েই তুমি সুবিদিত। তোমার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত, তুমিই তার মীমাংসা করে দাও। যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে, তন্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেই দিকে পথ প্রদর্শন কর। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাক।'

(মুসলিম-১/৫৩৪; সহীহ আত্-তিরমিযী হা: ৩৪২০)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, তুমি, رَبَّ جِبْرَائِيْلَ - জিবরাঈল এর প্রভু, وَمِيْكَائِيْلَ - এবং মিকাইল, وَاِسْرَافِيْلَ - এবং

ইসরাফিলের, فَاطِرَ - সৃষ্টিকর্তা, السَّمٰوَاتِ - আকাশসমূহের, وَالْاَرْضِ - এবং জমিনের, عَالِمَ الْغَيْبِ - অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত, وَالشَّهَادَةِ - এবং দৃশ্যমান বিষয়ের, اَنْتَ تَحْكُمُ - তুমি মিমাংসা করে থাক, بَيْنَ عِبَادِكَ - তোমার বান্দাদের মাঝে, فِيْمَا - যে বিষয়ে, كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - তারা ছিল মতানৈক্য লিপ্ত, اِهْدِنِىْ - তুমি আমাকে হেদায়াত দান কর, لِمَا - যে বিষয়ে, اخْتُلِفَ - মতানৈক্য রয়েছে, فِيْهِ - সেখানে, مِنَ الْحَقِّ - সঠিক অংশে, بِاِذْنِكَ - তোমার অনুমতিক্রমে, اِنَّكَ - নিশ্চয় তুমি, تَهْدِىْ - হেদায়াত দিয়ে থাক, مَنْ تَشَاءُ - যাকে ইচ্ছা কর, اِلَى - দিকে, صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - সঠিক পথের।

অতঃপর তিনবার বলবে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً -

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবারু কাবীরান, আল্লাহু আকবারু কাবীরান, আল্লাহু আকবারু কাবীরান, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি কাসীরান, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি কাসীরান, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাসীরান, ওয়াসুবহা-নাল্লা হি বুকরাতাও ওয়াআসীলা।

শব্দার্থ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ – আল্লাহ মহান, كَبِيْرًا – অতীব মহান (তিনবার), وَالْحَمْدُ – আর সকল প্রশংসা, لِلّٰهِ – আল্লাহর, كَثِيْرًا –

অনেক (প্রশংসা) (তিনবার), وَسُبْحَانَ اللّٰهِ – আর আল্লাহর পবিত্রতা (ঘোষণা করছি), بُكْرَةً – সকালে, وَّأَصِيْلاً – এবং সন্ধ্যায়।

৩১. 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ– অতীব শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, অনেক অনেক প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। সকাল ও সন্ধ্যায় দিন ও রাতে তথা সর্বক্ষণ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি (তিনবার)।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ -

উচ্চারণ : আউ'যু বিল্লা-বি মিনাশ শাইত্বানি মিন নাফখিহী, ওয়া নাফসিহী, ওয়া হামযিহী।

অর্থ : অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় চাচ্ছি তার দম্ভ হতে, তার কুহকজাল ও তার কুমন্ত্রণা থেকে।'

(আবূ দাউদ-১/২০৩, ইবনে মাজাহ-১/২৬৫, আহমদ-৪/৮৫; ইমাম মুসলিম এ হাদীসটিকে ইবনে উমার (রা) হতে প্রায় এমন বর্ণনা করেন। আর এ হাদীসে একটি ঘটনা উল্লেখ হয়েছে-১/৪২০)

৩২. নবী করীম ﷺ যখন রাতে তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়াতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ

مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا

اَخَّرْتُ، وَمَا اَسْرَرْتُ، وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ

الْمُقَدِّمُ، وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

اَنْتَ اِلٰهِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা নূরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আনতা ক্বায়্যিমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিন্না-, ওয়ালাকালহামদু আনতা রাব্বুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিন্না' ওয়ালাকাল হামদু লাকা মুলকুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়া মান ফী হিন্না ওয়ালাকাল হামদু আনতা মালিকুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া লাকাল হামদু আনতাল হাক্বক্ব, ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্বকু, ওয়া ক্বাওলুকাল হাক্বক্ব, ওয়া লিক্বা-উকাল হাক্বক্ব

ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান না-রু হাক্কুন, ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন, ওয়াস সা-'আতু হাক্কুন। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া 'আলাইকা তাওয়াককালতু ওয়াবিকা আ-মানতু, ওয়া 'ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খাসামতু ওয়া ইলাইকা হাকামতু, ফাগফিরলী মা কাদ্দামতু, ওয়ামা আখখারতু, ওয়া মা আসরাররতু, ওয়া মা আ'লানতু আনতাল মুকাদ্দামু, ওয়া আনতাল মু'আখখিরু লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আনতা ইলা-হী লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু রয়েছে তুমি তাদের সকলের জ্যোতি এবং প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এদের মাঝে আছে তুমিই ঐ সবের প্রভু। আর প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য, আকাশ

ও পৃথিবীর রাজত্ব তোমারই। আর সকল গুণকীর্তন তোমারই জন্য।

তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন লাভ সত্য, জান্নাত (বেহেশত) সত্য, জাহান্নাম (দোযখ) সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হলাম এবং তোমারই সাহায্যের প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলাম আর তোমাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। অতঃপর আমার পূর্বের ও পরের সকল গোপনীয় ও প্রকাশ্য দুষ্কর্মসমূহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই যা চাও আগে কর এবং তুমিই যা চাও পশ্চাতে কর, একমাত্র তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই। তুমিই একমাত্র মাবুদ তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই।)' (বুখারী-ফতহুল বারী-৩/৩, ১১/১১৬, ১৩/৩৭১, ৪২৩, ৪৬৫ ও মুসলিম-১/৫৩২)

১৭. রুকূর দু'আ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ : সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আযীম।

৩৩. 'আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার)। (আবূ দাউদ- ৮৭১, তিরমিযী– ১/৮৩, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ; তাবারানী ৭জন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ - পবিত্রতা ঘোষণা করছি, رَبِّيَ - আমার প্রভুর, الْعَظِيْمِ - যিনি মহান।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ -

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

৩৪. 'হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু। তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি, তোমার প্রশংসাসহ হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।'

(বুখারী আ. প্র. হা. ৭৭২, মুসলিম ইস. সে. হা: ৯৭৮)

سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ -

উচ্চারণ : সুববূহুন কুদ্দুসুন, রাব্বুল মালা-'ইকাতি ওয়াররূহি।

৩৫. 'ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদুস [জিবরাঈল (আ)]-এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত গুণাবলিতেও পবিত্র।'

(মুসলিম ইসলামিক সেন্টার হা: ৮৭৩, আবূ দাউদ-১/২৩০)

শব্দার্থ : سُبُّوْحٌ - মহাপবিত্র, قُدُّوْسٌ - মর্যাদাশীল, رَبُّ - প্রতিপালক, الْمَلَائِكَةِ - ফেরেশতাকুলের, وَالرُّوْحِ - এবং রুহের (জিবরাঈলের)।

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، خَشِعَ لَكَ سَمْعِيْ، وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ، وَمَا اسْتَقَلَّ بِهٖ قَدَمِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু, ওয়া বিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু খাশিআ লাকা সাম'ঈ, ওয়া বাসারী, ওয়া মুখখী, ওয়া'আযমী, ওয়া'আসাবী ওয়ামাসতাক্বাল্লা বিহী কাদামী।

৩৬. 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকূ (মাথা অবনত) করেছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, একমাত্র তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়, আমার স্নায়ু, আমার সমগ্র সত্ত্বা তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত।'

(মুসলিম-১/৫৩৫, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী-৩৪২১)

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ، وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণ : সুবহানা যিল জাবারূতি, ওয়াল মালাকূ-তি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল 'আযামাতি।

৩৭. 'পূত পবিত্র সেই মহান আল্লাহ, যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব, গরিমা এবং অতুল্য মহত্ত্বের অধিকারী।' (সহীহ আবু দাউদ- হা: নং ৮৭৩; নাসাঈ, আহমদ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

১৮. রুকূ থেকে উঠার দু'আ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

উচ্চারণ : সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ।

৩৮. আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শুনেন, যে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে।'

(বুখারী-আল-মাদানী প্রকাশনী হাদীস নং ৭৯৯)

শব্দার্থ : سَمِعَ – তিনি শোনেন, اللّٰهُ – আল্লাহ, لِمَنْ – যিনি, حَمِدَهٗ – তার (আল্লাহর) প্রশংসা করেন।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান কাছীরান ত্বায়্যিবান মুবা-রাকান ফীহি।

৩৯. হে আমাদের প্রভু! তোমার সমস্ত ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা।' (বুখারী আধুনিক প্রকাশনী হাদীস নং ৭৫৫; মিশকাত-তাহকীক আলবানী হা: ৬৮৩)

শব্দার্থ : رَبَّنَا – হে আমাদের প্রভু!, وَلَكَ الْحَمْدُ – তোমার জন্য সকল প্রশংসা, حَمْدًا كَثِيْرًا – অনেক প্রশংসা, طَيِّبًا مُبَارَكًا – মঙ্গলময় ও উত্তম, فِيْهِ – যেথায় রয়েছে।

مِـلْءَ الـسَّـمٰـوَاتِ وَمِـلْءَ الْاَرْضِ وَمَـا بَـيْـنَـهُـمَـا، وَمِـلْءَ مَـاشِـئْـتَ مِـنْ شَـيْءٍ بَـعْـدُ. اَهْـلَ الـثَّـنَـاءِ وَالْـمَـجْـدِ، اَحَـقُّ مَـا قَـالَ الْـعَـبْـدُ، وَكُـلُّـنَـا لَـكَ عَـبْـدٌ. اَللّٰـهُـمَّ لَا مَـانِـعَ لِـمَـا اَعْـطَـيْـتَ، وَلَا مُـعْـطِـيَ لِـمَـا مَـنَـعْـتَ، وَلَا يَـنْـفَـعُ ذَا الْـجَـدِّ مِـنْـكَ الْـجَـدُّ.

উচ্চারণ : মিল'আস সামাওয়াতি ওয়া মিল'আল আরদ্বি, ওয়ামা বাইনাহুমা, ওয়া মিলআ-মা-শি'তা মিন শাই'ইন, বা'দু আহলাছ ছানা-ই ওয়াল মাজদি, আহাক্বকু মা-ক্বা-লাল আবদু ওয়াকুল্লুনা লাকা'আবদুন, আল্লা-হুম্মা লা-মা-নি'আ লিমান আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিআ লিমা মানা'তা ওয়াল ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

৪০. হে আল্লাহ! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ পরিপূর্ণ করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দুই এর মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয় এবং এগুলো ব্যতীত তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়। হে প্রশংসা ও প্রশস্তি এবং মাহাত্ম্য ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ! তোমার প্রশংসার শানে যে কোনো বান্দা যা কিছু বলে তুমি তার বেশি হকদার। আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা বন্ধ করার কেউ নেই, আর তুমি যা বন্ধ করে দাও তা দেয়ার মতো কেউ নেই। তোমার গযব থেকে কোনো বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধনসম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না।' **(মুসলিম ইসলামিক সেন্টার হাদীস-৯৬৪)**

১৯. সিজদার দু‘আ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

উচ্চারণ : সুবহা-না রাব্বিয়াল ‘আলা-।

৪১. ‘আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।’ (তিনবার।) (আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ, সহীহ আত্-তিরমিযী হা: ২৬২)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ – পবিত্রতা ঘোষণা করছি বা পবিত্র, رَبِّيَ – আমার প্রতিপালকের, الْأَعْلَى – যিনি মহান।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

৪২. 'হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসাসহ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও।'

(বুখারী আ. প্র. হা. ৭৭২, মুসলিম : ই. সে. হা. ৯৭৮)

শব্দার্থ : سُبْحَانَكَ – তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, رَبَّنَا - তুমি আমাদের প্রভু, وَبِحَمْدِكَ - হে আল্লাহ তুমি, اِغْفِرْلِىْ - ক্ষমা করুন আমাকে।

سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ـ

উচ্চারণ : সুববূহুন, কুদ্দূসুন, রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহি।

৪৩. 'ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদ্স [জিবরাঈল (আ)]-এর প্রভু স্বীয় সত্তায় এবং গুণাবলিতে পবিত্র।' (মুসলিম ইসলামিক সেন্টার হাদীস- ৮৭৩)

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِى خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু সাজাদা ওয়াজ হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াসাউওয়ারাহু, ওয়া শাক্কক্বা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু, তাবা-রাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিক্বীনা।

৪৪. হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদা করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছি, আমার মুখমণ্ডল (আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং

সমন্বিত আকৃতি দিয়েছেন এবং এর কর্ণ ও এর চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা।' (মুসলিম-১/৫৩৪, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ، وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণ : সুবহানা জীল জাবারূতি, ওয়াল মালাকূতি, ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল 'আযমাতি।

৪৫. 'পূত পবিত্র সেই মহান আল্লাহ বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গরিমা এবং অতুল্য মহত্ত্বের অধিকারী।' (আবূ দাউদ-১/২৩০, নাসাঈ, আহমদ, আল্লামা আলবানী সহীহ আবু দাউদে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন– ১/১৬৬)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী যামবী কুল্লাহু, দিক্বক্বাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউওয়ালাহু ওয়া 'আ-খিরাহু ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু।

৪৬. 'হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দাও, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহসমূহ।'

(মুসলিম ইস. সে. হা. ৯৭৭; মুসলিম-১/৩৫০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْكَ، لَا اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদ্বকা মিন সাখাত্বিকা, ওয়া বি মু'আ-ফা-তিকা মিন 'উকূবাতিকা ওয়া আউ'যুবিকা মিনকা, লা উহসি ছানা-'আন-আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা 'আলা নাফসিকা।

৪৭. 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার গযব হতে, তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য, যেরূপ নিজের প্রশংসা তুমি নিজে করেছ।' (মুসলিম- ইস. সে. হা. ৯৮৩; আবু আওয়ানা; ইবনে আবী শাইবান; মুসলিম- ১/৩৫২০)

২০. দু'সিজদার মাঝখানে দু'আ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ـ

উচ্চারণ : রাব্বিগ ফিরলী রাব্বিগ ফিরলী।

৪৮. হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

(আবু দাউদ-১/২৩১, ইবনে মাজাহ আ. প্র. হাদীস নং ৮৯৭)

শব্দার্থ : رَبِّ - হে আমার রব!, اغْفِرْلِىْ - তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (২ বার)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَارْفَعْنِيْ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী ওয়াজবুরনী ওয়া'আফিনী, ওয়ারযুক্বনী, ওয়ারফা'নী।

৪৯. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার ওপর রহম কর, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং তুমি আমাকে রিযিক দান কর ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।' (আবূ দাউদ-৮৫০; তিরমিযী-২৮৪; ইবনে মাজাহ)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, اغْفِرْلِيْ – তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, وَارْحَمْنِيْ – এবং

দয়া কর, وَاهْدِنِىْ – এবং হেদায়াত দান কর, وَاجْبُرْنِىْ – আমার সমস্যা দূর কর, وَعَافِنِىْ – আমাকে নিরাপত্তা দান কর, وَارْزُقْنِىْ – আমাকে রিযিক দান কর, وَارْفَعْنِى – আমার মর্যদা বাড়িয়ে দাও।

২১. সিজদার আয়াত পাঠের পর সিজদায় দু'আ

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

উচ্চারণ : সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াশাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহু, ওয়া

বিহাওলিহী ওয়া কুউওয়াতিহী ফাতাবারাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিক্বীনা।

৫০. 'আমার মুখমণ্ডলসহ (আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এর কর্ণ ও এর চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা।'

(তিরমিযী-২/৪৭৪, আহমদ-৬/৩০, হাকেম)

শব্দার্থ : سَجَدَ – সেজদা করলো বা অবনত হলো, وَجْهِي – আমার মুখমণ্ডল, لِلَّذِيْ – সে সত্তার জন্য যিনি, خَلَقَهُ – তাকে সৃষ্টি করেছেন, وَشَقَّ – উদ্ভিন্ন করেছেন, سَمْعَهُ – এর শ্রবণ শক্তি, وَبَصَرَهُ – তার দৃষ্টিশক্তি, بِحَوْلِهِ – তার সামর্থ্যে, وَقُوَّتِهِ – তার শক্তিতে, فَتَبَارَكَ – আর মহান, اللّٰهُ – আল্লাহ, أَحْسَنُ – সর্বোত্তম, الْخَالِقِيْنَ – স্রষ্টাদের মাঝে।

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا، وَضَعْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকতুবলী বিহা 'ইনদাকা আজরান, ওয়াদ্বা'আন্নী বিহা ওয়িযরান, ওয়াজ'আলহা লী 'ইনদাকা যুখরান, ওয়াতাক্বাব বালাহা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন 'আবদিকা দাউদা।

অর্থ : ৫১. 'হে আল্লাহ! তা দ্বারা তোমার নিকট আমার জন্য নেকী লিপিবদ্ধ করে রাখ, আর এ দ্বারা আমার পাপরাশি দূর করে দাও, এটাকে আমার জন্য গচ্ছিত মাল হিসেবে জমা করে রাখ

আর তাকে আমার নিকট থেকে কবুল কর, যেমন কবুল করেছ তোমার বান্দা দাউদ (আ) হতে।'
(তিরমিযী-২/৪৭৩, হাকেম' ইমাম যাহাবী এ হাদীসকে সহীহ বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন- ১/২১৯)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, اُكْتُبْ لِىْ - আপনি আমার জন্য লিপিবদ্ধ করুন, بِهَا - এর উসিলায়, عِنْدَكَ - আপনার নিকট, اَجْرًا - বিনিময়, وَضَعْ - এবং দূর করুন, عَنِّىْ - আমার পক্ষ হতে, بِهَا - এর মাধ্যমে, وِزْرًا - পাপ বা বোঝা, وَاجْعَلْهَا - একে করুন, لِىْ - আমার জন্য, ذُخْرًا - সঞ্চয় হিসেবে, وَتَقَبَّلْهَا - আর আপনি কবুল (গ্রহণ) করুন, مِنِّىْ - আমার পক্ষ হতে, كَمَا - যেভাবে, تَقَبَّلْتَهَا - আপনি গ্রহণ করেছেন, مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ - আপনার বান্দাহ দাউদ হতে।

২২. তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ : আততাহিয়্যা-তু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্ব ত্বায়্যিবা-তু, আসসালামু 'আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু, আসসালা মু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু

আল্লা-ইলা হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

৫২. যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক, আমাদের ওপর এবং নেক বান্দাদের ওপর শান্তি নাযিল হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। (বুখারী আ. প্র. হা. ৭৮৫; বুখারী-ফতহুল বারী ১১/১৩, মুসলিম ১/৩০১)

শব্দার্থ : اَلتَّحِيَّاتُ – সকল অভিবাদন, لِلّٰهِ – আল্লাহর, وَالصَّلَوَاتُ – সকল সালাত, وَالطَّيِّبَاتُ – ও সকল ভালো কর্ম, اَلسَّلَامُ – সালাম, عَلَيْكَ – আপনার ওপর, اَيُّهَا النَّبِيُّ – হে নবী!, وَرَحْمَةُ اللّٰهِ – এবং আল্লাহর দয়া,

اَلسَّلاَمُ – এবং তাঁর বরকতসমূহ, وَبَرَكَاتُهُ
عَلَيْنَا – সালাম আমাদের বান্দাদের ওপর,
وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ – এবং আল্লাহর বান্দার
ওপর, الصَّالِحِيْنَ – যারা নেককার, اَشْهَدُ اَنْ
– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ –
আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, وَاَشْهَدُ اَنَّ –
এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, مُحَمَّدًا – মুহাম্মদ
ﷺ عَبْدُهُ – তিনি তাঁর বান্দাহ, وَرَسُوْلُهُ –
এবং তাঁর রাসূল ।

২৩. তাশাহহুদের পর রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ،

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা 'আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহহুমা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

৫৩. হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল কর যেমনটি

করেছিলে ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরের ওপরে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ কর যেমন বরকত তুমি অবতীর্ণ করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসাময় ও সম্মানীয়।

(ফতহুল বারী-৬/৪০৮; বুখারী আ. প্র. হা. ৩১০)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, صَلِّ - তুমি বরকত নাযিল কর, عَلٰى مُحَمَّدٍ - মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর, وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ - এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গের ওপর, كَمَا صَلَّيْتَ - যেভাবে তুমি রহমত দান করেছ, عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - ইব্রাহিমের ওপর, اِنَّكَ - নিশ্চয় তুমি, حَمِيْدٌ - প্রশংসিত, مَجِيْدٌ - মর্যাদাবান, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, بَارِكْ -

বরকত দান কর, عَلٰى مُحَمَّدٍ – মুহাম্মাদের ﷺ-এর ওপর, وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ – এবং মুহাম্মদের ﷺ পরিবারবর্গের ওপর, كَمَا بَارَكْتَ – যেমনি তুমি বরকত দিয়েছ, عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ – ইব্রাহিমের ওপর, وَعَلٰى اِبْرَاهِيْمَ – এবং ইব্রাহিমের পরিজনের ওপর, اِنَّكَ – নিশ্চয় তুমি, حَمِيْدٌ – প্রশংসিত, مَجِيْدٌ – সম্মানিত।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মাদিন ওয়ালা আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহী, কামা সাল্লাইতা 'আলা আলি ইবরা-হীমা ওয়া বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী, কামা-বা-রাকতা 'আলা-'আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

৫৪. 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীগণ এবং সন্তানগণের ওপর রহমত নাযিল কর, যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরের ওপর। আর তুমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীগণের এবং সন্তানগণের ওপর বরকত নাযিল কর, যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরগণের ওপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।'

(বুখারী- আল-মাদানী প্র. হা. ৩১১৯; মুসলিম- ইস. সে. হা. ৮০৬; হাদীসের শব্দগুলো মুসলিম শরীফ হতে নেয়া হয়েছে।)

২৪. সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন 'আযা-বিল কাবরি, ওয়া মিন আযা-বি জাহান্নামা ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জালি।

৫৫. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবর আযাব থেকে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন মৃত্যুর ফিৎনা থেকে এবং মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে।'

(বুখারী-২১০২, মুসলিম-১/৪১২ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন আযা-বিল ক্বাবরি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-লি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামা-তি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরামি।

অর্থ : ৫৬. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবর আযাব থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা

করছি মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা হতে, আশ্রয় চাচ্ছি জীবন-মৃত্যুর ফিৎনা হতে, হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি পাপাচার ও ঋণভার হতে।'
(বুখারী আধুনিক প্রকাশনী, হাদীস নং. ৭৮৬: মুসলিম-১/৪১২)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ – নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, مِنْ – عَذَابِ الْقَبْرِ – কবরের আযাব থেকে, وَاَعُوْذُبِكَ – আরও আশ্রয় চাই তোমার নিকট, مِنْ فِتْنَةِ – ফিৎনা হতে, الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ – মাসীহ দাজ্জালের, وَاَعُوْذُبِكَ – এবং আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট, مِنْ فِتْنَةِ – ফিৎনা হতে, الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ – জীবিত ও মৃতদের, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ - নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, الْمَاْثَمِ – পাপকার্য হতে, وَالْمَغْرَمِ – ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী-যুলমান কাছীরাওঁ, ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা-আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

৫৭. 'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের ওপর অনেক বেশি অত্যাচার করেছি, আর তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ কেউই ক্ষমা করতে পারে না, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে মার্জনা করে দাও এবং তুমি আমার প্রতি রহম কর, তুমি তো মার্জনাকারী দয়ালু।' (বুখারী-৮/১৬৮, মুসলিম-৪/২০৭৮)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, اِنِّىْ ظَلَمْتُ – নিশ্চয় আমি যুলুম করেছি, نَفْسِىْ – আমার আত্মার ওপর, ظُلْمًا كَثِيْرًا – অত্যাধিক যুলুম, وَّلَا يَغْفِرُ – আর কেউ ক্ষমা করবে না, الذُّنُوْبَ – পাপরাশি, اِلَّا – তবে , اَنْتَ – তুমি, فَاغْفِرْلِىْ – সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর, مَغْفِرَةً – ক্ষমা, مِنْ عِنْدِكَ – তোমার পক্ষ থেকে, وَارْحَمْنِىْ – আর আমাকে দয়া কর, اِنَّكَ اَنْتَ – নিশ্চয় তুমি, الْغَفُوْرُ – ক্ষমাশীল, الرَّحِيْمُ – দয়ালু।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا اَخَّرْتُ،

وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَسْرَفْتُ، وَمَا اَنْتَ

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু, ওয়ামা-আখখারতু, ওয়ামা আসরারতু, ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আসরাফতু, ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আনতাল মুকাদ্দিমু, ওয়া আনতাল মু'আখখিরু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা।

অর্থ : ৫৮. 'হে আল্লাহ! আমি যেসব গুনাহ অতীতে করেছি এবং যা পরে করেছি তার সমস্তই তুমি ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও সেই গুনাহগুলোও যা আমি গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি, ক্ষমা করো আমার সীমালঙ্ঘনজনিত গুনাহসমূহ এবং সেসব গুনাহ যে সব গুনাহ সম্বন্ধে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত, তুমি যা চাও আগে কর এবং তুমি যা চাও

পশ্চাতে কর। আর তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবূদ নেই। (মুসলিম হাদীস-১/৫৩৪)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, اغْفِرْلِىْ - তুমি ক্ষমা কর আমাকে, مَا قَدَّمْتُ - যে সকল পাপ করেছি, وَمَا اَخَّرْتُ - যা পরবর্তীতে করেছি, وَمَا اَعْلَنْتُ - এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, وَمَا اَسْرَفْتُ - আর যা গোপনে করেছি, وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ - এবং যা তুমি অধিক ভালো জান, مِنِّىْ - আমার থেকে, اَنْتَ الْمُقَدِّمُ - তুমি সর্বাগ্রে আছ, وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ - আর তুমিই সর্বশেষে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - তুমি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ،

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা-আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা, ওয়াহুসনি 'ইবা-দাতিকা।

অর্থ : ৫৯. 'হে আল্লাহ! তোমার যিকর, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সহায়তা দান কর।' (আবূ দাউদ-২/৮৬, নাসাঈ-৩/৫৩; শাইখ আলবানী আবু দাউদের হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন-আবু দাউদ হাদীস নং ১৫২২)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, أَعِنِّىْ - আমাকে সাহায্য কর, عَلَى ذِكْرِكَ - তোমার স্মরণ করার ওপর, وَشُكْرِكَ - তোমার শুকরিয়া করার ওপর, وَحُسْنِ - এবং উত্তমভাবে, عِبَادَتِكَ - তোমার ইবাদত পালনে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊ'যুবিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আঊ'যুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আঊ'যুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমরি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া ও আযা-বিল ক্বাবরি।

অর্থ : ৬০. 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে, আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে, দুনিয়াতে ফিৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব হতে।' (বুখারী-ফতহুল বারী-৬/৩৫; হাদীস ২৮২২ ও ৬৩৭০)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, اِنِّىْ – নিশ্চয় আমি, اَعُوْذُبِكَ – আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট, مِنَ الْبُخْلِ – কৃপণতা থেকে, وَاَعُوْذُبِكَ – এবং আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট, مِنَ الْجُبْنِ – কাপুরুষতা হতে, وَاَعُوْذُبِكَ – এবং তোমার নিকট আমি আশ্রয় চাই, مِنْ اَنْ اُرَدَّ – আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হতে, اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ – চরম বার্ধক্য জীবন হতে, وَاَعُوْذُبِكَ – এবং আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে, مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا – দুনিয়ার ফিৎনাহ হতে, وَعَذَابِ الْقَبْرِ – এবং কবরের শাস্তি থেকে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযুবিকা মিনান্নার।

অর্থ : ৬১. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাচ্ছি।' (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ-২/৩২৮)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, اِنِّىْ – নিশ্চয় আমি, اَسْاَلُكَ – তোমার নিকট চাই, اَلْجَنَّةَ – জান্নাত, وَاَعُوْذُبِكَ – এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, مِنَ النَّارِ – জাহান্নাম হতে।

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقَدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِىْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ

خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَاَسْاَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَاَسْاَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لَايَنْفَدُ، وَاَسْاَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَاَسْاَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَاَسْاَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিই'লমিকাল গাইবা ওয়া কুদরিতিকা 'আলাল খালক্বি আহয়িনী মা 'আলিমতাল হাইয়া-তা খাইরাললী ওয়া তাওয়াফফানী ইযা 'আলিমতাল ওয়াফা-তা খাইরাললী। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা খাশইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি, ওয়া আস'আলুকা কালিমাতাল হাক্বক্বি ফির রিযা ওয়াল গাদাবি, ওয়া আস আলুকাল ক্বাসদা ফিল গিনা ওয়াল ফাক্বরি, ওয়া আসআলুকা না'ঈমান লা-ইয়ানফাদু, ওয়া 'আস'আলুকা কুররাতা 'আইনিন লা তানকাতি'উ, ওয়া আসআলুকা বারদাল আই'শি বাদাল মাউতি ওয়া 'আসআলুকা লাযযাতান নাযরি ইলা ওয়াজহিকা ওয়াশ শাওক্বা ইলা লিক্বা-ইকা ফী গাইরি যাররা-'আ মুযিররাতিন ওয়ালা ফিতনাতিম মুযিল্লাহ। আল্লাহুম্মা যাইয়্যান্না বিযীনাতিল ঈমানি ওয়াজ 'আলনা হুদা-তাম মুহতাদীন।

অর্থ : ৬২. 'হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি তোমার জ্ঞান এবং সকল সৃষ্টির ওপর তোমার সার্বভৌম ক্ষমতার মাধ্যমে, আমাকে তুমি জীবিত রাখ ততদিন পর্যন্ত যতদিন মনে কর যে, আমার জীবিত থাকা আমার জন্য শ্রেয় এবং আমাকে তুমি মৃত্যু দাও সেই সময় যখন মনে কর যে, মৃত্যু আমার জন্য শ্রেয়। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই (আমার হৃদয়ে) তোমার ভয়-ভীতি গোপনে লোক চক্ষুর অগোচরে এবং প্রকাশ্যে; আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা বলার তাওফীক, খুশীর সময়ে এবং ক্রোধের অবস্থাতে, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি মধ্যপথ গ্রহণের, দরিদ্রে এবং ঐশ্বর্যে, আমি তোমার নিকট এমন বস্তু চাই যা নয়নাভিরাম যা কখনও আমার হতে বিচ্ছিন্ন হবে না।

আমি তোমার নিকট চাই তাকদীরের প্রতি সন্তোষ। আমি তোমার নিকট চাই মৃত্যুর পর

সুখ-সমৃদ্ধ জীবন, আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধুর্য, আমি কামনা করি তোমার সাথে সাক্ষাত লাভের আগ্রহে ব্যাকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোনো অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবে না এমন কোনো ফেৎনার যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা বিভূষিত কর এবং আমাদেরকে তুমি কর– পথপ্রদর্শক এবং হেদায়াতের পথিক।'

(নাসাঈ-৩/৫৪, ৫৫, আহমদ-৪/৩৬৪; আল্লামা আলবানী (র) সহীহ নাসায়ীতে এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন- ১/২৮১)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ يَا اَللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ، اَنْ

تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আসআলুকা ইয়া আল্লা-হু বি'আন্নাকাল ওয়া-হিদুল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ুলাদু ওয়ালাম ইয়াকুললাহু কুফুওয়ান আহাদুন 'আন তাগফিরলী যুনূবী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

৬৩. হে আল্লাহ! তুমি এক অদ্বিতীয়, সকল কিছুই যার দিকে মুখাপেক্ষী যিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি এবং যার সমকক্ষও কেউ নেই, তোমার কাছে আমি কামনা করি তুমি আমার সবগুনাহ মার্জনা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সহীহ নাসাঈ হাদীস নং ১৩০১; নাসাঈ উক্ত শব্দগুলো বর্ণনা করেন--৩/৫২, আহমদ-৪/৩৩৮; হাদীসটিকে আল্লামা আলবানী (র) সহীহ বলেছেন। সহীহ নাসায়ী-১/২৮০)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِنِّىْ اَسْأَلُكَ – আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, يَا اَللّٰهُ – হে আল্লাহ, بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ – নিশ্চয় তুমি এক, الْاَحَدُ الصَّمَدُ – এক মুখাপেক্ষিহীন, الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ – যিনি জন্ম দেননি, وَلَمْ يُوْلَدْ – এবং তিনি ভূমিষ্ট হননি, وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ – কেউ নেই তাঁর, كُفُوًا اَحَدٌ – সমকক্ষ, اَنْ تَغْفِرَ – যে তুমি ক্ষমা করবে আমাকে, ذُنُوْبِىْ – আমার পাপসমূহ, اِنَّكَ اَنْتَ – নিশ্চয় তুমি, الْغَفُوْرُ – ক্ষমাশীল, الرَّحِيْمُ – দয়ালু।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ الْمَنَّانُ، يَابَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আস'আলুকা বি'আন্না লাকাল হামদা লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহদাকা লাশারীকা লাকাল মান্নানু, ইয়া বাদী'আস সামাওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরামি, ইয়া হাইয়্যু-ইয়া কাইয়্যূমু ইন্নী আস'আলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযু বিকা মিনান্নার।

অর্থ : ৬৪. হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। তুমি এক, তোমার কোনো অংশীদার নেই, হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা!, সীমাহীন অনুগ্রহকারী! হে মর্যাদাবান ও কল্যাণময়! হে

চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী! আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাচ্ছি।'

(ইবনে মাজাহ- ২/৩২৯; সহীহ আহমাদ- ৬১১)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِنِّىْ اَسْاَلُكَ – নিশ্চয় আমি কামনা করি তোমার নিকট, بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ – কেননা সকল প্রশংসা তোমার, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ – তোমার ব্যতিত কোনো মা'বুদ নেই, وَحْدَكَ – তুমি এক, لَا شَرِيْكَ لَكَ - তোমার কোনো অংশিদার নেই, اَلْمَنَّانُ – অনুগ্রহকারী, يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ – হে আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিকর্তা!, وَالْاَرْضِ – এবং জমিনের, ذَا الْجَلَالِ – হে সম্মানের অধিকারী!, وَالْاِكْرَامِ – এবং মর্যাদার, يَا حَيُّ – হে চির[ঞ্জী]ব!, يَا قَيُّوْمُ – হে চিরস্থায়ী!, اِنِّىْ اَسْاَلُكَ –

আমি চাই তোমার নিকট, اَلْجَنَّةَ – জান্নাত, وَاَعُوْذُبِكَ – এবং আশ্রয় চাই, مِنَ النَّارِ – আগুন হতে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূলাদু ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ : ৬৫. হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত ইবাদতের

যোগ্য কোনো মাবূদ নেই, এমন এক সত্তা যার নিকট সকল কিছু মুখাপেক্ষী যিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'
(আবূ দাউদ- ২/৬২, তিরমিযী- ৫/১৫; ইবনে মাজাহ-- ২/১২৬৭; আহমাদ- ৫/৩৬০; ইবনে মাজাহ- ২/৩২৯; আত্-তিরমিযী- ৩/১৬৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ - আপনার নিকট চাই, بِاَنِّىْ اَشْهَدُ - যেহেতু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ - নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, لَا اِلٰـهَ اِلَّا اَنْتَ - তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, الْاَحَدُ الصَّمَدُ - এক অমুখাপেক্ষী, الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ - যিনি জন্ম দেননি, وَلَمْ يُوْلَدْ - এবং কারো থেকে জন্ম নেননি, وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - এবং তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।

২৫. সালাম ফিরানোর পর দু'আ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (ثَلَاثًا) اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হা (ছালাছান) আল্লাহুম্মা আনতাস সালা-মু, ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যালযালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

অর্থ : ৬৬. 'আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তিনবার) হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময়!

(মুসলিম ইস. সে. হা. ১২২২, ১২০৩)

শব্দার্থ : أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ - আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তিনবার), اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اَنْتَ السَّلاَمُ - তুমি শান্তিময়, وَمِنْكَ السَّلاَمُ - আর শান্তি তোমার পক্ষ থেকে আসে, تَبَارَكْتَ - তুমি বরকতময়, يَا ذَا الْجَلاَلِ - হে মর্যাদাবান, وَالْاِكْرَامِ - এবং কল্যাণময়।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লা-মা-নি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ : ৬৭. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা বাধা দেয়ার কেউই নেই, আর তুমি যা দেবে না তা দেয়ার মতো কেউই নেই। তোমার গযব হতে কোনো বিত্তশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধনসম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না।'
(বুখারী-১/২২৫, মুসলিম-১/৪১৪; মুসলিম ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং ১২৪০, ১২২৬)

শব্দার্থ : لَا اِلٰهَ – কোনো মা'বুদ নেই, اِلَّا اللّٰهُ – আল্লাহ ছাড়া, وَحْدَهٗ – তিনি এক, لَا شَرِيْكَ لَهٗ – তার কোনো অংশীদার নেই, لَهُ الْمُلْكُ – রাজত্ব তাঁর, وَلَهُ الْحَمْدُ – প্রশংসা তাঁর, وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ – আর তিনি সর্ববিষয়ে, قَدِيْرٌ – শক্তিমান, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, لَا مَانِعَ – কোনো বাধা দানকারী নেই, لِمَا اَعْطَيْتَ – যা আপনি দান করেন, وَلَا مُعْطِىَ – কোনো দানকারী নেই, لِمَا مَنَعْتَ – যা আপনি দেবেন না, وَلَا يَنْفَعُ – কোনো উপকার করতে পারে না, ذَا الْجَدِّ – কোনো সম্মানিত, مِنْكَ الْجَدُّ – তোমার নিকট হতে কোনো শক্তি।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়া হুওয়া 'আলাকুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হি, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্বলু ওয়া লাহুছ ছানা-উল হাসানু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ দ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ : ৬৮. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়েই শক্তিশালী। কোনো পাপ কাজ ও রোগ-শোক, বিপদ আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আর সৎকাজ করারও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবূদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, **আমরা তাঁর দেয়া জীবনবিধান একমাত্র তাঁর জন্য** একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেরদের নিকট তা অপ্রীতিকর।' (মুসলিম ইস. সে. হা. ১২৩১)

শব্দার্থ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ – আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, وَحْدَهُ – তিনি এক, لَا شَرِيْكَ لَهُ –

তার কোনো অংশীদার নেই, لَهُ الْمُلْكُ – রাজত্ব তাঁরই, وَلَهُ الْحَمْدُ – প্রশংসা তাঁর জন্য, وَهُوَ – আর তিনি, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ – সর্ববিষয়ে, قَدِيرٌ – সর্বশক্তিমান, لَا حَوْلَ – কোনো সামর্থ্য নেই, وَلَا قُوَّةَ – এবং কোনো শক্তি নেই, إِلَّا بِاللَّهِ – তবে আল্লাহর, لَا إِلَٰهَ – কোনো মা'বুদ নেই, إِلَّا اللَّهُ – আল্লাহ ছাড়া, وَلَا نَعْبُدُ – এবং আমরা ইবাদত করি না, إِلَّا إِيَّاهُ – তবে একমাত্র তাঁরই, لَهُ النِّعْمَةُ – তাঁরই সকল নেয়ামত, وَلَهُ الْفَضْلُ – আর অনুগ্রহ তাঁর, وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ – এবং তাঁর জন্য সকল উত্তম প্রশংসা, لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ – আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই,

তাঁর - لَهُ الدِّيْنَ - একনিষ্টভাবে, مُخْلِصِيْنَ জন্য জীবনব্যবস্থা, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ - যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়াল্লা-হু আকবার।

অর্থ : ৬৯. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (৩৩ বার)।

শব্দার্থ : سُبْحَانَ اللّٰهِ - পবিত্র আল্লাহ তায়ালা, وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ - সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - আল্লাহ মহান।

অতঃপর এই দু'আ পড়বে–

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَا شَـرِيْـكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদরী।

আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (মুসলিম ইস. সে. হা. ১২৪০)

শব্দার্থ : لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ – আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, وَحْـدَهٗ – তিনি এক, لَا شَـرِيْـكَ لَـهُ – তার কোনো অংশীদার নেই, لَـهُ الْـمُـلْـكُ – রাজত্ব তাঁরই, وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ – প্রশংসাও তাঁর,

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ – তিনি সকল বিষয়ের ওপর, قَدِيْرٌ – সর্বশক্তিমান।

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ : কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদু।

অর্থ : ৭০ : "তুমি বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার নিকট সব কিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ – আল্লাহর নামে শুরু করছি, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – যিনি দয়ালু ও পরম দয়াবান, قُلْ – (হে নবী!) বলুন, اللّٰهُ اَحَدٌ – আল্লাহ এক, اَللّٰهُ الصَّمَدُ – আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, لَمْ يَلِدْ – তিনি জন্ম দেননি, يُوْلَدْ – وَلَمْ আর তিনিও জন্ম নেননি, وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ – আর নেই তাঁর , كُفُوًا – সমকক্ষ, اَحَدٌ – কেউ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۔ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۔ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۔

উচ্চারণ : কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব, মিন শাররি মা-খালাক্ব, ওয়া মিন শাররি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব, ওয়া মিন শাররিন নাফফা-ছা-তি ফিল উক্বাদ, ওয়ামিন শাররি হা-সি-দিন ইযা হাসাদ।

অর্থ : "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকারময় রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"।

শব্দার্থ : قُلْ – বলুন, أَعُوْذُ – আমি আশ্রয় চাই, بِرَبِّ الْفَلَقِ – প্রভাতের পালনকর্তার নিকট, مِنْ شَرِّ – প্রত্যেক ঐ অনিষ্ট হতে, مَا خَلَقَ – যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, وَمِنْ شَرِّ – এবং প্রত্যেক অনিষ্ট হতে, غَاسِقٍ – আঁধার রাতের, إِذَا وَقَبَ

– যখন তা সমাগত হয়, وَمِنْ شَرِّ – এবং অনিষ্ট হতে, النَّفّٰثٰتِ – ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের, فِى الْعُقَدِ – গ্রন্থিতে, وَمِنْ شَرِّ – এবং প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে, حَاسِدٍ – হিংসুকের, اِذَا حَسَدَ – যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ .

উচ্চারণ : কুল আ'উযু বিরাব্বিন্না-স, মালিকিন্না-স, ইলা-হিন না-স, মিন শারলি ওয়াস ওয়া সিল খান্না-স, আল্লাযী ইয়ুওয়াসওয়িসু ফী সুদূরিন নাসে, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

অর্থ : "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বীনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

প্রত্যেক সালাতের পর পাঠ করবে।

(আবু দাউদ-২/৮৬, নাসাঈ-৩/৬৮; তিরমিযী- ২/৮; এই তিন সূরাকে মুয়াওয়াজাত বলা হয়। ফাতহুল বারী- ৯/৬২)

শব্দার্থ : قُلْ – বলুন, اَعُوْذُ – আমি আশ্রয় চাই, بِرَبِّ النَّاسِ – মানুষের প্রতিপালকের নিকট, مَلِكِ النَّاسِ – মানুষের অধিপতির নিকট, اِلٰهِ النَّاسِ – মানুষের মা'বুদের নিকট, مِنْ شَرِّ –

অনিষ্ট থেকে, الْوَسْوَاسِ – কুমন্ত্রণা দেয়, الْخَنَّاسِ – আত্মগোপনকারী, اَلَّذِىْ – যে, يُوَسْوِسُ – কুমন্ত্রণা দেয়, فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ – মানুষের অন্তরে, مِنَ الْجِنَّةِ – জ্বিনদের থেকে, وَالنَّاسِ – এবং মানুষদের থেকে।

৭১. 'আয়াতুল কুরসী' প্রতি ফরয সালাতের পর পড়বে। (নাসাঈ)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ

عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা, হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম লাহু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদ্বি, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ' 'ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইয়ুহীতুনা বিশাইইম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা-শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বা, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা, ওয়া হুয়াল 'আলিয়্যুল 'আযীম।

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও

স্পর্শ করতে করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? পূর্বের এবং পাশ্চাতের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টির সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।" (সূরা বাকারা : ২৫৫)

যে ব্যক্তি সালাতের পর এই দুআ পাঠ করবে সে মৃত্যুর পরই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (নাসায়ী হা.১০০; ইবনে সুন্নী হা. ১২১; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ, জামে- ৫/৩৩৯; সিলসিলা আহাদীস আস্‌সহীহ্‌হা-২/৬৯৭; হা. ৯৭২)

শব্দার্থ : اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ - আল্লাহ, নেই কোনো মা'বুদ, اِلَّا هُوَ - তিনি ব্যতীত, اَلْحَیُّ -

চিরঞ্জীব, اَلْقَيُّوْمُ – চিরস্থায়ী, لَا تَأْخُذُهٗ – তাকে স্পর্শ করে না, سِنَةٌ – তন্দ্রা, وَّلَا نَوْمٌ – এবং নিদ্রাও নয়, لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ – আকাশের সব কিছু তাঁর, وَمَافِى الْاَرْضِ – এবং যা কিছু রয়েছে জমিনে, مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ – কে আছে যিনি সুপারিশ করে, عِنْدَهٗ – তাঁর নিকট, اِلَّا بِاِذْنِه – তবে তাঁর অনুমতিক্রমে, يَعْلَمُ – তিনি জ্ঞাত, مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ – যা তাদের সম্মুখে রয়েছে, وَمَا خَلْفَهُمْ – এবং যা রয়েছে তাদের পশ্চাতে, وَلَا يُحِيْطُوْنَ – তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِه – তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছু, اِلَّا بِمَا شَاءَ – তবে তিনি যা ইচ্ছা করেন, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ – তাঁর

সিংহাসন ব্যাপ্ত, السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ – আকাশ ও পৃথিবী, وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا – তার জন্য এ দুটি সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য নয়, وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ – তিনি সর্বোচ্চ ও মহান।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ-দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

৭২. "আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই

জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

মাগরিব ও ফজরের পর ১০ বার করে পড়বে।

(তিরমিযী-৫/৫১৫, আহমদ-৪/২২৭; সাআদ- ১/৩০০)

শব্দার্থ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ – আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, وَحْدَهُ – তিনি এক, لَا شَرِيْكَ لَهُ – তাঁর কোনো অংশীদার নেই, لَهُ الْمُلْكُ – রাজত্ব তাঁরই, وَلَهُ الْحَمْدُ – আর প্রশংসাও তাঁর, يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ – তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ – আর তিনি সকল বিষয়ে, قَدِيْرٌ – সর্বশক্তিমান।

ফজর সালাতের সালাম ফিরানোর পর এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান না-ফি'আন ওয়া রিযকান ত্বায়্যিবান, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালান।

অর্থ : ৭৩. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।'

(ইবনে মাজাহ, মাজমাউল যাওয়ায়েদ-১০/১১১)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ – হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, عِلْمًا نَافِعًا – উপকারী জ্ঞান, وَرِزْقًا طَيِّبًا – এবং উত্তম রিযিক, وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا – এবং গ্রহণযোগ্য আমল।

২৬. ইসতেখারার দু'আ

৭৪. যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইসতেখারার কল্যাণের ইঙ্গিত প্রার্থনায় সালাত ও দু'আ শিক্ষা

দিতেন, যেমনভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করে অতঃপর এই দু'আ পড়ে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ.

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ

لِـىْ فِـيْـهِ وَاِنْ كُنْـتَ تَـعْـلَـمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْـرَ

شَـرٌّ لِّـىْ فِـىْ دِيْـنِـىْ وَمَـعَـاشِـىْ وَعَـاقِـبَـةِ

اَمْـرِىْ فَـاصْـرِفْـهُ عَـنِّـىْ وَاصْـرِفْـنِـىْ عَـنْـهُ

وَاقْـدِرْنِـىْ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিক্বদরাতিকা, ওয়া আস-'আলুকা মিন ফাদলিকাল 'আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু, ওয়ালা 'আলামু, ওয়া আনতা 'আল্লা-মুল গুয়ুব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তা'মালু আন্না হা-যাল আমরা, খাইরু লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদিরহুলী ওয়া ইয়াসসিরুহু লী ছুম্মা বা-রিকলী ফীহি, ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা

শাররিললী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাসরিফহু 'আননী ওয়াসরিফনী 'আনহু ওয়াক্বদুরনিয়াল খাইরি হাইছু কানা ছুম্মা আরযিনী বিহ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি শক্তিশালী, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান; আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান অনুসরণ যদি তোমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে, ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত কর এবং

তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও। তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে, এই কাজটি তোমার জ্ঞান মোতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তুমি তা হতে দূরে সরিয়ে রাখ এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখ।' **(বুখারী আধুনিক প্রকাশনী হাদীস নং ১০৮৮)**

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ – হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি, بِعِلْمِكَ – তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে, وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ – তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি, وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ – এবং তোমার কল্যাণ কামনা করছি,

الْعَظِيْمِ – যা মহান, فَاِنَّكَ تَقْدِرُ – কেননা তুমি সামর্থ্য রাখ, وَلَا اَقْدِرُ – আমি সামর্থ্য রাখি না, وَتَعْلَمُ – আর তুমি জান, وَلَا اَعْلَمُ – তবে আমি জানি না, وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ – আর তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ – হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে করেন, اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ – নিশ্চয় এ কাজটি, خَيْرٌ لِّىْ – আমার জন্য মঙ্গলময় হবে, فِىْ دِيْنِىْ – আমার দ্বীনের ব্যাপারে, وَمَعَاشِىْ – আমার জীবনে, وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ – আমার পরকালে, فَاقْدِرْهُ لِىْ – তাহলে তা আমার জন্য ধার্য করুন, وَيَسِّرْهُ لِىْ – এবং তা আমার জন্য সহজ করুন, ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ – অতঃপর আমাকে এ বিষয়ে বরকত দান কর,

اَنَّ – وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ – আর যদি আপনি জানেন, – هٰذَا الْاَمْرَ – নিশ্চয় এ বিষয়টি, شَرٌّ لِّىْ – আমার জন্য অমঙ্গল, – فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ – আমার দ্বীন ও জীবনে, وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ – এবং আমার পরকালে, فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ – তাহলে তা আমার হতে ফিরিয়ে নাও, – وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ এবং আমাকে তা হতে ফিরিয়ে রাখ, وَاقْدِرْنِىْ لِلْخَيْرِ – আমাকে মঙ্গলজনক বিষয়ে শক্তি দাও, حَيْثُ كَانَ – তা যেখানেই থাকুক, ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ – অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখ।

যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার নিকট ইস্তেখারা করে এবং সৃষ্ট জীবের মাঝে মুমিনদের সাথে পরামর্শ করে আর তার কাজে দৃঢ়পদ থাকে সে কখনও অনুতপ্ত হয় না।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ

'(হে রাসূল!) তুমি জরুরি বিষয়ে তাদের (সহকর্মীদের) সাথে পরামর্শ কর, তারপর যখন দৃঢ়সংকল্পতা লাভ কর, আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে চলবে।' (আল ইমরান-১৫৯; বুখারী ৭/১৬২)

২৭. সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, দুরূদ ও সালাম ঐ সত্তার প্রতি যার পরে কোনো নবী নেই।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ۔

উচ্চারণ : আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, আল্লাহ লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইউম লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁওয়ালা-নাউম; লাহু

মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদ্বি মান যাল্লাযী' ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহ। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইয়ুহীতূনা বিশাই ইম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-'আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়াহুয়াল 'আলিয়্যুল আযীম।

'অর্থ : ৭৫. আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? আগে এবং পিছের সবকিছুই তিনি অবগত। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টির

সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।”

(সূরা বাকারা-২৫৫/ মুসলিম-৪/২০৮৮)

যে ব্যক্তি সকালে উক্ত দু'আ পড়বে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বীনদের থেকে হেফাজত রাখা হবে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পড়বে সকাল পর্যন্ত তাকে জ্বীনদের থেকে হেফাজত রাখবে।

(হাকিম– ১/৫৬২; আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ্ আত্-তারগীব ওয়াত্তারহীব- ১/২৭৩। তিনি তা নাসাঈ ও তাবারানী হতেও প্রমাণ করেন তবে তাবারানীর সানাদ উত্তম)

৭৬. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ : কুলহুওয়াল্লা-হু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ : ১. তিনিই আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। ২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। ৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

সূরা ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ـ

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ

النّٰفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

اِذَا حَسَدَ ـ

উচ্চারণ : কুল আউ'যু বিরাববিল ফালাক্বি, মিন শাররি মা-খালাক্ব। ওয়া মিন শাররি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়ামিন শাররিন নাকফাসাতি ফিল উকাদ ওয়ামিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদা।

অর্থ : "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকারময় রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।'

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكَ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

উচ্চারণ : কুল আউযু বিরাববিননাস, মালিকিন নাস, ইলা-হিন নাস। মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খাননাস, আল্লাযী ইয়ুওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

অর্থ : "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও

আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বীনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

উক্ত সূরা তিনটি তিনবার করে পাঠ করবে।

যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে তার জন্য এই দু'আটি সকল বিষয়ে যথেষ্ট হবে।

(আবু দাউদ- ১/৩২২; তিরমিযী- ৫/৫৬৭; সহীহ তিরমিযী- ৩/১৮২)

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَافِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّمَا بَعْدَهٗ، رَبِّ

اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ ـ

উচ্চারণ : আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলক লিল্লাহী ওয়াল হামদু লিল্লাহি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর, রাব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফী হা-যাল ইয়াওমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ফী হা-যাল ইয়াওমি ওয়া শাররি মা বা-'দাহু। রাববি আউ'যুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া সুই'ল কিবারি, রাববি আউ'যুবিকা মিন 'আযা-বিন ফিন না-রি ওয়া 'আযা-বিন ফিল ক্বাবরি।

অর্থ : ৭৭. আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত

হয়েছি, আর সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

হে প্রভু! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত রয়েছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত রয়েছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। প্রভু! আলস্য এবং বার্ধক্যের কষ্ট থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, প্রভু জাহান্নামের আযাব হতে এবং কবরের আযাব হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি।' (বুখারী-৭/১৫০; মুসলিম- ৪/২০৮৮)

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا، وَبِكَ اَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর।

৭৮. 'হে আল্লাহ! আমরা তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমারই ইচ্ছাতে আমরা জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করব, আর তোমারই দিকে কেয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হয়ে সমবেত হব।'

(তিরমিযী– ৫/৮৬৬; সহীহ তিরমিযী– ৩/১৪২)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, بِكَ اَصْبَحْنَا – তোমার দয়ায় প্রাতকাল অতিক্রম করি, وَبِكَ اَمْسَيْنَا – আর তোমার অনুগ্রহে সন্ধ্যাকাল অতিক্রম করি, وَبِكَ نَحْيَا – আর তোমার দয়ায় আমরা জীবিত আছি, وَبِكَ نَمُوْتُ – আর তোমার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করি, وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ – আর তোমার নিকটই আমরা একত্রিত হব।

(তিরমিযী হাদীস-৫/৮৬৬, সহীহ তিরমিযী-৩/১৪২)

আর সন্ধ্যা হলে নবী করীম ﷺ বলতেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا ، وَبِكَ اَصْبَحْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাছীর।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই। তোমারই ইচ্ছায় জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করি, আর তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তিরমিযী-৫/৪৬৬)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা রাব্বী-ইলা-হা ইল্লা-আনতা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়াআনা'আলা আহদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আউ'যুবিকা, মিন শাররি মা-সানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লাহ আনতা।

৭৯. 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দাহ এবং আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রয়েছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ছাড়া আর কেউই গুনাহসমূহের মার্জনাকারী নেই।'

(তিরমিযী-৫/৪৬৬; বুখারী, আবূ দাউদ)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اَنْتَ رَبِّىْ – তুমি আমার প্রতিপালক, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ – তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, خَلَقْتَنِىْ – তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, وَاَنَا عَبْدُكَ – আর আমি তোমার দাস, وَاَنَا – আর আমি, عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ – আমি তোমার ওয়াদা পালনে বদ্ধপরিকর, مَا اسْتَطَعْتُ – আমার সাধ্যমতো, اَعُوْذُبِكَ – আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, مِنْ شَرِّ – অমঙ্গল হতে, مَاصَنَعْتُ – যা আমি করেছি বা অনুগ্রহের, اَبُوْءُ – এবং আমি স্বীকার করি, لَكَ – তোমার কাছে, بِنِعْمَتِكَ – তোমার নেয়ামতের বা অনুগ্রহের, عَلَىَّ – আমার ওপর, وَاَبُوْءُ – এবং আমি স্বীকার করি, بِذَنْبِىْ – আমার অপবাদের বা পাপের, فَاغْفِرْلِىْ –

সুতরাং তুমি ক্ষমা করে দাও আমাকে, فَانَّهُ -
কেননা, لَا يَغْفِرُ - ক্ষমা করবে না, الذُّنُوْبَ -
পাপরাশি, اِلَّا اَنْتَ - তবে একমাত্র তুমি ।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ، اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহতু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা 'আরশিকা ওয়া মালা-ইকাতাকা, ওয়া জামী'আ খালক্বিকা, আন্নাকা আনতাল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা

ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকালাকা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা।

৮০. 'হে আল্লাহ! (তোমার অনুগ্রহে) সকালে উপনীত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার আরশের বহনকারীদের এবং তোমার সকল ফেরেশতার ও তোমার সকল সৃষ্টির। নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। তুমি একক, তোমার কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দাহ এবং প্রেরিত রাসূল।'

সকালে চারবার এবং সন্ধ্যায় চারবার পাঠ করবে। যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ সকালে বা সন্ধ্যায় চারবার পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবেন। (আবু দাউদ-৪/৩১৭, বুখারী আদাবুল মুফরাদ-১২০১; নাসাঈ আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হাদীস নং ৯; ইবনে সুন্নী হাদীস নং ৭০; আল্লামা ইবনে বায (র) নাসাঈ ও আবু দাউদের সানাদকে হাসান বলেছেন। তুহফাতুল আখইয়ার-২৩ পৃষ্ঠা।)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, اِنِّىْ - নিশ্চয় আমি, اَصْبَحْتُ - আমি প্রাতকাল কাটালাম, اُشْهِدُكَ - আমি তোমার সাক্ষ্য দিচ্ছি, وَاُشْهِدُ - এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, حَمَلَةَ عَرْشِكَ - তোমার আরশ বহনের, وَمَلَائِكَتَكَ - আর তোমার ফেরেশতাগণের, وَجَمِيْعَ - আর সকল, خَلْقِكَ - তোমার সৃষ্টির, اَنَّكَ اَنْتَ - নিশ্চয় তুমি, اللّٰهُ - আল্লাহ, لَا اِلٰهَ - নেই কোনো ইলাহ, اِلَّا اَنْتَ - তুমি ছাড়া, وَحْدَكَ - তুমি এক, لَا شَرِيْكَ - কোনো অংশীদার নেই, لَكَ - তোমার وَاَنَّ مُحَمَّدًا - আর মুহাম্মদ ﷺ, عَبْدُكَ - তোমার বান্দাহ, وَرَسُوْلُكَ - এবং তোমার রাসূল।

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মা আসবাহাবী মিননি'মাতিন আও বিআহাদিন মিন খালক্বিক্বা ফামিনকা ওয়াহ্‌দাকা লা-শারীকা লাকা ফালাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকরু।

৮১. 'হে আল্লাহ্! আমার সাথে যে নেয়ামতপ্রাপ্ত অবস্থায় কেউ সকালে উপনীত হয়েছে, কিংবা তোমার সৃষ্টির মাঝেও কারো সাথে, এসব নেয়ামত তোমার নিকট হতে। তুমি একক, তোমার কোনো শরীক নেই, প্রশংসা মাত্র তোমার। আর সকল প্রকার কৃতজ্ঞতার হকদার তুমি।'

যে ব্যক্তি সকালে এই দু'আ পাঠ করলো সে যেনো সে দিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করলো সে যেনো রাতের শুকরিয়া আদায় করলো। (আবূ দাঊদ-৪/৩১৮; নাসায়ী আমালুল ঈ. ল হাদীস নং ৭; ইবনে সুন্নী হাদীস নং ৪১; ইবনে হিব্বান যাওয়ায়েদ হা. ২৩৬১; ইবনে বায এ সানাদকে হাসান বলেছেন। তুহফাতুল আখইয়ার- ২৪ পৃষ্ঠা)

যে ব্যক্তি সকাল বেলায় এই দু'আ পাঠ করল সে যেন সে দিনের শুকরিয়া আদায় করল। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করল সে যেন রাতের শুকরিয়া আদায় করল। (আবু দাউদ-৪/৩১৮)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, مَا اَصْبَحَ – যা সকালে উপনীত হয়েছে, بِىْ – আমার সাথে, مِنْ – নিয়ামত হতে, نِعْمَةٍ – অথবা, اَوْ – কেউ কেউ, بِاَحَدٍ – তোমার সৃষ্টির, مِنْ خَلْقِكَ – সব তোমার পক্ষ হতেই, فَمِنْكَ – তুমি এক, وَحْدَكَ

لَا شَرِيْكَ لَكَ – তোমার কোনো অংশীদার নেই, فَلَكَ – আর তোমার জন্যই, الْحَمْدُ – সকল প্রশংসা, وَلَكَ – আর তোমার জন্য, الشُّكْرُ – কৃজ্ঞতা।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম'ঈ, আল্লা-হুম্মা 'আফিনী ফী বাসারী লা-ইলা হা ইল্লা-আন্তা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যু বিকা মিনাল কুফরি,

ওয়াল ফাক্বরি ওয়া আউ'যুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি, লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা।

৮২. 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান কর, আমার চোখের নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী এবং দারিদ্র্যতা থেকে, আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি আযাব হতে। তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই।

(আবু দাউদ-৪/৩২৪, আহমদ-৫/৪২)

সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার পাঠ করবে।

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, عَافِنِىْ – তুমি আমাকে পরিত্রাণ দেন, فِىْ بَدَنِىْ – আমার শরীরের, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, عَافِنِىْ – তুমি নিরাপত্তা দাও, فِىْ سَمْعِىْ – আমার শ্রবণের

(কর্ণের), اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, عَافِنِىْ - তুমি নিরাপত্তা দাও, فِى بَصَرِىْ - আমার দৃষ্টি শক্তির (চোখের), لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ - আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, مِنَ الْكُفْرِ - কুফরী হতে, وَالْفَقْرِ - এবং দারিদ্র্যতা থেকে, وَاَعُوْذُبِكَ - আর আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট, مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - কবরের শাস্তি হতে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।

সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে

৮৩. যে ব্যক্তি নিচের এই দু'আটি সকালে সাতবার এবং সন্ধ্যায় সাতবার পাঠ করবে ইহকাল ও পরকালের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন-

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

উচ্চারণ : হাসবিইয়াল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাববুল 'আরশিল 'আযীম।

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, তিনি মহান আরশের একমাত্র প্রতিপালক।' (আবু দাউদ-৪/৩২১)

শব্দার্থ : حَسْبِيَ اللّٰهُ – আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ – তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ – আমি তাঁর ওপর নির্ভর করি, وَهُوَ – আর তিনি, رَبُّ الْعَرْشِ – আরশের প্রভু, الْعَظِيْمِ – মহান।

৮৪. তিনবার পাঠ করবে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

উচ্চারণ : আউ'যু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা-খালাক্বা।

অর্থ : আল্লাহর পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা তাঁর নিকট আমি অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (তিরমিযী-৩/৮৭, আহমদ-২/২৯০, মুসলিম-৪/২০৮০)

শব্দার্থ : أَعُوْذُ – আমি আশ্রয় চাই, بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ – আল্লাহর কালিমাসমূহের দ্বারা, التَّامَّاتِ – যা পূর্ণ, مِنْ شَرِّ – অনিষ্ট হতে, مَا خَلَقَ – যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

দশবার বলবে

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর দরূদ ও শান্তি বর্ষণ করো।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ : فِى دِيْنِىْ
وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ، وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ
عَوْرَاتِىْ، وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللّٰهُمَّ
احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَمِنْ خَلْفِىْ،
وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ، وَمِنْ فَوْقِى
وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফিদদুনইয়া ওয়াল আ-খিরাতি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল

আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়াদুনইয়া-ইয়া ওয়া আহলী, ওয়া-মা-লী আল্লা-হুম্মাসতুর 'আউরা-তী ওয়ামিন রাও'আ-তী আল্লাহুম্মাহফাযনী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন খালফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমা-লী ওয়া মিন ফাউক্বী, ওয়া আ'উযু বি' আযামাতিকা আন উগতা-লা-মিন তাহতী।

৮৫. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের ক্ষমা নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি ক্ষমা আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তা। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনীর দোষ-ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখ, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ আমার সম্মুখের সকল বিপদ হতে এবং পশ্চাতের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর ঊর্ধ্বদেশের গযব হতে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে, তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-২/৩৩২)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ - নিশ্চয় আমি, اَسْاَلُكَ - তোমার নিকট চাই, اَلْعَفْوَ - ক্ষমা, وَالْعَافِيَةَ - এবং নিরাপত্তা, فِى الدُّنْيَا - পৃথিবীতে, وَالْاٰخِرَةِ - এবং পরকালে, فِى دِيْنِىْ - আমার জীবন চলায়, وَدُنْيَاىَ - এবং আমার পার্থিব কর্মকাণ্ডে, وَاَهْلِىْ - এবং আমার পরিজনের ক্ষেত্রে, وَمَالِىْ - এবং আমার

সম্পদের ক্ষেত্রে, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اسْتُرْ – তুমি গোপন রাখ, عَوْرَاتِىْ – আমার ত্রুটি, وَآمِنْ – এবং নিরাপদ করে দাও, رَوْعَاتِىْ – আমার উদ্বিগ্নতাকে, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, احْفَظْنِىْ – তুমি আমাকে হেফাজত কর, مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ – আমার সম্মুখের (যাবতীয় অশান্তি মুসিবত) হতে, وَمِنْ خَلْفِىْ – এবং আমার পশ্চাদের মুসিবত হতে, وَعَنْ يَمِيْنِىْ – এবং ডান পার্শ্বের বিপদ হতে, وَعَنْ شِمَالِىْ – এবং আমার পার্শ্বের বিপদ হতে, وَمِنْ فَوْقِىَ – এবং আমার উপরের বিপদ হতে, وَاَعُوْذُ – এবং আমি আশ্রয় চাই, بِعَظَمَتِكَ – তোমার দয়ার বদৌলতে, اَنْ اُغْتَالَ – যে আমি ধসে যাব, مِنْ تَحْتِىْ – আমার নিম্ন ভাগে।

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّنَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا، اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি ফাত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি, রাব্বা কুল্লি শাইয়্যিন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা আউ'যুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়ামিন শাররিশ শাইত্বা-নি ওয়াশারকিহি ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলা নাফসী সূ'আন আউ আজুররাহু ইলা মুসলিম।

৮৬. হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর অধিকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(তিরমিযী- ৩/১৪২, আবু দাউদ;)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, عَالِمَ الْغَيْبِ – অদৃশ্যের জ্ঞাতা, وَالشَّهَادَةِ – এবং দৃশ্যমান বিষয়ের, فَاطِرَ – সৃষ্টিকর্তা, السَّمٰوَاتِ – আকাশমণ্ডলির, وَالْاَرْضِ – এবং জমিনের, رَبَّ –

প্রতিপালক, كُلِّ شَىْءٍ – সকল বস্তুর, وَمَلِيْكَهُ – এবং এর একমাত্র মালিক, اَشْهَدُ – আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنْ لَا اِلٰـهَ – যে কোনো প্রতিপালক নেই, اِلَّا اَنْتَ – তবে তুমি, اَعُوْذُبِكَ – আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, مِنْ شَرِّ – অনিষ্ট হতে, نَفْسِىْ – আমার মনের, وَمِنْ شَرِّ – এবং অনিষ্ট হতে, الشَّيْطَانِ – শয়তানের, وَشِرْكِهِ – এবং তার অংশীদারিত্বের, وَاَنْ اَقْتَرِفَ – এবং আমি ক্ষতি করাব তা হতে, عَلَى نَفْسِىْ – আমার স্বীয় আত্মার ওপর, سُوْءًا – কোনো অনিষ্ট, اَوْ اَجُرَّهُ – অথবা তা পরিচালিত করব, اِلَى مُسْلِمٍ – কোনো মুসলমানের দিকে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা 'আসমিহী শাই'উন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা-য়ী ওয়াহুয়াস সামী'উল আলীম।

অর্থ : ৮৭. আমি সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বস্তুই কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (আবূ দাউদ, তিরমিযী) (তিনবার বলবে)

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ – শুরু করছি আল্লাহর নামে, الَّذِىْ – যিনি, لَايَضُرُّ – ক্ষতি করতে পারে না,

مَعَ اسْمِهِ – তার নামের সাথে, شَيْءٌ – কোনো কিছু, فِي الْأَرْضِ – জমিনে, وَلَا فِي السَّمَاءِ – এবং না আকাশে, وَهُوَ – আর তিনি, السَّمِيْعُ – সর্বশ্রোতা, الْعَلِيْمُ। – সর্বোজ্ঞ।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

উচ্চারণ : রাদীতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন, নাবিয়্যান।

৮৮. আমি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী রূপে লাভ করে পরিতুষ্ট। (তিনবার বলবে)

(তিরমিযী-৫/৪৬৫, আহমদ-৪/৩৩৭)

শব্দার্থ : رَضِيْتُ – আমি সন্তুষ্ট, بِاللّٰهِ – আল্লাহর ওপর, رَبًّا – প্রতিপালক হিসেবে, وَبِالْاِسْلَامِ – এবং ইসলামের উপর, دِيْنًا – জীবনব্যবস্থা হিসেবে, وَبِمُحَمَّدٍ – এবং মুহাম্মদ এর ক্ষেত্রে, نَبِيًّا – রাসূল হিসেবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ : عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদা নাফসিহী ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী।

৮৯. (ভোর হলে তিনবার পাঠ করবে) অর্থ : 'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর

প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যায় সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ অসংখ্যবার।' (মুসলিম-৪/২০৯০)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ اللّٰهَ – আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, وَبِحَمْدِهِ – এবং তাঁর প্রশংসা, عَدَدَ خَلْقِهِ – তাঁর সৃষ্ট বস্তুর সংখ্যায়, وَرِضَا – এবং সন্তুষ্টির, نَفْسِهِ – তাঁর স্বীয় সত্তার, وَزِنَةَ – এবং ওজনের, عَرْشِهِ – তাঁর আরশের, وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ – এবং তাঁর বাণী লেখার কালির।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ .

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী।

৯০. আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে।' (একশত বার) (মুসলিম-৪/২০৭১)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ اللّٰهِ – আল্লাহর পবিত্রতা (ঘোষণা করছি), وَبِحَمْدِهٖ – এবং তাঁর প্রশংসা।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَاْنِيْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ـ

উচ্চারণ : ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগীসু আসলিহলী শা'নী কুল্লাহু ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা 'আইনিন।

৯১. হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার বিনীত নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না।' (হাকেম-১/৫৪৫, তারগীব-তারহীব-১/২৭)

শব্দার্থ : يَاحَيُّ – হে চিরঞ্জীব!, يَا قَيُّوْمُ – হে চিরস্থায়ী!, بِرَحْمَتِكَ – তোমার অনুগ্রহের জন্য, اَسْتَغِيْثُ – আমি ফরিয়াদ জানাই, اَصْلِحْ لِىْ – তুমি আমাকে সংশোধন করে দাও, شَأْنِىْ – আমার ব্যাপারে, كُلَّهُ – সর্ববিষয়ে, وَلَا تَكِلْنِىْ اِلَى نَفْسِىْ। – এবং তুমি আমাকে নিজের ওপর নির্ভরশীল করবে না, طَرْفَةَ عَيْنٍ – এক পলকের জন্য।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলাইহি।

৯২. আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি।' (প্রতিদিন একশতবার পড়বে।)

(বুখারী-৪/৯৫, মুসলিম-৪/২০৭১) (দৈনিক ১০০ বার পড়বে)

শব্দার্থ : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ – আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহর নিকট, وَاَتُوْبُ – এবং তাওবা করছি, اِلَيْهِ – তার কাছে।

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ : فَتْحَهٗ، وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ، وَبَرَكَتَهٗ، وَهُدَاهُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ۔

উচ্চারণ : আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লা-হি রাববিল ‘আ-লামীনা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস’আলুকা খাইরা হা-যাল ইয়াউমি ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ও নূরাহু ওয়া বারাকাতাহু, ওয়া

হুদা-হু, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররি মা ফীহি ওয়া শাররি মা বা'দাহু।

৯৩. সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা এবং সমগ্র জগত প্রভাতে উপনীত হলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কামনা করি এই দিনের কল্যাণ, বিজয় ও সাহায্য, নূর ও বরকত এবং হেদায়েত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা এই দিনের এবং এই দিনের পরের অকল্যাণ থেকে।' (অতঃপর যখন সন্ধ্যা হবে এরূপ বলবে।) (আবু দাউদ-৪/৩২২, শুআইব ও আ. কাদের সানাদটিকে হাসান বলেছেন। জাদুল মা'দ-২/৩৭৩)

শব্দার্থ : أَصْبَحْنَا - এবং সকাল কাটালাম, وَأَصْبَحَ - প্রভাবে উপনীত হল, الْمُلْكُ - বিশ্ব, اللهُ - আল্লাহর অনুগ্রহে, رَبِّ - প্রতিপালক, الْعَالَمِيْنَ - সমগ্র বিশ্বের, اَللّٰهُمَّ - হে

আল্লাহ, اِنِّىْ اَسْاَلُكَ – আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, خَيْرَ – মঙ্গল, هٰذَا الْيَوْمِ এ – দিবসের, فَتْحَهُ – এর বিজয়, وَنَصْرَهُ – এবং এর সাহায্য, وَنُوْرَهُ – এবং এর জ্যোতি, وَبَرَكَتَهُ – এবং এর বরকত, وَهُدَاهُ – এবং এর হেদায়েত, وَاَعُوْذُبِكَ – এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, مِنْ شَرِّ – অনিষ্ট হতে, مَا فِيْهِ – যা রয়েছে ইহাতে, وَشَرِّ – এবং অমঙ্গল হতে, مَا بَعْدَهُ – যা রয়েছে তার পরে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু-লা-শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

অর্থ : ৯৪. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সকালে যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করবে–

যে ব্যক্তি সকালে এই দু'আ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)-এর বংশের একজন দাস মুক্ত করার সমান পুণ্যলাভ করবে। আর তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত দিবসে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের (প্ররোচনা ও বিভ্রান্তি) হতে তাকে সুরক্ষিত রাখা হয়। আর যখন সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করবে

তখন অনুরূপ প্রতিফল পাবে সকাল হওয়া পর্যন্ত।' (ইবনে মাজাহ-২/৩৩১)

শব্দার্থ : لَا اِلٰـهَ - কোনো ইলাহ নেই, اِلَّا اللّٰـهُ - আল্লাহ ছাড়া, وَحْدَهٗ - তিনি এক, لَاشَرِيْـكَ لَـهٗ - তার কোনো অংশীদার নেই, لَـهُ الْـمُـلْـكُ - রাজত্ব তাঁরই, وَلَـهُ الْحَـمْـدُ - এবং প্রশংসাও তাঁর, وَهُـوَ - আর তিনি, عَـلٰـى كُـلِّ شَـىْءٍ - সর্ববিষয়ে, قَـدِيْـرٌ - সর্বশক্তিমান।

বুখারী ও মুসলিম প্রতিদিন সকালে এই দু'আ একশতবার পড়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

اَصْـبَـحْـنَـا عَـلٰـى فِـطْـرَةِ الْاِسْـلَامِ وَعَـلٰـى كَـلِـمَـةِ الْاِخْـلَاصِ، وَعَـلٰـى دِيْـنِ نَـبِـيِّـنَـا مُـحَـمَّـدٍ صَلَّـى اللّٰهُ عَـلَـيْـهِ وَسَلَّـمَ وَعَـلٰـى

مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ، حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

উচ্চারণ : আসবাহনা 'আলা ফিতরাতিল ইসলা-মি, ওয়া'আলা কালিমাতিল ইখলাসি ওয়া 'আলা দ্বীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ওয়া'আলা মিল্লাতি' আবীনা ইবরা-হীমা হানীফাম মুসলিমাও ওয়ামা কা-না মিনাল মুশরিকীনা।

৯৫. নবী করীম ﷺ সকালে এবং সন্ধ্যায় বলতেন : '(আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরা প্রত্যূষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের ওপর ও ইখলাসের ওপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বীনের ওপর, আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের ওপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'

(আহমদ-৩/৪০৬, ৪০৭; ইবনে সুন্নী আমালুল ইয়াওম-লাইলাহ হা. ৩৪; সহীহ জামে– ৪/২০৯)

শব্দার্থ : أَصْبَحْنَا – আমরা প্রাতকাল অতিক্রম করলাম, عَلَى – ওপর, فِطْرَةِ – ফিৎরাত (অভ্যাস), الْاِسْلَامِ – ইসলামের, وَعَلَى – এবং ওপর, كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ – ইখলাসের এর ওপর, وَعَلَى دِيْنِ – এবং দ্বীনের ওপর, نَبِيِّنَا – আমাদের নবী, مُحَمَّدٍ – মুহাম্মদ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ اَبِيْنَا – এবং আমাদের পিত্রমহের মিল্লাতের ওপর, اِبْرَاهِيْمَ – ইব্রাহিম, حَنِيْفًا مُسْلِمًا – একনিষ্ঠ মুসলমান, وَمَا كَانَ – তিনি ছিলেন না, مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ – মুশরিকদের থেকে।

৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : বল, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলব? তিনি বললেন : বল, কুলহু আল্লাহু আহাদ, (সূরা ইখলাস) এবং (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) যখন

সন্ধ্যা হয় এবং সকাল হয় তখন তিনবার করে বলবে, এটিই তোমার (বিপদাপদ ও ভয়ভীতি থেকে মুক্তি লাভসহ) সবকিছুর জন্যই যথেষ্ট হবে।' (আবু দাউদ-৪/৩২২, তিরমিযী-৫/৫৬৭)

২৮. শয়নকালে যে সব দু'আ পড়তে হয়

৯৭. নবী করীম ﷺ প্রতি রাতে যখন তাঁর শয্যায় গমন করতেন তখন তিনি তাঁর দু'হাতের তালু মিলাতেন, তারপর সূরা ইখলাস পড়তেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌّ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌّ ـ

উচ্চারণ : কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ, আল্লা-হুসসামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ : "তুমি বল, আল্লাহ্‌ এক, আল্লাহ্‌ এমন এক সত্তা, যার প্রতি সবকিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্মও নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।"

তারপর সূরা ফালাক পড়তেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

উচ্চারণ : কুল আ'ঊযু বিরাব্বিল ফালাক্বি, মিন শাররি মা-খালাক্বি, ওয়ামিন শাররি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব, ওয়া মিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিল 'উক্বাদি, ওয়ামিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থ : বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকারময় রাতের অনিষ্টতা থেকে যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।'

তারপর সূরা নাস পড়তেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكَ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ .

উচ্চারণ : কুল আউ'যু বিরাব্বিন্না-স, মালিকিননা-সি, ইলা-হিন না-সি, মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খাননা-সি, আল্লাযী ইয়ুওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন না-স, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান না-স।

অর্থ : "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে (খান্নাস বা শয়তান থেকে), যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

এই তিনটি সূরা পাঠ করে দু'হাতে ফুঁ দিতেন, তারপর উক্ত দু'হাতের তালু দ্বারা দেহের যতটা অংশ সম্ভব মাসেহ করতেন এবং মাসেহ আরম্ভ করতেন তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডল এবং দেহের সামনের দিক হতে। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।' (বুখারী-ফতহুল বারী-৯/৬২, মুসলিম-৪/৭২৩)

৯৮. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তুমি রাতে তোমার শয্যায় গমন কর তখন আয়াতুল কুরসী পড়, সর্বদা তুমি আল্লাহর হেফাযতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।'

আয়াতটি হলো–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ

بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম, লাহু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদি, মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা-খালফাহুম ওয়ালা ইয়ুহীতুনা বিশাইইম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা-শা-'আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুওয়াল 'আলিয়্যুল 'আযীম।

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, চিরজাগ্রত, তাঁকে

তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই একমাত্র তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত? আগে এবং পিছের সবকিছুই তিনি অবহিত। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন ততটুকু। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এর দু'টির সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।"

(সূরা বাকারা- ২৫৫ বুখারী-ফতহুল বারী-৪/৪৮৭)

৯৯. রাসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রাত্রিকালে নিম্নোক্ত সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

(বুখারী-ফতহুল বারী-৯/৯৪, মুসলিম-১/৫৫৪)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهٖ،

وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ

رُّسُلِهٖ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ لَا

يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا

كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا

تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا

وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ

عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا

تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ : আ-মানার রাসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনুন, কুল্লুন আ-মানা বিল্লাহি ওয়ামালা-ইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়া-রুসুলিহ। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহ। ওয়া ক্বা-লূ সামি'না ওয়াআত্বা'না গুফরা-নাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইয়ূকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা উস'আহা লাহা-মা কাসাবাত ওয়া'আলাইহা মাকতাসাবাত, রাব্বানা লা-তু'আ-খিযনা ইন্নাসীনা আউ আখত্বা'না, রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা

রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা-ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগফির লানা ওয়ার হামনা আনতা মাওলা-না ফানসুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা'ফিরীন।

অর্থ : 'রাসূল ঈমান রাখেন সে সমস্ত বিষয়ের প্রতি যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনরাও। সবাই বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না, তারা আরো বলে, আমরা শুনেছি এবং গ্রহণ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তাঁর সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার অর্পণ করেন না, সে তাই পায় যা সে রোজগার করে এবং তাই

তার ওপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি স্মরণ না করি কিংবা ভুল করে বসি, তাহলে আমাদের পাকড়াও কর না, হে আমাদের পালনকর্তা! আর আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ কর না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! আর আমাদের ওপর ঐ বোঝা চাপিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের দয়া কর। তুমি আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

(সূরা আল-বাকারা ২৮৫-২৮৬)

১০০. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার শয্যা হতে উঠে আসে, অতঃপর তার দিকে (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) ফিরে যায় সে যেনো তার লুঙ্গির এক অঞ্চল দিয়ে (অথবা কোনো তোয়ালা, গামছা প্রভৃতি দিয়ে) তিনবার বিছানাটি

ঝেড়ে নেয়। কেননা, সে জানেনা সে তার চলে যাওয়ার পর এতে কি পতিত হয়েছে। তারপর সে যখন শয়ন করে তখন যেন বলে−

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ اَرْفَعُهُ، فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ : বিসমিকা, রাব্বী ওয়াযা'তু জামবী ওয়া বিকা আরফা'উহু ফা'ইন আমসাকতা নাফসী, ফারহামহা-ওয়াইন আরসালতাহা ফাহফাযহা-বি -তাহফাযু বিহী 'ইবা-দাকাস সা-লিহীন।

অর্থ : প্রভু! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশকে শয্যায় স্থাপন করছি (আমি শয়ন করছি), আর তোমারই নাম নিয়ে আমি তা

উঠাব (শয্যা ত্যাগ করব) যদি তুমি (আমার নিদ্রিত অবস্থায়) আমার প্রাণ কবজ কর, তবে তুমি তাকে ছেড়ে দাও (বাঁচিয়ে রাখ) তাহলে সে অবস্থায় তুমি তার হেফাযত করো যেমনভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণকে হেফাযত করে থাক। (বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১২৬, মুসলিম ৪/২০৮৪; সহীহ আত্-তিরমিযী– হা. ৩৪০১)

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা খালাক্বতা নাফসী ওয়া আনতা তাওয়াফফা-হা, লাকা মামা-তুহা ওয়া মাহইয়া-হা-ইন আহ ইয়াইতাহা ফাহফাযহা,

ওয়াইন আমাত্তাহা ফাগফিরলাহা আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল 'আ-ফিয়াতা।

১০১. হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছ আর তুমি এর মৃত্যু ঘটাবে (অতএব) তার জীবন ও মরণ যেন একমাত্র তোমার জন্য হয়। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখ তাহলে তুমি তার হেফাযত কর, আর যদি তার মৃত্যু ঘটাও নিদ্রাবস্থায় তবে তাকে ক্ষমা করে দিও। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম-৪/২০৮৩, আহমদ-২/৭৯)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِنَّكَ – নিশ্চয় তুমি خَلَقْتَ – সৃষ্টি করেছ, نَفْسِىْ – আমার জীবন বা আত্মাকে, وَاَنْتَ – আর তুমি, تَوَفَّاهَا – তাকে মৃত্যু দান করবে, لَكَ – তোমার জন্য, مَمَاتُهَا – তার মৃত্যু, وَمَحْيَاهَا – এর জীবন,

اِنْ – আর যদি, اَحْيَيْتَهَا – তুমি জীবিত রাখ, فَاحْفَظْهَا – তাহলে একে হেফাজত কর, وَاِنْ اَمَتَّهَا - যদি তাকে মৃত্যু দান কর, فَاغْفِرْلَهَا – তাকে ক্ষমা কর, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِنِّىْ – নিশ্চয় আমি, اَسْاَلُكَ – তোমার নিকট চাচ্ছি, اَلْعَافِيَةَ – নিরাপত্তা।

১০২. নবী করীম ﷺ যখন ঘুমানোর ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তাঁর ডান-হাতটিকে তাঁর গালের নিচে রাখতেন, তারপর তিনবার বলতেন–

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াউমা তাব'আছু 'ইবা-দাকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা কর সেই দিবসে যখন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থান করবে।

(আবু দাউদ-৪/৩১১, তিরমিযী-৩/১৪৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, قِنِيْ – তুমি রক্ষা কর আমাকে, عَذَابَكَ – তোমার শাস্তি হতে, يَوْمَ – যেদিন, تَبْعَثُ – তুমি পুনরুত্থান করবে, عِبَادَكَ – আপনার বান্দাদেরকে।

শয়ন করার দু'আ–

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَاَحْيَا .

উচ্চারণ : বিসমিকাআল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহইয়া।

১০৩. হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই আমি শয়ন করছি এবং তোমার নাম নিয়েই উঠব।

(বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১১৩, বুখারী- আল-মাদানী প্র. হা. ৬৩২; মুসলিম-৪/২০৮৩)

শব্দার্থ : بِاسْمِكَ – আপনার নামে, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اَمُوْتُ – আমি মারা যাব (নিদ্রায় যাব) وَاَحْيَا – এবং আমি জীবিত হব (ঘুম হতে উঠব)।

১০৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা) এবং ফতেমা (রা)-কে বলেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দেব না– যা তোমাদের জন্য হবে খাদেম অপেক্ষাও উত্তম? (তারপর তিনি বলেন) যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) গমন কর, তখন তোমরা দু'জনে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, ৩৩ বার 'আল হামদুলিল্লাহ' বলবে এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর' বলবে। এটি খাদেম অপেক্ষাও তোমাদের জন্য উত্তম হবে। (বুখারী-ফতহুল বারী-৭/৭, বুখারী আ. প্রকাশনী হাদীস নং ৫৮৭৯; মুসলিম-৪/২০৯১)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ، وَالْفُرْقَانِ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাব‘ঈ ওয়া রাব্বাল ‘আরশিল ‘আযীম, রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়্যিন ফা-লিক্বাল হাববি ওয়ান নাওয়া, ওয়া মুনযিলাত তাওরা-তি ওয়াল ইনজীল, ওয়াল ফুরক্বা-নি, আ‘উযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাইইন আনতা আ-খিয বিনাসিয়াতিহি, আল্লা-হুম্মা আনতাল আউওয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আ-খিরু-ফালাইসা বা‘দাকা শাইউন, ওয়া আনতাল বাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউনু, ইক্বযি ‘আল্লাদ দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাক্বরি ।]

১০৫. হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশমণ্ডলীর প্রভু, মহামহীয়ান আরশের প্রভু এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভু। হে আল্লাহ! বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের নাযিলকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা

করি, তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর ভাগ্য। হে আল্লাহ! তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোনো কিছুই থাকবে না, তুমি প্রকাশমান, তোমার উপরে কিছুই নেই, তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই। প্রভু! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্ত রাখ।

(মুসলিম-৪/২০৮৪; বুখারী ফাতহুলবারী-৭/৭১)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ!, رَبَّ – প্রভু, السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ – সপ্তম আকাশের, وَرَبَّ – এবং প্রভু الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ – মহান আরশের, رَبَّنَا – হে আমাদের পালনকর্তা, وَرَبَّ – এবং প্রভু, كُلِّ شَيْءٍ – সকল বস্তুর, فَالِقَ – উদ্ভাবনকারী, الْحَبِّ وَالنَّوٰى – বীজ ও চারা,

- التَّوْرَاةِ - এবং অবতীর্ণকারী, - وَمُنْزِلَ তাওরাতের, وَالْاِنْجِيْلِ এবং ইঞ্জিলের, وَالْفُرْقَانِ - এবং কুরআনের, اَعُوْذُبِكَ - আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, مِنْ شَرِّ - অকল্যাণ হতে, كُلِّ شَيْءٍ - সকল বস্তুর, اَنْتَ - আপনি, اٰخِذٌ - গ্রহণকারী (পাকড়াওকারী), بِنَاصِيَتِهِ - তার সম্মুখের চুলের মুষ্টি (সকল ভাগ্যনির্ধা-রণকারী), اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! اَنْتَ الْاَوَّلُ - তুমি প্রথম, فَلَيْسَ - সুতরাং নেই, قَبْلَكَ - তোমার পূর্বে, شَيْءٌ - কোনো কিছু, وَاَنْتَ الْاٰخِرُ - আর তুমিই শেষ, فَلَيْسَ - সুতরাং নেই, بَعْدَكَ - তোমার পরে, شَيْءٌ - কোনো কিছু, وَاَنْتَ الظَّاهِرُ - আর তুমি প্রকাশকারী, فَلَيْسَ -

সুতরাং নেই, فَوْقَكَ - তোমার উপর, شَىْءٌ - কোনো কিছু, وَأَنْتَ الْبَاطِنُ - আর তুমিই অদৃশ্যমান, فَلَيْسَ - সুতরাং নেই, دُوْنَكَ - তুমি ব্যতিত, شَىْءٌ - কোনো কিছু, اقْضِ عَنَّا - তুমি ব্যবস্থা কর (পূর্ণ করার) আমাদের থেকে, الدَّيْنَ - ঋণ, وَاَغْنِنَا - আমাদের সাবলম্বি কর, مِنْ থেকে, الْفَقْرِ - দারিদ্র হতে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهٗ مُؤْوِيَ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানা ওয়া সাক্বা-না ওয়া কাফা-না ওয়া আ-ওয়া-না ফাকাম মিম্মান লা কা-ফিয়া লাহু ওয়ালা মু'ওয়িয়া।

১০৬. সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য– যিনি আমাদেরকে খাদ্য দান করেছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করিয়েছেন। এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্ত করার কেউই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেউই নেই।

(মুসলিম-৪/২০৮৫)

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ لِلّٰه - সকল প্রশংসা আল্লাহর, الَّذِىْ - যিনি, اَطْعَمَنَا - আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, سَقَانَا - এবং আমাদেরকে পান করিয়েছেন, كَفَانَا - এবং আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন, اَوَانَا – এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, فَكَمْ مِمَّنْ – কত মানুষ রয়েছে যাদেরকে কোনো, لَا كَفِىَ لَهُ – নেই কোনো তৃপ্তকারী, مُؤْوِىَ – কোনো আশ্রয়দাতা।

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ، وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا، اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি রাব্বা কুল্লি শাই'ইন, ওয়ামালীকাহু, আশহাদু আললা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা আ'উযুবিকা মিন শাররি নাফসী, ওয়ামিন শাররিশ শাইত্বা-নি ওয়াশির কিহী, ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলা নাফসী সূআন, আউ আজুররহু ইলা-মুসলিম ।]

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, عَالِمَ الْغَيْبِ - অদৃশ্যের জ্ঞাতা, وَالشَّهَادَةِ - এবং প্রকাশ্যের, فَاطِرَ - সৃষ্টিকর্তা, السَّمٰوَاتِ - আকাশসমূহের, وَالْاَرْضِ - এবং জমিনের, رَبَّ - প্রভু, كُلِّ شَيْءٍ - সকল বস্তুর, وَمَلِيْكَهُ - এবং এর মালিক, اَشْهَدُ - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنْ لَا اِلٰهَ - কোনো ইলাহ নেই, اِلَّا اَنْتَ - তুমি ব্যতীত, اَعُوْذُبِكَ - আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, مِنْ شَرِّ - অকল্যাণ হতে, نَفْسِيْ - আমার আত্মার, وَمِنْ شَرِّ - এবং অকল্যাণ হতে, الشَّيْطَانِ - শয়তানের, وَشِرْكِهِ - এবং তার অংশীদারিত্ব হতে, وَاَنْ اَقْتَرِفَ - এবং অনিষ্ট করব, عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا - নিজের আত্মাকে, اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ - বা তা পরিচালিত হবে কোনো মুসলমানের ওপর।

উক্ত দু'আর পূর্বে অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

(আবু দাউদ-৪/৩১৭, তিরমিযী-৩/১৪২)

১০৮. নবী করীম ﷺ সূরা সাজদা এবং সূরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না। (তিরমিযী, নাসাঈ)

১০৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তুমি (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) তোমার শয্যায় গমন করবে তখন সালাতের ওযুর ন্যায় ওযূ করবে, তারপর তোমার ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করবে।

অতঃপর এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا

اِلَيْكَ. اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ফাউওয়াদতু আমরী 'ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়াআল জা'তু যাহরী ইলাইকা রাগবাতাওঁ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজা-মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা ওয়াবি নাবিয়্যিকাল লাযী আরসালাতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার প্রতি সঁপে দিলাম, আর আমার সমগ্র কার্যক্রম তোমার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে স্থাপন করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুঁকিয়ে দিলাম, আর এ সবই করলাম তোমার রহমতের প্রত্যাশায় এবং

তোমার শাস্তির ভয়ে। কোনো আশ্রয় নেই এবং মুক্তির কোনো উপায় নেই একমাত্র তোমার আশ্রয় এবং উপায় ব্যতীত। আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি তোমার সেই কিতাবের প্রতি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার সেই নবী ﷺ-এর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি তুমি (এই দু'আ পাঠের পর সে রাত্রিতেই) মৃত্যুবরণ কর তবে ফিৎরাতের ওপরে অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করবে।' (বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১১৩, বুখারী আল-মাদানী প্র. হা. মুসলিম-৪/২০৮১; আত্-তিরমিযী হা. ৩৩৯৪)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اَسْلَمْتُ - আমি আত্মসমর্পণ করলাম, نَفْسِىْ - স্বীয় আত্মাকে, اِلَيْكَ - তোমার নিকট, وَفَوَّضْتُ - এবং আমি সমর্পণ করলাম, اَمْرِىْ - আমার কার্যাবলি,

اِلَيْكَ - তোমার সমীপে, وَوَجَّهْتُ - এবং আমি ফিরলাম, وَجْهِىْ – আমার মুখমণ্ডল, اِلَيْكَ – তোমার দিকে, وَاَلْجَاْتُ - আর আমি ঝুঁকিয়ে দিলাম, ظَهْرِىْ - আমার পিঠ, اِلَيْكَ - তোমার প্রতি, رَغْبَةً - আশা নিয়ে (জান্নাতের), وَرَهْبَةً - ভয় নিয়ে (জাহান্নামের), اِلَيْكَ - তোমার উদ্দেশ্যে, لَا مَلْجَاَ - কোনো আশ্রয়স্থল নেই, وَلَا مَنْجَا مِنْكَ - কোনো পরিত্রাণের জায়গা নেই, اِلَّا اِلَيْكَ - তুমি ব্যতিত, اٰمَنْتُ - আমি ঈমান আনলাম, بِكِتَابِكَ - তোমার কিতাবের ওপর, الَّذِىْ اَنْزَلْتَ – যা তুমি নাযিল করেছ, وَبِنَبِيِّكَ - আর নবীর প্রতি, الَّذِىْ - যাকে, اَرْسَلْتَ - তুমি প্রেরণ করছ।

২৯. বিছানায় শোয়াবস্থায় পড়ার দু'আ

১১০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় শোয়াবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন বলতেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়াহিদুল কাহ্হার, রাব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাইনা হুমাল 'আযীযুল গাফফা-র।

মহা ক্ষমতাবান এক আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি আকাশ ও

পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থিত বস্তুসমূহের প্রতিপালক, তিনি মহাপরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।
(হাকেম; যাহাবী একে সহীহ বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন– ১/৫৪০; নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি- লাইলাতি ইবনে সুন্নী; সহীহ জামে- ৪/২১৩)

শব্দার্থ : لَا إِلٰهَ - কোনো ইলাহ নেই, إِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ব্যতীত, الْوَاحِدُ - এক, الْقَهَّارُ - মহা ক্ষমতাবান, কঠিন, رَبُّ - প্রতিপালক, السَّمٰوَاتِ - আকাশমণ্ডলীর, وَالْأَرْضِ - এবং জমিনের, وَمَا بَيْنَهُمَا - এবং এ দুয়ের মাঝে যা রয়েছে তার, الْعَزِيْزُ - তিনি পরাক্রমশালী, الْغَفَّارُ - ক্ষমাশীল।

৩০. ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে যে দু'আ পড়তে হয়

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ ـ

উচ্চারণ : আঊ'যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন গাদাবিহি ওয়া ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি 'ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাযা-তিশ শাইয়াত্বীনি ওয়া আন য়্যাহদারূন।

১১১. আমি পরিত্রাণ চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর গযব হতে এবং তাঁর আযাব হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে। (আবু দাউদ-৪/১২, তিরমিযী-৩৫২৮)

শব্দার্থ : أَعُوْذُ – আমি আশ্রয় চাই, بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ – আল্লাহর সে সকল কথা দ্বারা, اَلتَّامَّاتِ - যা পরিপূর্ণ, مِنْ غَضَبِهِ - তার গজব হতে, وَعِقَابِهِ - এবং তার শাস্তি হতে, وَشَرِّ - এবং অমঙ্গল বা অনিষ্ট, عِبَادِهِ – তার বান্দাদের, وَمِنْ هَمَزَاتِ - এবং কুমন্ত্র হতে, الشَّيَاطِيْنِ – শয়তানদের, وَاَنْ يَحْضُرُوْنِ - এবং তাদের উপস্থিতি হতে।

৩১. কেউ স্বপ্ন দেখলে যা বলবে

১১২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্বপ্নে এমন কিছু অবলোকন করে যা তার কাছে ভালো লাগে সে যেন তা তার প্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারো নিকট প্রকাশ না

করে। আর সে যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তখন সে যেন তা কারো নিকট না বলে। বরং তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলে আর আশ্রয় প্রার্থনা করে ঐ অনিষ্ট হতে যা সে দেখেছে। সে যেন তা কারো নিকট না বলে।

অতঃপর যে পার্শ্বে সে শুয়েছিল তা পরিবর্তন করে। (মুসলিম-৪/১৭৭২, ১৭৭৩, বুখারী-৭/২৪)

১১৩. রাতে উঠে সালাত আদায় করবে যদি তার ইচ্ছা হয়। (মুসলিম-৪/১৭৭৩)

৩২. দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ،

وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইতা, ওয়া 'আ-ফিনী ফী মান 'আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইতা, ওয়াবা-রিকলী ফী মা আ'ত্বাইতা, ওয়াক্বিনী শাররা মা-কাদাইতা ফাইন্নাকা তাক্বদী ওয়া লাইয়ুক্বদা 'আলাইকা, ইন্নাহু লাইয়াযিল্লু মান ওয়া লাইতা [ওয়ালা ইয়া'ঈযযু মান 'আ-দাইতা] তাবা-রাক্‌তা রাব্বানা ওয়া তা'আ-লাইতা।

১১৪. 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছ, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছ আমাকে তাদের

দলভুক্ত কর, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকতময় করে দাও, তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছ তা হতে আমাকে রক্ষা করো, কারণ, তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারিত করে থাক, তোমার উপরে তো কেউই ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই, তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ সে কোনো দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছ সে কোনো দিন সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান। (আবু দাউদ, আহমদ, দারাকুতনী, হাকেম, দারেমী; বায়হাকী; আর বন্ধনীর মাঝের শব্দগুলো বাইহাকী হতে নেয়া হয়েছে; তিরমিযী-১/১৪৪, ইবনে মাজাহ-১/১৯৪; নাসাঈ, ইরওয়াউল গালীল- ২/১৭২; মিশকাত তাহকীক আলবানী হা. ১২৭৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اهْدِنِىْ - আমাকে হেদায়াত দাও, فِيْمَنْ - তাদের সাথে, هَدَيْتَ -

তুমি (যাদেরকে) হেদায়াত দিয়েছ, وَعَافِنِيْ
এবং তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর, فِيْمَنْ -
তাদের সাথে, عَافَيْتَ - যাদেরকে তুমি
নিরাপত্তা দান করেছ, تَوَلَّنِيْ - এবং তুমি
আমার অভিভাবক হও, فِيْمَنْ - তাদের সাথে,
تَوَلَّيْتَ - যাদের অবিভাকত্ব গ্রহণ কর وَبَارِكْ
لِيْ - আমাকে তুমি বরকত দান কর, فِيْمَا-
সে বিষয়ে, اَعْطَيْتَ - তুমি যা দান করেছ,
وَقِنِيْ - এবং আমাকে রক্ষা কর, شَرَّ - বিপদ
হতে, مَاقَضَيْتَ - যা তুমি নির্ধারণ করেছ,
فَاِنَّكَ تَقْضِيْ - নিশ্চই তুমি ভাগ্য নির্ধারণ কর,
وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ - তোমার উপর কেহ ভাগ্য
নির্ধারণ করে না, اِنَّهُ لَا يَذِلُّ - নিশ্চয় সে
অপমানিত হবে না, مَنْ وَالَيْتَ - যার অবিভাবক

তুমি হয়েছ, وَلَا يَعِزُّ - সে সম্মানিত হবে না, مَنْ عَادَيْتَ - যার সাথে তুমি শত্রুতা করেছ, تَبَارَكْتَ - তুমি বরকতময়, رَبَّنَا - হে আমাদের পালনকর্তা, وَتَعَالَيْتَ – এবং তুমি সুমহান।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ، لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদা-কা মিন সাখাত্বিকা ওয়াবি মু'আ-ফাতিকা, মিন 'উকূবাতিকা, ওয়া আ্'উযু বিকা মিনকা, লা উহসী সানা-আন 'আলাইকা আনতা কামা-আসনাইতা 'আলা নাফসিকা।

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, اِنِّيْ - নিশ্চই আমি, اَعُوْذُ - আশ্রয় চাই, بِرِضَاكَ তোমার অনুগ্রহের মাধ্যমে, مِنْ سَخَطِكَ - তোমার ক্রোধ হতে, وَبِمُعَافَاتِكَ - আর তোমার ক্ষমার মাধ্যমে, مِنْ عُقُوْبَتِكَ - তোমার শাস্তি হতে, وَاَعُوْذُبِكَ - আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, لَاَ اُحْصِيْ - গণনা করে শেষ করা যায় না, ثَنَاءً عَلَيْكَ - তোমার উপর প্রশংসা করে, اَنْتَ- তুমি সেরূপ, كَمَا اَثْنَيْتَ – যেভাবে প্রশংসা করেছ, عَلٰى نَفْسِكَ - তোমার নিজের ক্ষেত্রে ।

১১৫. ৪৭ নং দু'আয় এর অনুবাদ উল্লেখ্য হয়েছে।
(আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে মাজাহ-১/১৯৪, তিরমিযী-৩/১৮০; সহীহ্ আত্-তিরমিযী হা: ৩৫৬৬; ইরওয়াউল গালীল- ২/১৭৫; আবু দাউদ হা. ১৪২৭; নাসায়ী হা: ১১৩০)

اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ، وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ، وَنَخْشٰى عَذَابَكَ، اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু, ওয়ালাকা নুসাল্লী ওয়ানাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাস'আ, ওয়া নাহফিদু নারজু রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা 'আযা-বাকা, ইন্না 'আযা-বাকা বিল কা-ফিরীনা মুল হেক্ব, আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতা'ঈনুকা, ওয়া

নাসতাগফিরুকা ওয়ানুসনী 'আলাইকাল খাইর' ওঁয়ালা-নাকফুরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাখযা'উ লাকা, ওয়া নাখলা'উ মাই য়্যাকফুরুকা।

১১৬. হে আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, তোমারই জন্য সালাত আদায় করি ও সিজদা করি, তোমারই দিকে অগ্রসর হই এবং তোমারই আনুগত্যের প্রতি উৎসাহী হই, তোমারই রহমতের প্রত্যাশা করে থাকি।

তোমার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয় তোমার শাস্তি কাফেরদের বেষ্টন করবেই। হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি ও তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার উত্তম প্রশংসা করি, আর তোমার কুফরী থেকে বিরত থাকি। একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান রাখি, তোমারই আনুগত্য করি, আর যে তোমার কুফরী করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বায়হাকী; সুনানে কুবরা সহীহ সানাদে- ২/২১১, শাইখ আলবানী এই সানাদটিকে সহীহ বলেছেন– আর হাদীসটি উমার (রা) হতে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত।)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِيَّاكَ - তোমারই, نَعْبُدُ - আমরা ইবাদত করি, وَلَكَ - আর তোমার উদ্দেশ্যে, نُصَلِّىْ - সালাত আদায় করি, وَنَسْجُدُ - এবং সেজদায় অবনত হই, وَاِلَيْكَ আর তোমার প্রতি, نَسْعٰى - আমরা ধাবিত হই, وَنَحْفِدُ - আর আনুগত্যের জন্য উৎসাহী হই, نَرْجُوْ - আমরা কামনা করি, رَحْمَتَكَ - তোমার অনুগ্রহ, وَنَخْشٰى - আর আমরা ভয় করি, عَذَابَكَ - তোমার শাস্তিকে, اِنَّ عَذَابَكَ – নিশ্চই তোমার শাস্তি, بِالْكَافِرِيْنَ - কাফেরদের জন্য, مُلْحِقٌ - অধিকতর প্রযোজ্য, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ - নিশ্চয়ই আমরা সাহায্য চাই, وَنَسْتَغْفِرُكَ - আর তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, وَنُثْنِىْ - আর

আমরা গুণগান করি, عَلَيْكَ - তোমার, الْخَيْرَ। - ভালো বা উত্তম, وَلَا نَكْفُرُكَ - আর আমরা তোমার কুফরী করি না, وَنُؤْمِنُ بِكَ - আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান স্থাপন করি, وَنَخْضَعُ لَكَ - তোমার জন্যই আমরা বিনয়ী হই, وَنَخْلَعُ - আর আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করি, مَنْ يَكْفُرُكَ – যে তোমার কুফরী করে।

৩৩. বিতর সালাতের সালাম ফিরানোর পর দু'আ

১১৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর সালাতের সূরা আ'লা এবং সূরা কাফেরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করতেন অতঃপর যখন সালাম ফিরাতেন তিনবার বলতেন–

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দুসি।

(সহীহ নাসাঈ হা: ১৭২৯, ১৭৩২, ১৭৩৬, ১৭৪০, ১৭৫০, আবু দাউদ)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ – পবিত্র, اَلْمَلِكِ - রাজ অধিরাজ, اَلْقُدُّوْسِ - সম্মানিত ।

এবং তৃতীয়বারে সশব্দে আওয়াজ দীর্ঘ করে বলতেন।

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ -

উচ্চারণ : রাব্বিল মালা-ইকাতি ওয়ার রূহ। (নাসাঈ-৩/২৪৪, দারে কুতনী-২/৩১; আর বন্ধনীর মাঝের বাক্যটি দারাকুতনী; সহীহ সানাদে যাদুল মাআদ ও শুআইব ও আ. কাদের-এর বর্ণনায়-১/৩৩৭)

শব্দার্থ : رَبِّ - প্রতিপালক, اَلْمَلَائِكَةِ - ফেরেশতাগণের وَالرُّوْحِ - এবং রূহের (জিবরাঈলের)।

৩৪. বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়াকালে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اِبْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِىَّ

حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، اَسْاَلُكَ بِكُلِّ

اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ

فِيْ كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ،

اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ

عِنْدَكَ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ،

وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَجَلاَءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আবদুকা ইবনে 'আবদিকাব নু'আমাতিকা, না-সিয়াতী বিয়াদিকা, মা-যিন ফিয়্যা হুকমুকা, 'আদলুন ফিয়্যাকাযা-'উকা, আস'আলুকা বিকুল্লিসিমিন হুওয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফ-সাকা, আউ আনযালতাহু ফী কিতা-বিকা আউ 'আল্লামতাহু আহাদাম মিন

হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী।

(আহমদ-১/৩৯১; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ - নিশ্চই আমি, عَبْدُكَ - তোমার দাস اِبْنُ - পুত্র, عَبْدِكَ - তোমার বান্দাহর, اِبْنُ اَمَتِكَ - তোমার দাসীর পুত্র, نَاصِيَتِىْ - আমার ভাগ্য, بِيَدِكَ - তোমার হাতে, مَاضٍ - অবশ্যাম্ভাব্য, فِىَّ حُكْمُكَ - তোমার নির্দেশ, عَدْلٌ - ন্যায়ে পূর্ণ, فِىَّ قَضَاؤُكَ - তোমার ফয়সালা, اَسْاَلُكَ - আমি তোমার নিকট চাই, بِكُلِّ اسْمٍ - প্রত্যেক ঐ নাম দ্বারা, هُوَ لَكَ - যে সব তোমার, سَمَّيْتَ بِهِ - যা দ্বারা তোমার নামকরণ করেছ, نَفْسَكَ - স্বীয়

খালক্বিকা, আবিসতা'সারতা বিহি ফী 'ইলমিলগাইবি 'ইনদাকা আন তাজ'আলাল কুর'আ-না রাবী'আ-ক্বালবী, ওয়া নূরা সাদরী ওয়া জালা-'আ হুযনী ওয়া যাহা-বা হাম্মী।

১১৮. হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, তোমার নিকট এই বিনীত প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও আমার

সত্তার, اَوْ اَنْزَلْتَهُ - অথবা যা অবতীর্ণ করেছ, فِىْ كِتَابِكَ - তোমার কিতাবে, اَوْ عَلَّمْتَهُ - অথবা যা শিক্ষা দিয়েছ,, اَحَدًا - কাউকে, مِنْ خَلْقِكَ - তোমার সৃষ্টি হতে, اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهِ - অথবা প্রাধান্য দিয়েছ তা দ্বারা, فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ। - অদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা, عِنْدَكَ - যা রয়েছে তোমার নিকট, اَنْ تَجْعَلَ - তুমি করে দাও, الْقُرْاٰنَ। - কুরআনকে, رَبِيْعَ - বসন্ত/ শান্তি, قَلْبِىْ - আমার হৃদয়ের, وَنُوْرَ صَدْرِىْ - এবং আমার বক্ষের জ্যোতি, وَجَلاَءَ حُزْنِىْ - এবং আমার পেরেশানীর অপসারণকারী, وَذَهَابَ هَمِّىْ - এবং আমার দুশ্চিন্তাা বিদূরিতকারী।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি-ওয়াল হাযানি, ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়ালজুবনি ওয়াদালা 'ইদদাইনি ওয়াগালাবাতির রিজা-ল।

১১৯. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে।'

(বুখারী-ফাতহুল বারী-১১/১৭৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ - নিশ্চয় আমি, اَعُوْذُبِكَ - আমি আশ্রয় চাই তোমার

- وَالْحُزْنِ ,নিকট ,مِنَ الْهَمِّ - দুঃশ্চিন্তা হতে,

এবং পেরেশানী হতে, وَالْعَجْزِ - অপারগতা

হতে, وَالْكَسَلِ - এবং অলসতা হতে, وَالْبُخْلِ

- এবং কৃপণতা হতে, وَالْجُبْنِ - কাপুরুষতা

হতে, وَضَلَعِ الدَّيْنِ - অধিক ঋণ হতে, وَغَلَبَةِ

الرِّجَالِ - এবং দুষ্ট লোকের প্রাধান্য হতে।

৩৫. বিপদাপদের দু'আ

لاَ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ

اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ

اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ۔

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল 'আরশিল কারীম।

১২০. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহান সহনশীল, 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রতিপালক।' (বুখারী-ফতহুল বারী ৭/১৫৪, মুসলিম-৪/২০৯২; বুখারী আল-মাদানী প্র. হা. ৬৩৪৬)

শব্দার্থ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, الْعَظِيْمُ, الْحَلِيْمُ - মহান

সহনশীল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই , رَبُّ الْعَرْشِ - মহান আরশের প্রভু, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, رَبُّ السَّمٰوَاتِ - আসমানের প্রতিপালক, وَرَبُّ الْاَرْضِ - এবং জমিনের প্রতিপালক, وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ - এবং সম্মানিত আরশের প্রভু।

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আ'ইনিন ওয়া আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।

১২১. 'হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের প্রত্যাশা আমি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (আহমদ-৫/৪২; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সহীহ আবূ দাউদ- ৩/৯৫৯; মিশকাত তাহকীক আলবানী হা. ২৪৭)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, رَحْمَتَكَ - তোমার রহমত, اَرْجُوْ - আমি প্রত্যাশিত, فَلَا تَكِلْنِىْ - তুমি আমাকে আমার ওপর ছেড়ে দিও না, طَرْفَةَ عَيْنٍ - এক পলকের জন্য, وَاَصْلِحْ لِىْ - এবং তুমি সুন্দর করে দাও আমার জন্য, شَانِىْ كُلَّهُ - আমার যাবতীয় কর্মকান্ড, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালিমীন।

১২২. 'তুমি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।' (তিরমিযী-৫/৫২৯, হাকেম; যাহাবী একে সহীহ বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন– ১/৫০৫; সহীহ তিরমিযী- ৩/১২৮)

শব্দার্থ : لَا اِلٰـهَ اِلَّا اَنْـتَ - তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, سُبْحَانَكَ - তুমি পবিত্র, اِنِّىْ كُنْتُ - নিশ্চই আমি ছিলাম, مِنَ الظَّالِمِيْنَ - যালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْـئًا ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী লা-উশরিকু বিহী শাই'আন।

১২৩. 'হে আল্লাহ! আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কাকেও শরীক করি না।'

(আবু দাউদ- ২/৮৭, ইবনে মাজাহ-২/৩৩৫)

শব্দার্থ : اَللّٰهُ - আল্লাহ, اَللّٰهُ رَبِّىْ - আল্লাহ আমার রব, لَا اُشْرِكُ بِهٖ - আমি অংশীদার সাব্যস্ত করি না তার সাথে, شَيْئًا - কোনো কিছু।

৩৬. শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাতকালে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ 'আলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া না'উযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

১২৪. হে আল্লাহ! আমি শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতিসাধনের মোকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আহমাদ হা: নং ১৫৩৭: আবু দাউদ-২/৮৯, হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন আর যাহাবী তাতে ঐক্যমত পোষণ করেছেন– ২/১৪২)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنَّا نَجْعَلُكَ - নিশ্চই তোমাকে করলাম স্থাপন, فِىْ نُحُوْرِهِمْ - তাদের ক্ষতি ও শত্রুতা হতে, وَنَعُوْذُبِكَ - আর আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, مِنْ شُرُوْرِهِمْ - তাদের অনিষ্ট হতে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ، وَاَنْتَ نَصِيْرِىْ، بِكَ اَجُوْلُ، وَبِكَ اَصُوْلُ، وَبِكَ اُقَاتِلُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা 'আদুদী; ওয়া আনতা নাসীরা বিকা আজূলু ওয়া বিকা 'আসূলু ওয়া বিকা উক্বা-তিলু।

১২৫. 'হে আল্লাহ! তুমি আমার শক্তি, তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যে আমি শত্রুর সম্মুখীন হই, তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি। (তিরমিযী-৫/৫৭২; আবু দাঊদ হা: ২৬৩২; সহীহ আত্-তিরমিযী হা: ৩৫৮৪)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اَنْتَ عَضُدِيْ - তোমার আমার শক্তি, وَاَنْتَ نَصِيْرِيْ - তোমার আমার সাহায্যকারী, بِكَ اَجُوْلُ - তোমার সাহায্যে আমি শত্রু সম্মুখে যাই, وَبِكَ اَصُوْلُ - আর তোমার সহায়তায় তাদের ওপর হামলা করি, وَبِكَ اُقَاتِلُ - আর তোমার সহায়তায় তাদের সাথে যুদ্ধ করি ।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

উচ্চারণ : হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।

১২৬. আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। (বুখারী-৫/১৭২)

শব্দার্থ : حَسْبُنَا اللّٰهُ - আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - এবং উত্তম অবিভাবক।

৩৭. শক্তিধর ব্যক্তির অত্যাচারের আশংকায় পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، كُنْ لِىْ جَارًا مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ، وَاَحْزَابِهِ، مِنْ خَلاَئِقِكَ،

اَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَوْ يَطْغٰى، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাব‘ঈ, ওয়া রাব্বাল ‘আরশিল ‘আযীম। কুনলী জা-রান মিন ফুলানিবনি ফুলানিন, ওয়া আহযাবিহী মিন খালা ইক্বিকা, আইয়্যাফরুত্বা ‘আলাইয়্যা আহাদুম মিনহুম আউ ইয়াত্বগা, আযযা জা-রুকা ওয়া জাল্লা সানা-উকা ওয়া-লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা।

১২৭. হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশমণ্ডলীর প্রভু! মহামহীয়ান আরশের প্রতিপালক! অমুকের ছেলে অমুকের অনিষ্ট হতে তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি যথেষ্ট যে, কেউ আমার ওপর অন্যায় অত্যাচার করবে, তোমার পড়শীত্ব মহাপরাক্রমশালী,

তোমার প্রশংসা অতি মহান। আর তুমি ছাড়া সত্যিকারের প্রভু কেউ নেই।

(বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-৭০৭: আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। সহীহ আদাবুল মুফরাদ-৫৪৫)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, رَبَّ السَّمٰوَاتِ - আসমানের প্রতিপালক, السَّبْعِ - সপ্ত, وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - মহান আরশের প্রতিপালক, كُنْ لِىْ جَارًا - তুমি আমার প্রতিবেশী হয়ে যাও, مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ - সে ব্যক্তির সন্তানের অনিষ্ট হতে, وَاَحْزَابِهِ - এবং তার দলবল হতে, مِنْ خَلاَئِقِكَ - তোমার সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে, اَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ - আমার ওপর জুলুম করবে, اَحَدٌ مِنْهُمْ - তাদের কেউ, اَوْ يَطْغَى - অথবা সে সীমালঙ্ঘন করবে, عَزَّ جَارُكَ - তোমার

প্রতিবেশিত্ব মহান, وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ - আর তোমার প্রশংসাও মহান وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - আর তোমার ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهٖ جَمِيْعًا، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ، الْمُمْسِكِ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ اَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ، وَجُنُوْدِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ، مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ، اَللّٰهُمَّ كُنْ لِىْ جَارًا مِنْ

شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবারু আল্লা-হু আ'আয্যু মিন খালক্বিহী জামী'আন, আল্লা-হু আ'আয্যু মিম্মা আখা-ফু ওয়া আহযারু, আ'উযু বিল্লা-হিল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া, আল মুমসিকিস সামা-ওয়া-তিস সাব'ঈ আন ইয়া কা'না 'আলাল আরদি, ইল্লা বি ইযনিহী; মিন শাররি 'আবদিকা ফুলা-নিন; ওয়া জুনুদিহী ওয়া আতবা'ইহী ওয়া আইয়া-'ইহী মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি, আল্লাহুম্মা কুন লা জা-রান মিন শাররিহিম জাল্লা সানা-উকা ওয়া আযযা জা-রুকা, ওয়াতাবারাকাসমুকা, ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা।

১২৮. আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে মহাপরাক্রমশালী, আমি যার ভয়-ভীতির আশংকা করছি তার চেয়ে আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী। আমি ঐ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কেউ নেই, যার অনুমতি ব্যতীত সপ্ত আকাশ যমীনে পড়তে পারে না-তোমার অমুক বান্দার সৈন্য সামন্ত ও তার অনুসারী এবং সমস্ত জ্বীন ও ইনসানের অনিষ্ট থেকে।

হে আল্লাহ! তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার গুণগান অতি মহান, তোমার পড়শীত্ব মহাপরাক্রমশালী, তোমার নাম অতি মহান আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। (বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-৭০৮; আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ্ আদাবুল মুফরাদ- ৫৪৬)

৩৮. শত্রুর উপর দু'আ

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা মুনযিলাল কিতা-বি সারী'আল হিসা-বিহযিমিল আহযা-ব। আল্লা-হুম্মাহযিমহুম ওয়া যালযিলহুম।

১২৯. 'হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত কর, তাদেরকে দমন ও পরাজিত কর, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও।' (মুসলিম-৩/১৩৬২)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, مُنْزِلَ الْكِتَابِ - তোমার কিতাব নাযিলকারী, سَرِيْعَ الْحِسَابِ - দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, اَلْاَحْزَابَ اِهْزِمِ - তোমার

শত্রুদের দল পরাজিতকারী, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اهْزِمْهُمْ - তোমার তাদের পরাজিত ও পরাভূত কর, وَزَلْزِلْهُمْ - এবং তাদের মাঝে কম্পন বা ভয় সৃষ্টি কর।

৩৯. কোনো গোষ্ঠীকে ভয় পেলে যা বলবে

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকফিনীহিম বিমা শি'তা।

১৩০. 'হে আল্লাহ! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে ইচ্ছামতো সেরূপ আচরণ কর, যেরূপ আচরণের তারা হকদার।'

(মুসলিম-৪/-২৩০০)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اكْفِنِيْهِمْ - তাদের বিরুদ্ধ আমার জন্য তুমি যথেষ্ট, بِمَا شِئْتَ - তোমার যেভাবে ইচ্ছা কর।

৪০. ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

১৩১. অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তথা বলবে–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

উচ্চারণ : আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

উক্ত দু'আ পাঠে তার সন্দেহ বিদূরীত হবে।

(বুখারী-ফতহুল বারী-৬/৩৩৬, মুসলিম-১/১২০)

শব্দার্থ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ - আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর নিকট, مِنَ الشَّيْطَانِ - শয়তান হতে, الرَّجِيْمِ - বিতাড়িত।

১৩২. ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তি বলবে–

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ .

উচ্চারণ : আ-মানতু বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহি।

অর্থ : আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম। (মুসলিম-১/১১৯-১২০)

শব্দার্থ : آمَنْتُ - আমি ঈমান আনলাম, بِاللّٰهِ - আল্লাহর প্রতি, وَرُسُلِهِ - এবং তাঁর রাসূলের প্রতি।

১৩৩. (উক্ত ব্যক্তি) আল্লাহর এই বাণী পড়বে–

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

উচ্চারণ : হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আ-খিরু ওয়াযযা-হিরু ওয়াল বাত্বিনু ওয়া হুওয়া বিকুল্লি শাই'ইন 'আলীম।

অর্থ : তিনি সর্বপ্রথম, তিনি সর্বশেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য, আর সর্ববিষয়ে সুবিজ্ঞ। (সূরা হাদীদ-৩, আবু দাউদ-৪/৩২৯; আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ- ৩/৯৬২)

শব্দার্থ : هُوَ الْأَوَّلُ - তিনিই প্রথম, وَالْآخِرُ - এবং শেষ, وَالظَّاهِرُ - এবং প্রকাশ্য, وَالْبَاطِنُ - এবং গোপনীয়, وَهُوَ - আর তিনি, بِكُلِّ شَيْءٍ - সর্ববিষয়ে عَلِيْمٌ - জ্ঞাত।

৪১. ঋণ পরিশোধের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাক ফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা 'আম্মান সিওয়া-ক।

১৩৪. হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট দান কর। (হালাল রুযিই যেনো আমার জন্য যথেষ্ট হয়) এবং হারামের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন ও প্রবণতাবোধ না করি এবং তোমার অনুগ্রহ অবদান দ্বারা তুমি ব্যতীত অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। (তুমি ছাড়া যেনো আমাকে আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।) (তিরমিযী-৫/৫৬০; সহীহ আত্-তিরমিযী হাদীস নং ৩৫৬৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِكْفِنِىْ - আমাকে তুমি যথেষ্ট কর, بِحَلَالِكَ - তোমার হালাল বিষয় দ্বারা, عَنْ حَرَامِكَ - তোমার নিষিদ্ধ বিষয় হতে, وَاَغْنِنِىْ - এবং আমাকে অভাব মুক্ত কর, بِفَضْلِكَ - তোমার অনুগ্রহে, عَمَّنْ سِوَاكَ - তুমি ব্যতিত অন্যদের হতে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনালহাম্মি ওয়াল হুযনী, ওয়াল 'আজযি ওয়ালকাসালি, ওয়াল বুখলি, ওয়ালজুবনি ওয়া দালা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল।

১৩৫. ১২০ নং দু'আয় এর অর্থ উল্লেখ হয়েছে।

(বুখারী-৭/১৫৮; বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী হাদীস নং ৫৯২৩)

৪২. সালাতে শয়তানের প্ররোচণায় পতিত ব্যক্তির দু'আ

১৩৬. ওসমান ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল ! শয়তান আমার ও আমার সালাতের মাঝে

অনুপ্রবেশ করে এবং কিরাতের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তখন রাসূল ﷺ বলেন : ঐ শয়তানের নাম হচ্ছে খানযাব, যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব কর তখন তা হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, আর তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বোয়া-নির রাজীম

আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

উসমান ইবনে আবুল আসের হাদীস এটি। সেখানে বলা আছে যে, তিনি বলেন, আমি যখন এই দু'য়া পাঠ করি তখন আল্লাহ তায়ালা শাইত্বানকে আমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে দেন।
(মুসলিম-৪/১৭২৯)

৪৩. কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلاً .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা-জা'আলতাহু সাহলান ওয়া আনতা তাজ'আলুল হুযনা ইযা শি'তা সাহলান।

১৩৭. হে আল্লাহ! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করনি, যখন তুমি ইচ্ছা কর দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য (তথা দূর) করতে পার।

(ইবনে হিব্বান-২৪২৭, ইবনে সুন্নী)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, لَا سَهْلَ - কোনো সহজ বিষয় নেই, اِلَّا - তবে, مَا جَعَلْتَهُ - যা তুমি সহজ করেছ, وَاَنْتَ تَجْعَلُ - আর তুমি

করেছ, اَلْحُزْنَ - চিন্তাকে, اِذَا شِئْتَ - যখন তুমি ইচ্ছা কর, سَهْلاً - সহজ ।

৪৪. কোনো পাপ কাজ ঘটে গেলে যা করণীয়

১৩৮. কোনো মুসলমান কোনো পাপ কাজ করে ফেললে, (অনুতপ্ত হয়ে) উত্তমরূপে ওযু করে, তারপর দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। (আবু দাউদ-২/৮৬, তিরমিযী-২/২৫৭; আল্লামা আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ- ১/২৮৩)

৪৫. যে সকল দু'আ শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণাকে দূর করে

১৩৯. শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা অর্থাৎ "আ'ঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানীর রাজীম" পাঠ করা।

(আবু দাউদ-১/২০৬, তিরমিযী-১/৭৭)

১৪০. আযান দেয়া। (মুসলিম-১/২৯১, বুখারী-১/১৫১)

১৪১. মাসনুন দু'আ এবং কুরআন তিলাওয়াত করা। যেমন নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ কবরে পরিণত কর না। কেননা শয়তান ঐ ঘর হতে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। (মুসলিম-১/৫৩৯)

৪৬. বিপদে পড়লে যে দু'আ পড়তে হয়

১৪২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। প্রত্যেক বস্তুতেই (কিছু না কিছু) কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যা তোমাকে উপকৃত করবে তুমি তার প্রত্যাশী হও। আর মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নিজেকে পরাভূত মনে কর না। যদি কোনো কিছু (দুঃখ-কষ্ট বা বিপদ-আপদ) তোমার ওপর আপতিত হয়, তবে সে অবস্থায় একথা বল না

যে, যদি আমি এ কাজ করতাম বরং বল আল্লাহ তা নির্ধারণ করেছেন বলে ঘটেছে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ঘটে থাকে। কেননা, 'যদি' কথাটি শয়তানের কুমন্ত্রণার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

(মুসলিম-৪/২০৫২)

৪৭. সন্তান লাভকারীর প্রতি অভিনন্দন ও তার প্রতি উত্তর

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِى الْمَوْهُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ اَشُدَّهٗ، وَرُزِقْتَ بِرَّهٗ ـ

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফিল মাউহুবি লাকা ওয়া শাকারতাল ওয়া-হিবা ওয়া বালাগা আশুদ্দাহু ওয়া রুযিকতা বিররাহু।

১৪৩. আল্লাহ তোমার জন্য এই সন্তানে বরকত দান করুন, সন্তান দানকারী মহান আল্লাহ

তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন কর, সন্তানটি পূর্ণ বয়সে পদার্পণ করুক এবং তার ইহসান লাভে তুমি ধন্য হও। (হাসান বাসরী (র)-এর উক্তি, তুহফাতুল মাওলূদ আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম প্রণীত পৃষ্ঠা ২০ আল-আওসাত)

শব্দার্থ : بَارَكَ اللّٰهُ - আল্লাহ বরকত দান করুন, لَكَ - তোমার, فِى الْمَوْهُوْبِ لَكَ - যা দান করা হয়েছে তোমাকে তাতে, وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ - আর তুমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো তোমাকে যিনি দান করেছেন তার, وَبَلَغَ اَشُدَّهٗ - আর সে পৌঁছে যাক তার প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত, وَرُزِقْتَ بِرَّهٗ - তুমি ধন্য হও তার দয়ায়।

অভিনন্দনের জবাবে সান্ত্বনা লাভকারী বলবে :

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَرَزَقَكَ اللّٰهُ مِثْلَهٗ وَاَجْزَلَ ثَوَابَكَ ـ

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকা ওয়া জাযা-কাল্লা-হু খাইরান ওয়া রাযাক্বাকাল্লা-হু মিসলাহু ওয়া আজযালা সাওয়াবাকা।

অর্থ : আল্লাহ্ তোমার জন্য বরকত দান করুন, তোমাকে সুন্দর প্রতিফল দান করুন, তোমাকেও এর মতো সন্তান দান করুন এবং তোমার সাওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি করুন।

শব্দার্থ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ - আল্লাহ্ তোমার প্রতি বরকত দান করুন, وَبَارَكَ عَلَيْكَ - তোমাকে উত্তম বরকত দান করুন, وَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا - আর আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, وَرَزَقَكَ اللّٰهُ مِثْلَهُ - আল্লাহ তোমাকে সেভাবে রিযিক দান করুন, وَاَجْزَلَ ثَوَابَكَ - আর তোমার সাওয়াব বৃদ্ধি করুন।

৪৮. সৃষ্টির অনিষ্ট হতে শিশুদের রক্ষার দু'আ

১৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হাসান (রা) এবং হুসাইন (রা)-এর জন্য এই বলে আশ্রয় লইতেন–

أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ .

উ'য়ীযুকা বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন, ওয়াহাম্মাতিন ওয়ামিন কুল্লি আ'ইনিল লাম্মাতিন।

আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর নিকট পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতির চক্ষু (বদনযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী আল-মাদানী প্র. হা. ৩৩৭১; সহীহ আত্-তিরমিযী হা. ২০৬০; ইবনে মাজাহ হা. ৩৫২৫)

৪৯. রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দু‘আ

১৪৫. নবী করীম ﷺ রোগী দেখতে গেলে তাকে বলতেন–

لَابَأْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

উচ্চারণ : লা বা'সা তুহুরুন ইনশা-আল্লাহ্।

অর্থ : কিছু না, ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে। (বুখারী-ফতহুল বারী-১০/১১৮; মিশকাত তাহকীক আলবানী হা. ১৫২৯)

শব্দার্থ : لَابَأْسَ - কোনো কষ্ট নেই, طُهُوْرٌ - পবিত্র লাভ করবে (আরোগ্য লাভ করবে), اِنْ شَاءَ اللّٰهُ - যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

১৪৬. নবী করীম ﷺ বলেন : কেউ কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তার মৃত্যুর আসন্ন না হলে তার সম্মুখে সে এই দু'আ সাতবার পাঠ করবে–

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ .

উচ্চারণ : আসআলুল্লা-হাল 'আযীমা রাব্বাল আরশীল 'আযীমি আইয়্যাশফীকা।

আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আরশে আযীমের মহান প্রভু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এর ফলে আল্লাহ তাকে (মৃত্যু আসন্ন না হলে) নিরাময় করবেন। (সাত বার বলবে)। (তিরমিযী-২/২১০, সহীহ জামে- ৫/১৮০; আবু দাউদ- ৩১০৬; হাকিম, নাসাঈ)

শব্দার্থ : أَسْأَلُ اللّٰهَ - আমি প্রার্থনা করি আল্লাহর নিকট, الْعَظِيْمَ - যিনি সম্মানিত, رَبَّ

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - যিনি মহান আরশের প্রতিপালক, أَنْ يَشْفِيَكَ - যে তিনি তোমাকে রোগ মুক্তি করে দিবেন।

৫০. রোগী দেখতে যাওয়ার ফযিলত

১৪৭. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, যখন কোনো মুসলমান তার মুসলমান রোগী ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে বসা পর্যন্ত জান্নাতে সদ্য তোলা ফলের মাঝে চলাচল করতে থাকে। যখন সে (রোগীর পার্শ্বে) বসে পড়ে আল্লাহর রহমত তাকে ঘিরে ফেলে, সময়টা যদি সকাল বেলা হয় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত। আর যদি সময়টা সন্ধ্যা বেলা হয় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য

রহমতের দু'আ করতে থাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত। (সহীহ্ তিরমিযী- ১/২৮৬, ইবনে মাজাহ-১/২৪৪. আহমদ শাকেরও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

৫১. রোগে পতিত বা মৃত্যু হবার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بَالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ালহিক্বনী বিররাফীক্বিল আ'লা।

১৪৮. আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে একত্রিত করে দাও। (বুখারী-৭/১০, মুসলিম-৪/১৮৯৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اغْفِرْلِىْ - তুমি আমাকে ক্ষমা কর, وَارْحَمْنِىْ - এবং আমাকে

দয়া কর, وَأَلْحِقْنِي - এবং তুমি আমাকে মিলিত কর, بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى - মহান বন্ধুর সাথে।

১৪৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পানিতে দু'হাত প্রবেশ করাতেন অতঃপর আর্দ্রিত হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন এবং বলতেন–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ .

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হু ইন্না লিল মাউতি লাসাকারা-তিন।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে। (বুখারী-ফতহুল বারী ৮/১৪৪)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবারু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারিকা-লাহু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু লাহুলমুলকু, ওয়ালাহুল হামদু। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা হাওলা ওয়ালাকুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হু।

১৫০. আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া

উপাসনার যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, রাজত্ব তাঁরই, আর প্রশংসা মাত্রই তাঁর। আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করারও কার ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। (তিরমিযী; ইবনে মাজাহ; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ্ তিরমিযী-৩/১৫২, ইবনে মাজাহ-২/৩১৭)

৫২. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া

১৫১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়াতে যার শেষ কথা হবে–

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ – লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ

সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আবু দাউদ-৩/১৯০, সহীহ আল জামে ৫/৪৩২)

শব্দার্থ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মা'বুদ) নেই।

৫৩. যে কোনো বিপদে পতিত ব্যক্তির দু'আ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا ـ

উচ্চারণ : ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি'উন, আল্লা-হুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিনহা।

১৫২. আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সাওয়াব দান কর এবং তা অপেক্ষা উত্তম স্থলাভিষিক্ত কিছু প্রদান কর। (মুসলিম-২/৬৩২)

শব্দার্থ : إِنَّا لِلَّهِ - নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যই, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - আর আমরা তার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ - বিপদ আপদে তুমি আমাদের বিনিময় দাও (সাওয়াব দ্বারা), وَاَخْلُفْ لِيْ - আর তুমি স্থলাভিষিক্ত কর আমার জন্য, خَيْرًا مِنْهَا - তা হতে উত্তম কিছু।

৫৪. মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ (بِاسْمِهٖ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاَخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهٖ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ

يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলি ফুলা-নিন, (বিসমিহি) ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিয়্যীনা ওয়াখলুফহু ফী আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীনা, ওয়াগফিরলানা ওয়ালাহু ইয়া রাব্বাল 'আলামীন। ওয়াফসাহ লাহু ফী ক্বাবরিহী ওয়া নাওয়্যির লাহু ফীহি।

১৫৩. হে আল্লাহ! তুমি (মৃত ব্যক্তির নাম ধরে) মাগফিরাত দান কর, যারা হেদায়েত লাভ করেছে, তাদের মাঝে তার মর্যাদা উঁচু করে দাও এবং যারা রয়ে গেছে তাদের মাঝ থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানিয়ে দাও। হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! আমাদের ও তার গুনাহ মার্জনা করে

দাও এবং তার কবরকে প্রশস্ত কর আর তার জন্য তা আলোকময় করে দাও। (মুসলিম-২/৬৩৪; মিশকাত তাহকীক আলবানী হাদীস নং ১৬১৯)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اغْفِرْ - তুমি ক্ষমা কর (ব্যক্তির নাম), وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ - এবং সমুন্নত কর তার অবস্থান, فِى الْمَهْدِيِّيْنَ - হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের সাথে, وَاَخْلُفْهُ - আর তার প্রতিনিধি সৃষ্টি কর, فِىْ عَقِبِهِ - তার পরবর্তী প্রজন্ম হতে, اَلْغَابِرِيْنَ - যারা বিরাজমান, وَاغْفِرْلَنَا - আর আমাদের ক্ষমা কর, وَلَهُ -এবং তাকেও, يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ - হে বিশ্ব জগতের প্রভু, وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِ - আর তার কবর প্রশস্ত কর, وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ - আর জ্যোতিময় কর এর মধ্যে।

৫৫. জানাযার সালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ {وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ} ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়া 'আফিহি ওয়া'ফু আনহু ওয়াআকরিম নুজুলাহু

ওয়াওয়াসসি' মুদখালাহু ওয়াগসিলহু বিল মায়ি ওয়াস্‌সালজি ওয়ালবারাদি ওয়ানাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কায়তাস সাওবাল আবয়াদা মিনাদদানাসি ওয়া আবদিলহু দারান খায়রান মিন দারিহি ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহি ওয়া জাওজান খায়রাম মিন জাওজিহি ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আয়েযহু মিন আযাবিল কাবরি ওয়া আযাবিন্‌নার।

১৫৪. হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ কর, তার ওপর রহম বর্ষণ কর, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখ। তাকে মাফ কর, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা কর। তার বাসস্থানটা সুপ্রশস্ত করে দাও। তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা। তুমি তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম পরিবার দান কর, তার এই জোড়া

হতে উত্তম জোড়া প্রদান কর এবং তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও।'

(মুসলিম ইস. সে. হা. ২১০৪)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! اغْفِرْلَهُ - তাকে ক্ষমা কর, وَارْحَمْهُ - তাকে দয়া কর, وَعَافِهِ - তাকে নিরাপত্তা দিন, وَاعْفُ عَنْهُ তাকে মাফ কর, وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ - তার আতিথেয়তা কর মর্যাদাসহ, وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ - তার প্রবেশাস্থলকে প্রশস্ত কর, وَاغْسِلْهُ - তাকে গোসল দাও, بِالْمَاءِ - পানি দ্বারা, وَالثَّلْجِ - বরফ, وَالْبَرَدِ - এবং শিশির দ্বারা, وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا - তাকে গুনাহ তেমনি পরিষ্কার কর, كَمَا نَقَّيْتَ - যেভাবে তুমি পরিষ্কার কর, الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ - শুভ্র কাপড়, مِنَ الدَّنَسِ - ময়লা হতে, وَاَبْدِلْهُ

خَيْـرًا مِنْ - دَارًا - আর পরিবর্তন কর তার গৃহকে, خَيْـرًا مِنْ

دَارِهِ - তার বাসগৃহ হতে উত্তম, وَأَهْـلاً - এবং

পরিজন যা, خَيْـرًا - উত্তম, مِنْ أَهْلِـهِ - তার স্বীয়

পরিজন হতে, وَزَوْجًا - এবং এমন সঙ্গী যা, خَيْـرًا

- উত্তম, مِـنْ زَوْجِـهِ - তার স্বীয় সঙ্গী হতে,

وَأَدْخِلْـهُ الْـجَنَّـةَ - আর তাকে প্রবেশ করে দাও

জান্নাতে, وَأَعِـذْهُ - আর তাকে পরিত্রাণ কর, مِـنْ

مِنْ عَـذَابِ الْقَـبْـرِ - কবরের আযাব হতে, عَـذَابِ

النَّـارِ - এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে।

اَللّٰـهُـمَّ اغْـفِـرْ لِـحَـيِّـنَـا، وَمَـيِّـتِـنَـا

وَشَـاهِـدِنَـا، وَغَـائِـبِـنَـا، وَصَـغِـيْـرِنَـا

وَكَـبِـيْـرِنَـا، وَذَكَـرِنَـا وَأُنْـثَـانَـا، اَللّٰـهُـمَّ مَـنْ

أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলি হাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগিরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহয়্যায়তাহু মিন্না ফাআহয়্যেহি আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফফায়তাহু মিন্না ফাতাআফফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু অলা-তুযিল্লানা বাদাহু।

১৫৫. 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও

নারীদেরকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখ, আর যাদেরকে মৃত্যু দান কর তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার সাওয়াব হতে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট কর না। (সহীহ আবু দাউদ হা: ৩২০১; আহমাদ- ২/৩৬৮, আহমদ-২/৩৬৮, সহীহ ইবনে মাজাহ- ১/২৫১)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, اغْفِرْ - তুমি মাফ কর, لِحَيِّنَا - আমাদের মধ্যে যারা জীবিত, وَمَيِّتِنَا - এবং যারা আমাদের মধ্যে মৃত্যু হয়ে গেছে তাদের, وَشَاهِدِنَا - উপস্থিত ব্যক্তিদের, وَغَائِبِنَا - এবং যারা অনুপস্থিত, وَصَغِيْرِنَا - আর যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক (ছোট), وَكَبِيْرِنَا - এবং আমাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ

(বড়), وَذَكَرِنَا - এবং আমাদের মধ্যে যারা পুরুষে তাদের, وَاُنْثَانَا - এবং আমাদের মধ্যে যারা নারী তাদের, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, مَنْ مِنَّا - যাদেরকে তুমি জীবিত রাখবে, اَحْيَيْتَهُ - আমাদের মাঝে, فَاَحْيِهِ - তাকে জীবিত রাখ, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ - ইসলামের ওপর, عَلَى الْاِسْلَامِ مِنَّا - আর যাদেরকে আমাদের মাঝে মৃত্যু দান করবে, فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ - তাহলে তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, لَا تَحْرِمْنَا . - তুমি বঞ্চিত করবেন না, اَجْرَهُ - তার বিনিময় পাওয়া থেকে, وَلَا تُضِلَّنَا - আর তুমি আমাদের ভ্রষ্ট করবে না, بَعْدَهُ - তার পরবর্তীতে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনা ফুলানা ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়ারিকা ফাকিহ্ মিন ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আযাবিন-নার ওয়া আনতা আহলুল ওফায়ি ওয়াল-হাক্কি ফাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

১৫৬. হে আল্লাহ! উমুকের পুত্র উমুক তোমার যিম্মায়, তোমার প্রতিবেশীত্বে তথা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে। সুতরাং তুমি তাকে কবরের ফিৎনা

এবং জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও, তুমিই তো অঙ্গীকার পূর্ণকারী এবং প্রকৃত সত্যের অধিকারী। সুতরাং তুমি তাকে ক্ষমা কর, এবং তার ওপর রহম কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

(ইবনে মাজাহ-১/২৫১, আবু দাউদ-৩/২১১)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ - নিশ্চয় (ব্যক্তির নাম ও পিতার নাম) সে, فِيْ ذِمَّتِكَ - তোমার আশ্রয়ে, وَحَبْلِ جِوَارِكَ - তোমার প্রতিবেশিত্বের আয়ত্বে বা দায়িত্বে, فَقِهِ - সুতরাং তাকে রক্ষা কর, مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ - কবরের ফিৎনা হতে, وَعَذَابِ النَّارِ - আর জাহান্নামের শাস্তি হতে, وَأَنْتَ - আর তুমি أَهْلُ الْوَفَاءِ - অঙ্গিকার পূর্ণকারী, وَالْحَقِّ - এবং সত্যের অধিকারী, فَاغْفِرْ لَهُ - সুতরাং তাকে

ক্ষমা কর, وَارْحَمْهُ - এবং তাকে ক্ষমা কর, اِنَّكَ - اَنْتَ - নিশ্চয় তুমি, الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ اَمَتِكَ احْتَاجَ اِلٰى رَحْمَتِكَ، وَاَنْتَ غَنِىٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِىْ حَسَنَاتِهِ، وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আবদুকা ওয়াবনু আমাতিকাহতাজা ইলা রাহমাতিকা, ওয়া আনতা গানিয়্যুন 'আন আযাবিহি ইন কানা মুহসিনান ফাযিদ ফীহাসানাতিহি ওয়াইন কানা মুসিআন ফাতাজাওয়ায আনহু।

১৫৭. হে আল্লাহ! তোমার এক বান্দা এবং তোমার এক বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী, আর তুমি তাকে শাস্তি দেয়া হতে অমুখাপেক্ষী। যদি সে সৎ লোক হয় তবে তার নেকী আরো বৃদ্ধি করে দাও, আর যদি পাপিষ্ট হয় তবে তার পাপ কাজ এড়িয়ে যাও।' (হাকেম, ইমাম যাহাবী একে সহীহ বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন– ১/৩৫৯; জাহাবী-১/৪৫৯, আল-বানী, পৃ. ১২৫)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, عَبْدُكَ - তোমার বান্দাহ, وَابْنُ اَمَتِكَ - এবং তোমার দাসীর পুত্র, اِحْتَاجَ - সে মুখাপেক্ষী, اِلَى رَحْمَتِكَ - তোমার রহমতের, وَاَنْتَ غَنِىٌّ - আর তুমি মুখাপেক্ষীহীন, عَنْ عَذَابِهِ - তার শাস্তি হতে, اِنْ كَانَ مُحْسِنًا - যদি সে নেক ও সৎকর্মপরায়ণ হয়, فَزِدْ فِىْ حَسَنَاتِهِ - তাহলে

তার নেক বৃদ্ধি করে দিন, وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا - আর যদি সে পাপী হয়, فَتَجَاوَزْ عَنْهُ - তাহলে তার ত্রুটিগুলো আপনি এড়িয়ে যান।

৫৬. জানাযার সালাতে 'ফারাত্বের' (অগ্রগামীর) জন্য দু'আ

১৫৮. মাগফিরাতের দু'আর পর বলা যায় :

اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيْعًا مُجَابًا، اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَاَعْظِمْ بِهِ اُجُوْرَهُمَا، وَاَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَاجْعَلْهُ فِىْ كَفَالَةِ اِبْرَاهِيْمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ

الْجَحِيْمِ، وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ، وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهَلِهٖ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَسْلاَفِنَا، وَاَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْاِيْمَانِ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আয়িযহু মিন আযাবিল কাবরি আল্লা-হুম্মাজআলহু ফারাতান ওয়া জুখরান লিওয়ালিদায়হি ওয়াশাফিয়ান মুজাবান আল্লা-হুম্মা সাক্কিলবিহি মাওয়াযিনাহুমা ওয়াআযিমবিহি উজূরাহুমা ওয়া আলহিকহু বিসালিহিল মুমিনীন ওয়াজআলহু ফী কাফালাতি ইবরাহীমা ওয়াকিহি বিরাহমাতিকা আযাবালজাহিম ওয়া আবদিলহু দারান খায়রান মিন দারিহি ওয়া আহলান খায়রান মিন আহলিহি আল্লা-হুম্মাগাফির লেআসলাফেনা ওয়া আফরাতেনা ওয়া মান সাবাকানা বিল ঈমান।

১৫৮. 'হে আল্লাহ! এই বাচ্চাকে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দাও। হে আল্লাহ! এই বাচ্চাকে তার পিতা-মাতার জন্য "ফারাত" (অগ্রবর্তী নেকী) ও "যুখর" (সযত্নে রক্ষিত সম্পদ) হিসেবে কবুল করো এবং তাকে এমন সুপারিশকারী বানাও যার সুপারিশ কবুল হয়। হে আল্লাহ! এই (বাচ্চার) দ্বারা তার পিতা-মাতার সাওয়াবের ওজন আরো ভারী করে দাও। আর এর দ্বারা তাদের নেকী আরো বৃদ্ধি করে দাও। আর একে নেককার মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও এবং ইবরাহীম (আ)-এর যিম্মায় রাখ। আর তোমার রহমতের দ্বারা জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও। তার এই বাসস্থান থেকে উত্তম বাসস্থান দান কর, এখানকার পরিবার-পরিজন থেকে উত্তম পরিবার দান কর। হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তী নারী-পুরুষ ও সন্তান সন্ততিদের ক্ষমা কর এবং যারা ঈমান সহকারে আমাদের পূর্বে চলে গেছেন,

তাদের ক্ষমা কর।' (মুয়াত্তা ইমাম মালিক- ১/২৮৮; মুসান্নাফ আবু শাইবাহ- ৩/২১৭; বাইহাকী- ৪/৯; বাগাবী- ৫/৩৫৭; আদদুরুসুল মুহিম্মা, পৃ. ১৫, আল-মুগনী-৩/৪১৬)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, أَعِذْهُ - তাকে আশ্রয় দাও مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - কবরের শাস্তি হতে, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اجْعَلْهُ - তাকে করে দাও, فَرَطًا وَذُخْرًا - সম্পদ ও পাথেয়, وَشَفِيعًا - তার পিতামাতার জন্য, لِوَالِدَيْهِ - এবং গ্রহণীয় সুপারিশকারী হিসেবে, مُجَابًا - اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, ثَقِّلْ بِهِ - তার মাধ্যমে ভারী করে দাও, مَوَازِيْنَهُمَا - তাদের দুজনের (নেকীর পাল্লা) ওজন, وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا - তাদের বিনিময় দেয়ায় ক্ষেত্রে ঐ সন্তানকে সর্বাধিক মর্যাদাবান হিসেবে, وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ

الْمُؤْمِنِيْنَ - আর তাকে নেক মুমিন বান্দাদের সাথে শামিল কর, وَاجْعَلْهُ - আর তাকে করে দাও, فِىْ كَفَالَةِ اِبْرَاهِيْمَ - ইব্রাহিমের জিম্মায়, وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ - তোমার দয়ার মাধ্যমে তাকে বাঁচিয়ে দাও, عَذَابَ الْجَحِيْمِ - জাহান্নামের আযাব থেকে, وَاَبْدِلْهُ دَارًا - তাকে দান কর এমন ঘর, خَيْرًا مِنْ دَارِهِ - যা তার ঘরের থেকে উত্তম হবে, وَاَهْلاً - এবং এমন পরিবারবর্গ, خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ - তার পরিবারবর্গের থেকে ভালো, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اغْفِرْ - তুমি ক্ষমা কর, لِاَسْلَافِنَا - আমাদের পূর্ববর্তীদের, وَاَفْرَاطِنَا - যারা পরে আসবে তাদের, وَمَنْ سَبَقَنَا - যারা অতিবাহিত হয়েছেন, بِالْاِيْمَانِ - ঈমানের সাথে।

১৫৯. হাসান (রা) বাচ্চার (জানাযায়) সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا ، وَسَلَفًا ، وَاَجْرًا ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারাতান ওয়াসালাফান ওয়া আজরান।

অর্থ : হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং সাওয়াবের উসীলা বানাও।'

(ইমাম বাগাবী– শারহে সুন্নাহ-৫/৩৫৭; আ. রাজ্জাক হা. ৬৫৮৮: বুখারী, কিতাবুল জানায়েয অধ্যায়– ৬৫ (২/১১৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! তাকে কর আমাদের জন্য, فَرَطًا - পাথেয়, وَسَلَفًا - এবং অগ্রবর্তী সাওয়াবের উসিলা, وَاَجْرًا - এবং বিনিময়ের কারণ ।

৫৭. শোকার্তাবস্থায় দু'আ

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، ... فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

উচ্চারণ : ইন্নালিল্লাহি মাআখাজা ওয়ালাহু মাআ'তা ওয়াকুল্লু শায়য়িন 'ইনদাহু বিআজালিম মুসাম্মা.. ফালতাসবির ওয়ালতাহতাসিব।

১৬০. নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহর নিকট পুরস্কারের প্রত্যাশা করা উচিত।'

(বুখারী-২/৮০, মুসলিম-২/৬৩৬)

শব্দার্থ : إِنَّ لِلّٰهِ - নিশ্চয় আল্লাহ, وَلَهُ مَا أَعْطَى - যা গ্রহণ করেছেন তার মালিক তিনি, مَا أَخَذَ - আর যা তিনি দিয়েছেন তার মালিকও তিনি وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ - তার নিকট রয়েছে প্রতিটি বস্তুর, بِأَجَلٍ مُسَمًّى - নির্ধারিত সময়, فَلْتَصْبِرْ - সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, وَلْتَحْتَسِبْ - এবং এটাকে সাওয়াবের কারণ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

أَعْظَمَ اللّٰهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ.

উচ্চারণ : আযামাল্লাহু আজরাকা ওয়াআহসানা আযাআকা ওয়াগাফারা লেমাইয়্যেতেকা।

অর্থ : "আল্লাহ তোমাকে অনেক বড় সাওয়াব দান করুন এবং তোমার ধৈর্য শক্তিকে আরো উত্তম করুন। আর তোমার মৃত ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করুন।' (ইমাম নববী প্রণীত কিতাবুল আযকার– ১২৬)

শব্দার্থ : اَللّٰهُ । اَعْظَمَ - আল্লাহ ব্যাপক করে দিন, اَجْرَكَ - তোমার বিনিময়, وَاَحْسَنَ عَزَاءَكَ - তোমার ধৈর্য্যশক্তি আরো উত্তম ও বাড়িয়ে দিক, وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ - আর তোমার মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।

৫৮. কবরে লাশ রাখার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা সুন্নাতে রাসূলিল্লাহি।

১৬১. '(আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে এবং রাসূল ﷺ-এর আদর্শের উপর রাখছি।'

(আবু দাউদ-৩/৩১৪, সানাদ সহীহ)

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ - আল্লাহর নামে, وَعَلٰى - এবং সুন্নাতের ওপর, سُنَّةِ - رَسُوْلِ اللّٰهِ - আল্লাহর রাসূলের।

৫৯. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লাহু আল্লা-হুম্মা সাব্বিতহু।

১৬২. হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর, তাকে সুদৃঢ় রাখ কালেমার ওপর।

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اغْفِرْلَهُ - তুমি তাকে ক্ষমা কর, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, ثَبِّتْهُ - তাকে স্থির রাখ।

'নবী করীম ﷺ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন তোমরা

তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তার জন্য সঠিক জওয়াবের সামর্থ্য প্রার্থনা কর কেননা, এখন সে জিজ্ঞাসিত হবে।' (আবু দাউদ-৩/৩১৫, হাকেম)

৬০. কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ (وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ) اَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকুম আহলাদদিয়ারে মিনাল মুমিনীনা ওয়ালমুসলিমিনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুনা ওয়াইয়ারহামুল্লাহুল

মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতাখিরীনা আসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়া।

১৬৩. হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।' (মুসলিম-২/৬৭১, ইবনে মাজাহ- ১/৪৯৪; বন্ধনীর শব্দগুলো আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। মিশকাত তাহকীক আলবানী হাদীস-১৭৬৪)

শব্দার্থ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ - আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, اَهْلَ الدِّيَارِ - ঘর (কবরের) অধিবাসী, مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ - মুমীন ও মুসলমানগণ, وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ - আর আমরাও ইনশাআল্লাহ, بِكُمْ لَاحِقُوْنَ -

তোমাদের সাথে মিলিত হব, وَيَرْحَمُ اللّٰهُ - আর আল্লাহ রহমত করুন, الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا - যারা আমাদের পূর্ববর্তী তাদের, وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ - আর যারা পরবর্তী তাদের, اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ - আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের ও আমাদের জন্য প্রার্থনা করি, الْعَافِيَةَ - ক্ষমা বা নিরাপত্তা ।

৬১. ঝড় তুফানে যে দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাহা ওয়াআউযুবিকা মিন শাররিহা ।

১৬৪. হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এর অনিষ্ট হতে।' (আবু দাউদ-৪/৩২৬, ইবনে মাজাহ-২/১২২৮; সহীহ্ ইবনে মাজাহ- ২/৩০৫)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ اَسْاَلُكَ - নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, خَيْرَهَا - এর কল্যাণ, وَاَعُوْذُبِكَ - আর তোমার নিকট আশ্রয় চাই, مِنْ شَرِّهَا - এর অকল্যাণ হতে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَمَا فِيْهَا، وَخَيْرَمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রামা-ফিহা ওয়া খায়রামা উরসিলাত বিহী ওয়াআ'উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা ফীহা ওয়াশাররিমা উরসিলাত বিহী।

১৬৫. হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই, আর সেই কল্যাণ যা এর সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এর অনিষ্ট হতে, আর এর ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হতে এবং যে ক্ষতি এর সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে।' (বুখারী-৪/৭৬, মুসলিম-২/৬১৬; মিশকাত তাহকীক আলবানী হাদীস-১৫১৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, اِنِّيْ اَسْاَلُكَ - নিশ্চয় আমি প্রার্থনা করছি তোমার নিকট, خَيْرَهَا- এর মঙ্গল, خَيْرَمَا فِيْهَا - এবং এতে যে মঙ্গল রয়েছে, وَخَيْرَمَا اُرْسِلَتْ بِهِ -

এবং সে মঙ্গল যা এ মাধ্যমে তুমি প্রেরণ করেছ, وَأَعُوْذُ بِكَ - আর আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট, مِنْ شَرِّهَا - এর অনিষ্ট থেকে, وَشَرِّ مَا فِيْهَا - এবং সে অনিষ্ট হতে যা রয়েছে সেখানে, وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ - এবং সে অনিষ্ট হতে যা সহ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬২. মেঘের গর্জনে পঠিতব্য দু'আ

১৬৬. 'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন কথা বলা বন্ধ করে দিতেন এবং কুরআন মাজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ ـ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়ালমালাইকাতু মিন খীফাতিহি।

অর্থ : "পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা-যার পবিত্রতার মহিমা বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসার সাথে মেঘের গর্জন এবং ফেরেশতাগণও তাঁর মহিমা বর্ণনা করে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে।' (মুয়াত্তা-২/৯৯২; মিশকাত তাহকীক আলবানী হাদীস ১৫২২; আলবানী সানাদটিকে সহীহ ও মাওকুফ বলেছেন)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ - পবিত্র, الَّذِىْ - ঐ সত্তা যার, يُسَبِّحُ الرَّعْدُ - পবিত্রতা বর্ণনা করে মেঘের গর্জন, بِحَمْدِهِ - তাঁর প্রশংসার মাধ্যমে, وَالْمَلَائِكَةُ - আর ফেরেশতাগণ, مِنْ خِيْفَتِهِ - তার ভয়ে ভীত হয়ে ।

৬৩. বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আসমূহ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাসকেনা গায়সান মুগীসান মারীয়ান মারি'য়ান নাফেয়ান গায়রা যাররিন আজিলান গায়রা আজিলিন।

১৬৭. হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান কর যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকারক নয়, শীঘ্রই আগমনকারী; বিলম্বকারী নয়।' (আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ, হাদীস ১১৬৯, মালিক; মিশকাত তাহকীক আলবানী হাদীস ১৫০৭)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اسْقِنَا غَيْثًا - আমাদেরকে মেঘের মাধ্যমে পানি দাও, مُغِيْثًا

- সুপেয়, مَرِيْئًا مَرِيْعًا - যা ফসল উৎপাদনকারী, نَافِعًا - উপকারী, غَيْرَ ضَارٍّ - ক্ষতিকারক নয়, عَاجِلاً - শীঘ্রই আগমনকারী, غَيْرَ اٰجِلٍ - বিলম্বিত নয়।

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আগিসনা আল্লা-হুম্মা আগিসনা আল্লা-হুম্মা আগিসনা।

১৬৮. হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও।' (বুখারী-১/২২৪, বুখারী আল-মাদানী প্র. হা. ১০২৯; মুসলিম-২/৬১৩)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, اَغِثْنَا - তুমি আমাদের বৃষ্টির পানি দাও। (৩বার)

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাসকি ইবাদাকা ওয়াবাহায়িমাকা ওয়ানশুর রাহমাতাকা ওয়াআহয়ি বালাদাকাল মাইয়্যেতা।

১৬৯. হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে পানি পান করাও, তোমার রহমত দ্বারা পরিচালনা কর, আর তোমার মৃত শহরকে সজীবিত কর। (সহীহ আবু দাউদ-১১৭৬, আযকারে নববী, পৃ. ১৫০; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মিশকাত আলবানী হাদীস ১৫০৬)

শব্দার্থ : اَللَّهُمَّ - হে আল্লাহ!, اِسْقِ - তুমি পানি পান করাও, عِبَادَكَ - তোমার বান্দাদেরকে, وَبَهَائِمَكَ - তোমার চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে, وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ - তোমার রহমত

প্রসার কর বা দান কর, وَاَحْيِ - আর জীবিত কর, بَلَدَكَ الْمَيِّتَ - মৃত শহরকে।

৬৪. বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা সায়্যিবান নাফিআন।

১৭০. 'হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।' (বুখারী, ফাতহুল বারী– ২/৫১৮)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, صَيِّبًا - মুষলধারায়, نَافِعًا - উপকারী বৃষ্টি দাও।

৬৫. বৃষ্টি বর্ষণের পর দু'আ

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ .

উচ্চারণ : মুতিরনা বিফাযলিল্লাহে ওয়ারাহমাতিহি।

১৭১. আল্লাহর ফযল ও রহমতে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। (বুখারী-১/২০৫, মুসলিম-১/৮৩)

শব্দার্থ : مُطِرْنَا - আমাদেরকে বৃষ্টিপাত করা হয়েছে, بِفَضْلِ - আল্লাহর অনুগ্রহে, وَرَحْمَتِهِ - এবং তাঁর রহমতে।

৬৬. বৃষ্টি বন্ধের দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা হাওয়ালায়না অলা'আলাইনা আল্লা-হুম্মা আলাল-আকামে অযযারাবে ওয়াবুতুনিল আওদিয়াতে ওয়ামানাবেতিশ শাজারে।

১৭২. 'হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ কর, আমাদের ওপর নয়। হে আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর।' (বুখারী-১/২২৪, মুসলিম-২/৬১৪)

৬৭. নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضٰى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবারু আল্লা-হুম্মা আহহিল্লাহু আলায়না বিল আমনি ওয়ালঈমানী ওয়াসসালামাতে ওয়াল ইসলামের ওয়াততাওফিকে লিমা তুহিব্বু রাব্বানা ওয়া তারযা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

১৭৫. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি ভালোবাস, আর যাতে তুমি সন্তুষ্টি হও, সেটাই আমাদের তাওফীক দাও। আল্লাহ্ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু।' (তিরমিযী-৫/৫০৪, দারেমী-১/৩৩৬; সহীহ আত্-তিরমিযী হাদীস ৩৪৫১)

শব্দার্থ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ - আল্লাহ মহান, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اَهِلَّهُ عَلَيْنَا - এ নব চাঁদ যা আমাদের উপর দিয়েছ, بِالْاَمْنِ - নিরাপত্তা দ্বারা, وَالْاِيْمَانِ - এবং ঈমানের সাথে, وَالسَّلَامَةِ - শান্তির সাথে, وَالْاِسْلَامِ - এবং ইসলামের, وَالتَّوْفِيْقِ - এবং তাওফিক দাও, لِمَا تُحِبُّ - যা তুমি ভালোবাসেন, رَبُّنَا - হে আমাদের প্রভু,

- رَبُّنَا - আমাদের প্রভু, وَرَبُّكَ - এবং তোমার প্রভু (চাঁদের), اللّٰهُ। - আল্লাহ। وَتَرْضَى - এবং যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও

৬৮. ইফতারের সময় দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

উচ্চারণ : যাহাবাযযামাউ অবতাল্লাতিল উরুকু ওয়াসাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহু।

১৭৪. 'পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, রগগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।'

(আবু দাউদ-২/৩০৬, সহীহ জামে-৪/২০৯; আবু দাউদ; সনদ হাসান– মিশকাত হাদীস-১৯৯৩)

শব্দার্থ : ذَهَبَ - চলে গেল, الظَّمَأُ - পিপাসা, وَابْتَلَّتِ - এবং সিক্ত হলো, الْعُرُوْقُ - রগগুলো, وَثَبَتَ - এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, الْاَجْرُ - সওয়াব বা বিনিময়, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ - যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।

১৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সায়েমের জন্য ইফতারের সময় দু'আ কবুল হওয়ার একটা সময় রয়েছে যা ফেরত দেয়া হয় না। ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে শুনেছি, তিনি ইফতারের সময় বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ اَنْ تَغْفِرَلِىْ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিরাহমাতিকাল্লাতি অসিয়াত কুল্লা শায়য়্যিন আনতাগফিরালি।

১৭৬. 'হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে তার দ্বারা প্রার্থনা জানাই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

(ইবনে মাজাহ-১/৫৫৭, শরহে আযকার-৪/৩৪২)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ اَسْاَلُكَ - আমি তোমার নকট প্রার্থনা করছি, بِرَحْمَتِكَ - তোমার রহমতের দ্বারা, الَّتِىْ وَسِعَتْ - যা প্রশস্ত, كُلَّ شَىْءٍ - সকল বিষয়, اَنْ تَغْفِرَلِىْ - যে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

৬৯. খাওয়ার পূর্বে দু'আ

১৭৭. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ আহার করে তখন সে যেন বলে–

بِسْمِ اللّٰهِ، - "বিসমিল্লাহ"

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ - আল্লাহর নামে।

আর প্রথমে বলতে ভুলে গেলে বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ فِى اَوَّلِهِ وَاٰخِرِهِ ـ

উচ্চারণ : "বিসমিল্লাহি ফি আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি"। (সহীহ আবু দাউদ হাদীস ৩৭৬৭)

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ – আল্লাহর নামে, فِى اَوَّلِهِ - এর প্রথমে, وَاٰخِرِهِ - এবং তার শেষে।

১৭৮. নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ যাকে আহার করালেন সে যেন বলে−

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বারিকলানা ফিহি ওয়াআতয়িমনা খাইরাম মিনহু।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার সুব্যবস্থা করে দাও।'

(হাসান সহীহ আত্-তিরমিযী হাদীস ৩৪৫৫)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, بَارِكْ لَنَا - তুমি আমাদেরকে বরকত দান কর, فِيْهِ - এতে, وَاَطْعِمْنَا - এবং আমাদেরকে খাদ্য দান কর, خَيْرًا مِنْهُ - এর মধ্যে যা উত্তম।

আর আল্লাহ্ যাকে দুধ পান করালেন সে যেন বলে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বারিকলানা ফিহি ওয়াযিদনা মিনহু।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দান কর এবং তা আরো বেশি করে দাও।' (তিরমিযী-৫/৫০৬; আত্-তিরমিযী হাদীস নং ৩৪৫৫; সহীহ আবু দাউদ হাদীস নং ৩৭৩০)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, بَارِكْ لَنَا - আমাদের বরকত দান কর, فِيْهِ এতে, وَزِدْنَا - আর বৃদ্ধি কর, مِنْهُ - এতে যা রয়েছে।

৭০. খাওয়ার পরে দু‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا، وَرَزَقَنِيْهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতয়ামানা হাযা ওয়ারাযাকানিহি মিন গায়রে হাওলিন মিন্নী অলা কুওয়াতিন।

১৭৯. সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং ইহার সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে উপায়-উদ্যোগ, ছিল না কোনো শক্তি সামর্থ্য।’ (আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ- হাসান হাদীস ৩২৮৫; সহীহ আত্-তিরমিযী হাদীস ৩৪৫৮)

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - সকল প্রশংসা আল্লাহর, الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ - যিনি আমাদের আহার দান

করেছেন, هٰذَا - এ খাদ্য, وَرَزَقَنِيْهِ - এবং একে আমাদের রিযিক করেন, مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ - কোনো উদ্যোগ ছাড়া, مِنِّىْ - আমার পক্ষ হতে, وَلاَ قُوَّةٍ - এবং কোনো শক্তি সামর্থ্য।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا .

উচ্চারণ : আলহামদু-লিল্লাহি হামদান কাসিরান তায়্যেবান মুবারাকান ফিহি গায়রা মাকফিয়্যিন অলামুয়াদ্দায়িন অলামুসতাগনান আনহু রাব্বানা।

১৮০. পূত পবিত্র, বরকতময় অসংখ্য প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, হে আমাদের প্রতিপালক! যে খাদ্য হতে নির্লিপ্ত হতে পারব না, তা কখনও

চিরতরে বিদায় দিতে পারব না, আর তা হতে অমুখাপেক্ষীও না।' (বুখারী- ৬/২১৪, সহীহ আত্-তিরমিযী হাদীস ৩৪৫৬; সহীহ আবু দাউদ হাদীস ৩৮৪৯; তিরমিযী-৫/৫০৭)

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ لِلّٰه - সকল প্রশংসা আল্লাহর, حَمْدًا كَثِيْرًا - অসংখ্য প্রশংসা, طَيِّبًا - পূতপবিত্র ও বরকতময়, مُبَارَكًا - فِيْهِ - এতে, غَيْرَ مَكْفِيٍّ - নির্দমনীয়, وَلَا مُوَدَّعٍ - আর তা ছাড়াও সম্ভব নয়, وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ - আর তা হতে অমুখাপেক্ষীও না, رَبَّنَا - হে আমাদের প্রভু!

৭১. মেজবানের জন্য মেহমানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম; ফীমা রাযাক্বতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ার হামহুম।

১৮১. হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছ তাতে তাদের জন্য বরকত প্রদান কর, তাদের গুনাহ মাফ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর।' (মুসলিম-৩/১৬১৫; সহীহ আবু দাউদ হাদীস নং ৩৭২৯; সহীহ আত্-তিরমিযী হাদীস নং ৩৫৭৬)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, بَارِكْ - বরকত দান কর, لَهُمْ - তাদেরকে, فِيْمَا - এতে, رَزَقْتَهُمْ - তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছে, وَاغْفِرْ لَهُمْ - এবং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, وَارْحَمْهُمْ - এবং তাদের ওপর রহমত নাযিল কর।

৭২. পানাহারকারীর জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আত্ব'ঈম্মান 'আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী।

১৮২. 'হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।'

(মুসলিম-৩/১৬২৬; সহীহ আহমাদ হাদীস ২৩, ৮০৯)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اَطْعِمْ - তুমি আহার করিয়ে দাও, مَنْ اَطْعَمَنِىْ - যে আমাকে আহার করাল, وَاسْقِ - এবং তৃপ্ত কর, مَنْ سَقَانِىْ -যে আমাকে তৃপ্ত করাল।

৭৩. গৃহে ইফতারের দু'আ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوْنَ، وَاَكَلَ طَعَامَكُمْ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

উচ্চারণ : আফত্বারা 'ইনদাকুমুস স-ইমূনা, ওয়া 'আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-রু, ওয়া সাল্লাত 'আলাইকুমুল মালা-'ইকাতু।

১৮৩. 'তোমাদের সাথে ইফতার করল সায়েমগণ, তোমাদের আহার গ্রহণ করল সৎলোকগণ এবং তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করল ফেরেশতাগণ।' (আবূ দাউদ-৩/৩৬৭; ইবনে মাজাহ– ১/৫৫৬; নাসাঈ হাদীস ২৯৬-২৯৮; সহীহ আবু দাউদ- ২/৭৩০)

শব্দার্থ : اَفْطَرَ - ইফতার করাল, عِنْدَكُمْ - তোমাদের নিকট, الصَّائِمُوْنَ - রোযাদারগণ,

وَأَكَلَ - এবং খাদ্য গ্রহণ করাল, طَعَامَكُمْ - তোমাদের খাবার, الْأَبْرَارُ - নেককারগণ, وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ - আর তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করল, الْمَلَائِكَةُ - ফেরেশতাগণ।

;

৭৪. রোজাদার ব্যক্তির নিকট খাদ্য উপস্থিত হলে পড়বে

১৮৪. 'নবী করীম ﷺ বলেন : 'তোমাদের কাউকে যখন দাওয়াত দেয়া হয় তখন সে যেন ঐ ডাকে সাড়া দেয়। সে যদি সিয়ামরত অবস্থায় থাকে তাহলে সে যেন দু'আ করে দেয় (দাওয়াতদাতার জন্য) আর সে অবস্থায় না থাকলে পানাহার করবে।' (মুসলিম-২/১০৫৪,বুখারী-৪/১০৩)

৭৫. রোযাদারকে গালি দিলে সে যা বলবে

إِنِّيْ صَائِمٌ، إِنِّيْ صَائِمٌ .

উচ্চারণ : ইন্নী সা-ইমুন, ইন্নী সা-ইমুন।

১৮৫. আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

শব্দার্থ : إِنِّيْ - নিশ্চয়ই আমি, صَائِمٌ - রোযাদার, إِنِّيْ - নিশ্চয়ই আমি, صَائِمٌ - রোযাদার।

৭৬. ফলের কলি দেখার পর পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিকলানা ফী সামারিনা, ওয়াবা-রিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়াবা-রিকলানা ফী সা-ইনা, ওয়া বা রিক লানা ফী মুদ্দিনা।

১৮৬. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলসমূহে বরকত দান কর। বরকত দাও তুমি আমাদের শহরে, বরকত দাও আমাদের পরিমাপ-সামগ্রী 'সা'-এ, ('সা' বলা হয় প্রায় পৌনে তিন সের ওজনের পাত্রকে) আর বরকত দাও আমাদের 'মুদ্দে'-এ।' ('মুদ' বলা হয় প্রায় আধা সের ওজনের পাত্রকে)। (মুসলিম-২/১০০০)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, بَارِكْ لَنَا - আমাদের বরকত দান কর, فِىْ ثَمَرِنَا - আমাদের ফলমূলে, وَبَارِكْ لَنَا - আর বরকত দান কর, مَدِيْنَتِنَا - আমাদের শহরে, وَبَارِكْ

فِىْ - আর বরকত দান কর আমাদের, لَنَا
وَبَارِكْ - আমাদের মাপার সামগ্রীতে, صَاعِنَا
فِىْ - আর আমাদের বরকত দান কর, لَنَا
مُدِّنَا - আমাদের ওজন করার সামগ্রীতে।

৭৭. হাঁচি আসলে যা বলতে হয়

১৮৭. নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে "আল-হামদু লিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলবে, তখন প্রতিটি মুসলমান যে তা শুনবে তার ওপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা (আল্লাহ আপনার ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।) যখন সে তার জন্য বলবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" তখন সে (হাঁচিদাতা) তার উত্তরে যেন বলে–

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওইউসলিহু লাকুম।

'আল্লাহ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা উত্তম করুন।' (বুখারী-৭/১২৫; আত্‌-তিরমিযী হাদীস ২৭৪১)

শব্দার্থ : يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ - আল্লাহ আপনাদের পথ প্রদর্শন করুন, وَيُصْلِحُ - এবং সুন্দর করুন, بَالَكُمْ - তোমার অবস্থা।

৭৮. কাফের ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল-হামদুল্লিাহ বললে তার জবাব

يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

উচ্চারণ : ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইয়ুসলিহু বা-লাকুম।

১৮৮. 'আল্লাহ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভালো করুন।' (তিরমিযী ৫/৮২, আহমদ-৪/৪০০; ৪/৩০৮; সহীহ তিরমিযী-২/৩৫৪)

৭৯. বিবাহিতদের জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ۔

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়াবা-রাকা 'আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইরিন।

১৮৯. 'আল্লাহ তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুন, আর তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে কল্যাণমূলক কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ও মিল মহব্বতের সাথে জীবন-যাপনের সামর্থ্য প্রদান করুন।'

(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী-১০৯১)

শব্দার্থ : بَارَكَ اللّٰهُ - আল্লাহ বরকত দান করুন, لَكَ - আপনাকে, وَبَارَكَ عَلَيْكَ - এবং আপনার ওপর বরকত নাযিল করুন, وَجَمَعَ -

আর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করুন, بَيْنَكُمَا - তোমাদের সাথে, فِيْ خَيْرٍ - উত্তম ও কল্যাণকর বিষয়ে।

৮০. বিবাহিত ব্যক্তির নিজের জন্য দু'আ

১৯০. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো নারীকে বিবাহ করে (তার সাথে প্রথম মিলনের প্রারম্ভে) অথবা যখন দাস ক্রয় করে তখন সে যেন এই দু'আ পাঠ করে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاِذَا اشْتَرٰى بَعِيْرًا فَلْيَاخُذْ لِذَرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জাবালতাহা 'আলাইহি' ওয়া ইযাশতারা বা'ঈরান ফালইয়া'খুয বিযারওয়াতি সানামিহী ওয়ালইয়াকুল মিসলা যা-লিকা।

অর্থ : 'তোমার নিকট এর কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং প্রার্থনা জানাই তার কল্যাণময় স্বভাবের, যার ওপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং তার আদিম প্রবৃত্তির অকল্যাণ হতে যার ওপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর যখন কোনো উট ক্রয় করবে তখন তার কুঁজ ধরে অনুরূপ (দোয়া) বলবে।' (আবূ দাউদ-২/২৪৮, ইবনে মাজাহ-১৯১৮)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ اَسْاَلُكَ - নিশ্চয় আমি প্রার্থনা করছি তোমার নিকট,

خَيْرَهَا - এর যে মঙ্গল রয়েছে, وَخَيْرَ - এবং সে মঙ্গল, مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ - যাতে তাকে সৃষ্টি করেছেন, وَأَعُوْذُبِكَ - আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, مِنْ شَرِّهَا - এর অকল্যাণ হতে, شَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ - এবং সে অমঙ্গল হতে যাতে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ।

৮১. স্ত্রীসহবাসের পূর্বের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বা-না মা-রাযাক্বতানা।

১৯১. আল্লাহর নামে (আমরা মিলন করছি), হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট থেকে শয়তানকে

দূরে রাখ, আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তা হতেও শয়তানকে দূরে রাখ। (মুসলিম-২/১০২৮: বুখারী- আল-মাদানী প্রকাশনী হাদীস নং ৬৩৮৮: মুসলিম-ইসলামিক সেন্টার হাদীস নং ৩৩৯৭)

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ - আল্লাহর নামে আমরা শুরু করলাম, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, جَنِّبْنَا - আমাদের থেকে দূরে রাখ, الشَّيْطَانَ - শয়তানকে, وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ - এবং শয়তানকে দূরে রাখ, مَا رَزَقْتَنَا - ঐ বস্তু হতে যা তুমি আমাদের দান করেছ।

৮২. ক্রোধ দমনের দু'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

উচ্চারণ : আউ'যু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

১৯২. 'আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত অভিশপ্ত শয়তান থেকে।'

(বুখারী-৭/৯৯,মুসলিম-৪/২০১৫; আল-আযকার-নাববী ২৬৭)

শব্দার্থ: أَعُوْذُ بِاللّٰهِ - আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, مِنَ الشَّيْطَانِ শয়তান হতে, الرَّجِيْمِ - বিতাড়িত।

৮৩. বিপন্ন লোককে দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী

মিম্মাবতালা-কা বিহী ওয়া ফাযযালানী 'আলা কাসীরিন মিম্মান খালাক্বা তাফযীলান।

১৯৩. 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগৃহীত করেছেন।'

(তিরমিযী-৫/৪৯৪, ৪৯৩; সহীহ তিরমিযী- ৩/১৫৩)

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর, اَلَّذِيْ عَافَانِيْ - যিনি আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন, مِمَّا - সে বস্তু হতে, اِبْتَلَاكَ بِهِ - যা দ্বারা তুমি পরীক্ষিত বা নিপতিত হয়েছ, وَفَضَّلَنِيْ - এবং যিনি আমাকে প্রাধান্য দিয়েছে, عَلَى كَثِيْرٍ - অনেক বিষয়ে, مِمَّنْ خَلَقَ -

যাদের সৃষ্টি করেছেন, تَفْضِيْلًا - মর্যাদাবান করে।

৮৪. মজলিসে যে দু'আ পড়তে হয়

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ.

উচ্চারণ : রাব্বিগফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাউয়াবুল গাফূর।

১৯৪. আব্দুল্লাহ 'ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গণনা করে দেখা গেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-একই বৈঠকে দাঁড়ানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একশতবার এই দু'আ পড়তেন।

অর্থ : হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা কর,

আর আমার তওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল।' (তিরমিযী-৩/১৫৩, ইবনে মাজাহ-২/৩২১)

শব্দার্থ : رَبِّ اغْفِرْلِيْ - হে প্রভু ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, وَتُبْ عَلَيَّ - এবং আমার তওবা কবুল কর, اِنَّكَ اَنْتَ - নিশ্চয় তুমি, التَّوَّابُ - তাওবা কবুলকারী, الْغَفُوْرُ - ক্ষমাশীল।

৮৫. বৈঠকের কাফফারা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

উচ্চারণ : সুবহা-নাকাআল্লা-হুম্মা, ওয়াবিহামদিকা আশহাদুআ ল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

১৯৫. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো প্রভু নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি।' (আবূ দাউদ, নাসাঈ হা: ৩০৮, তিরমিযী-৩৪৩৩; , ইবনে মাজাহ; আহমাদ-৬/৭৭)

শব্দার্থ : سُبْحَانَكَ - তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, وَبِحَمْدِكَ - এবং প্রশংসা সকল তোমারই , اَشْهَدُ - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنْ لَا اِلٰهَ - যে কোনো ইলাহ নেই, اِلَّا اَنْتَ - তুমি ছাড়া, اَسْتَغْفِرُكَ - আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ - আর আমি তাওবা করছি তোমার নিকট।

যা দ্বারা বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়

১৯৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ যখন কোনো মজলিসে বসতেন বা কুরআন পাঠ করতেন অথবা কোন সালাত আদায় করতেন এসব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতেন উক্ত শব্দগুলো দ্বারা। আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কোন মজলিসে বসেন বা কুরআন তিলাওয়াত করেন অথবা কোন সালাত পড়েন, আমি আপনাকে দেখি এ সকলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এই শব্দগুলো পাঠ করে (এর কারণ কি?) তিনি বলেন : হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক কথা বলে তার সমাপ্তি হবে এই কল্যাণের ওপর। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণমূলক কথা বলবে এই শব্দগুলো তার জন্য কাফফারাস্বরূপ হবে–

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ

اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা ওয়া বিহামদিকা লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা। (আহমদ, নাসাঈ, মুসনাদ-৬/৭৭)

শব্দার্থ : سُبْحَانَكَ - আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, وَبِحَمْدِكَ - আর প্রশংসার আপনারই, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ - আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, اَسْتَغْفِرُكَ - আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আপনার নিকট, وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ - আর আপনার নিকট তাওবা করছি।

৮৬. যে বলে, 'আল্লাহ্ আপনার গুনাহ মাফ করুক' তার জন্য দু'আ

وَلَكَ – ওয়ালাকা : আপনার জন্যও।

১৯৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে আগমন করলে তাঁর খাবার হতে আহার করি। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকেও (মাফ করুন)।

(আহমদ-৫/৮২, নাসাঈ-২১৮ পৃষ্ঠা)

৮৭. যে তোমার প্রতি ভালো আচরণ করল তার জন্য দু'আ

১৯৮. 'যে কেউ কারো প্রতি সদাচরণ করবে, অতঃপর সে ঐ আচরণকারীকে বলবে–

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا – জাযা-কাল্লা-হু খাইরান।

অর্থ : "আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। "তাহলে সে তাকে কৃতজ্ঞতার পূর্ণমাত্রায় পৌঁছিয়ে দিল।" (তিরমিযী হাদীস নং ২০৩৫; সহীহ জামে-৬২৪৪; সহীহ তিরমিযী-২/২০০)

শব্দার্থ : جَـزَاكَ الـلّٰـهُ خَـيْـرًا - আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

৮৮. দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবার দোয়া

১৯৯. যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ্ করল তাকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে বাঁচানো হবে।

আর প্রতি সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর তার ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।'

(মুসলিম-১/৫৫৫; অপর রিওয়াতে সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াতের কথা বর্ণিত আছে–১/৫৫৬)

৮৯. যে বলে 'আমি আপনাকে আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে ভালোবাসি, তার জন্য দোয়া–

أَحَبَّكَ الَّذِيْ أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ .

উচ্চারণ : আহাব্বাকাল্লাযী আহবাবতানী লাহু।

২০০. 'আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসুন যার জন্য তুমি আমাকে ভালোবাস।'

(আবূ দাউদ-৪/৩৩৩; আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবু দাউদ-৩/৯৬৫)

৯০. যে কোন কার্য সম্পদ দানকারীর জন্য দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ .

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওমা-লিকা।

২০১. 'আল্লাহ তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন।' (বুখারী-ফতহুল বারী-৪/২৮৮)

শব্দার্থ : بَارَكَ - বরকত দান করুন, اللّٰهُ - আল্লাহ, لَكَ - তোমাকে, فِيْ - اَهْلِكَ তোমার পরিজনের ওপর, وَمَالِكَ - ও তোমার সম্পদে।

৯১. ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْاَدَاءُ.

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওয়ামা-লিকা ইন্নামা-জাযা-'উস সালাফিল হামদু ওয়াল আদা-উ।

২০২. 'আল্লাহ তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গের বরকত দান করুন। আর ঋণদানের বিনিময় হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং সময়মত নির্ধারিত বিষয় আদায় করা।' (নাসাঈ, পৃ-৩০০, ইবনে মাজাহ-২/৮০৯; সহীহ ইবনে মাজাহ- ২/৫৫)

শব্দার্থ : بَارَكَ اللّٰهُ - আল্লাহ বরকত দান করুন, لَكَ - তোমাকে, فِىْ اَهْلِكَ - তোমার পরিবারে, وَمَالِكَ - তোমার সম্পদে, اِنَّمَا - নিশ্চয়, جَزَاءُ - বিনিময়, السَّلَفِ - ঋণদাতার الْحَمْدُ, - প্রশংসা, الْاَدَاءُ - এবং পরিশোধ করা (যথা সময়ে)।

৯২. শিরক থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু, ওয়াআসতাগ ফিরুকা লিমা লা-'আলামু।

২০৩. 'হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' (আহমদ-৪/৪০৩, সহীহ আল জামে-৩/২৩৩; সহীহ আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব- ১/১৯)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ - নিশ্চয় আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট, اَنْ اُشْرِكَ بِكَ - যে, আমি তোমার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করব, وَاَنَا اَعْلَمُ - অথচ আমি জ্ঞাত, وَاَسْتَغْفِرُكَ - আর আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার নিকট, لِمَا لَا اَعْلَمُ - যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই।

৯৩. কেউ হাদিয়া বা সদকা দিলে তার জন্য দু'আ

২০৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর জন্য একটি ছাগী হাদিয়াস্বরূপ প্রেরিত হলে তিনি বলেন, তা (যবেহ করে) ভাগ-বণ্টন করে দাও (সে মতে তাই করা হলো) খাদেম বিতরণ করে ফিরে আসলে আয়েশা (রা) বললেন, তারা কি বলল? খাদেম জবাব দিল, তারা বলল : بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ "বারাকাল্লাহু ফী-কুম" (আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন) তখন আয়েশা (রা) বলতেন- وَفِيْهِمْ بَارَكَ اللّٰهُ "ওয়া ফী-হিম বারাকাল্লাহু" (আল্লাহ তাদেরকেও বরকত দান করুন।) তারা যেরূপ বলেছেন আমরাও তদ্রূপ তাদেরকেও উত্তর

দিলাম। অথচ আমাদের পুরস্কার (সাওয়াব)- আমাদের জন্য রয়ে গেল।' (ইবনে সুন্নী পৃঃ ১৩৮; হা: ২৭৮; আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম প্রণীত ওয়াবিল সাইয়্যিব পৃষ্ঠা-৩০৪)

৯৪. অশুভ লক্ষণ অপছন্দ হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ لاَ طَيْرَ اِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লা-ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুকা, ওয়ালা খাইরা ইল্লা খাইরুকা, ওয়া লা ইলা-হা গাইরুকা।

২০৫. "হে আল্লাহ! তুমি কিছু ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই আর তোমার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, তুমি ব্যতীত সত্য কোনো মাবুদ নেই।' (আহমদ-২/২২০, ইবনে সুন্নী হাদীস নং ২৯২; আলবানী (র) হাদীসটি সহহি বলেছেন। আহাদীসুস সহীহা- ৩/৫৪, হাদীস ১০৬৫)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, لَا طَيْرَ - কোনো ক্ষতি নেই, اِلَّا طَيْرُكَ - তোমার পক্ষ থেকে যদি না ক্ষতি হয়, وَلَا خَيْرَ - কোনো মঙ্গল নেই, اِلَّا خَيْرُكَ - তবে তোমার মঙ্গলই, وَلَا اِلٰهَ - আর নেই কোনো ইলাহ, غَيْرُكَ - তুমি বিহীন।

৯৫. পশু বা যানবাহনে আরোহণের সময় পঠিত দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ

اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল হামদু লিল্লা-হি, সুবহা-নাল্লাযী-সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন ক্বালিবূনা। আলহামদু লিল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।

২০৬. 'আমি আল্লাহর নামে আরোহণ করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি ইহাকে আমাদের জন্য বশীভূত করে

দিয়েছেন, যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রভু প্রতিপালকের দিকে।” তারপর তিনবার “আলহামদু লিল্লাহ” বলবে, অতঃপর তিনবার “আল্লাহু আকবার” বলবে, (অতঃপর বলবে)

হে আল্লাহ! তুমি পূত পবিত্র, আমি আমার সত্তার উপর অত্যাচার করেছি, কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তুমি ব্যতীত গুনাহ মাফ করার আর কেহই নেই।’ (আবূ দাউদ-৩/৩৪, তিরমিযী-৫/৫০১; সহীহ তিরমিযী– ৩/১৫৬; সূরা আয্-যুখরুফ– ১৩-১৪)

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ - আল্লাহর নামে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - প্রশংসা আল্লাহর, سُبْحَانَ الَّذِيْ - পবিত্র সে সত্তা যিনি, سَخَّرَ لَنَا - আমাদের জন্য আনুগত্যশীল করেছেন, هٰذَا - এটাকে, وَمَا كُنَّا

لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - আর আমরা তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম নই, وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا - আর আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি, لَمُنْقَلِبُوْنَ - অবশ্যই প্রত্যাবর্তনশীল । سُبْحَانَكَ - তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ ظَلَمْتُ - নিশ্চয় আমি জুলুম করেছি, نَفْسِىْ - আমার আত্মার ওপর, فَاغْفِرْ لِىْ - সুতরাং তুমি ক্ষমা করো আমাকে, فَاِنَّهٗ - কেননা নিশ্চয় তিনি, لَا يَغْفِرُ - ক্ষমা করবে না, الذُّنُوْبَ - পাপরাশী, اِلَّا اَنْتَ - তবে একমাত্র তুমি ।

৯৬. সফরের দু'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ،
سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا

لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهَلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَاَبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ -

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবারু, আল্লা-হু আকবারু, আল্লা-হু আকবার, 'সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা 'ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন-ক্বালিবূন।

আল্লা-হুম্মা ইন্না নাস'আলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বিররা ওয়াত তাকওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি, মা-তারদা, আল্লা-হুম্মা হাওওয়িন 'আলাইনা সাফারানা-হা-যা ওয়াত্বওয়ি 'আন্না-বু'দাহু, আল্লা-হুম্মা আনতাস সা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিলআহলি; আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'সা-ইস-সাফারি ওয়া কা'বাতিল মানযারি, ওয়া সূ-ইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহলি।

২০৭. তিনবার "আল্লাহ সবচেয়ে বড়" (তারপর এই দু'আ পড়তেন)

পুত-পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্য তাকে বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের নিকট।" হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই পুণ্য আর তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজসাধ্য করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী, আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার-পরিজনের তুমি (খলিফা) রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবারিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে

এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন হতে।

(মুসলিম ইসলামি. সেন্টার. হা. ৩১৩৯)

আর যখন নবী করীম ﷺ সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন নিম্নলিখিত দু'আটিও অতিরিক্ত পাঠ করতেন–

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ

উচ্চারণ : আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, 'আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূনা।

"আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।'

(মুসলিম-২/৯৯৮; সহীহ আবু দাউদ, হাদীস- ২৫৯৮-৯৯)

শব্দার্থ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ - আল্লাহ মহান (৩বার), سُبْحَانَ الَّذِى - পবিত্র সে সত্তা, سَخَّرَلَنَا هٰذَا

- আমাদের আনুগত্য করেছেন এটাকে, وَمَا كُنَّا
لَهُ مُقْرِنِيْنَ - আর আমরা একে বশিভূত করতে
সক্ষম ছিলাম না, وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا - আর আমরা
আমাদের প্রভুর প্রতি, لَمُنْقَلِبُوْنَ -
প্রত্যাবর্তনশীল, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنَّا
نَسْأَلُكَ - আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করছি,
اَلْبِرَّ - فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا - আমাদের এ ভ্রমণে,
وَمِنَ الْعَمَلِ - পূর্ণ্য আর তাকওয়া, وَالتَّقْوٰى -
مَاتَرْضٰى - আর যে আমলে তুমি সন্তুষ্ট,
هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا - হে আল্লাহ, اَللّٰهُمَّ
- আমাদের এ সফর সহজ কর, وَاطْوِ عَنَّا
بُعْدَهٗ - এবং এর দূরত্ব আমাদের অতিক্রম করে
দাও, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اَنْتَ الصَّاحِبُ -

وَالْخَلِيْفَةُ - সফরে, فِى السَّفَرِ তুমি সাথি,
فِى الْاَهْلِ - আর তুমিই প্রতিনিধি পরিবারের,
اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ - নিশ্চয়ই
আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, مِنْ وَعْثَاءِ
السَّفَرِ - সফরের ক্লান্তি হতে, وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ
- এবং কষ্টদায়ক দৃশ্য হতে, وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ -
এবং প্রত্যাবর্তন কালের ক্ষয়ক্ষতি হতে, فِى
الْمَالِ وَالْاَهْلِ - পরিবার বা সম্পদের ।

৯৭. গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا

اَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا

اَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ،

وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَشَرَّ أَهْلِهَا، وَشَرَّ مَا فِيهَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়াতিস সাব'ঈ ওয়ামা আযলালনা, ওয়ারাব্বাল আরদীনাস সাব'ঈ ওয়ামা আক্বলালনা, ওয়া রাব্বাশ শাইয়া-ত্বীনি ওয়ামা আযলালনা, ওয়া রাব্বার রিযা-হি ওয়ামা যারাইনা, আস'আলুকা, খাইরা হা-যিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খাইরা আহলিহা, ওয়া খাইরা মা-ফীহা, ওয়া আউ'যু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা-ফীহা।

২০৮. 'হে আল্লাহ! সপ্ত আকাশের এবং এর ছায়ার প্রভু! সপ্ত যমীন এবং এর বেষ্টিত স্থানের প্রভু! শয়তানসমূহ এবং তাদের পথভ্রষ্টদের প্রভু!

প্রবল ঝড়ো হাওয়া এবং যা কিছু ধুলি উড়ায় তার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই মহল্লার কল্যাণ এবং গ্রামবাসীর নিকট হতে কল্যাণ আর এর মাঝে যা কিছু কল্যাণ রয়েছে সবটাই প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অনিষ্ট হতে, এর বসবাসকারীদের অনিষ্ট হতে এবং এর মাঝে যা কিছু অনিষ্ট আছে তা হতে।' (হাকেম, আয্ যাহবী-২/১০০; ইবনে সুন্নী হা. ৫২৪; তুহফাতুল তুহফাতুল আখইয়ার ৩৭ পৃষ্ঠা; আল-আযকার- ৫/১৫৪)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ - সপ্ত আকাশের প্রভু, وَمَا اَظْلَلْنَ - এবং যা কিছু ছায়া দেয়, وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ - এবং সপ্ত জমীনের প্রভু, وَمَا اَقْلَلْنَ - এবং যা একে পরিবেশিত রাখে, وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ - এবং শয়তানদের প্রভুর, وَمَا اَضْلَلْنَ - এবং যা

তাদের ভ্রষ্ট করে, وَرَبَّ الرِّيَاحِ - এবং বায়ুর প্রভু, وَمَا ذَرَيْنَ - এবং ধুলি উড়ায় যা, اَسْاَلُكَ - আমি চাই তোমার নিকট, خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ - এ গ্রামের কল্যাণ, وَخَيْرَ اَهْلِهَا - এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণ, وَشَرَّ اَهْلِهَا - এবং এর অধিবাসীর অকল্যাণ হতে, وَشَرَّ مَا فِيْهَا - এবং এতে যা রয়েছে এর অকল্যাণ হতে।

৯৮. বাজারে প্রবেশের দু'আ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহঈ-ওয়াইয়ুমীতু ওয়াহুওয়া হায়্যিউন লা-ইয়ামূতু- বিয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাই'ঈন ক্বাদীর।

২০৯. 'আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' (আল্লামা আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তিরমিযী-৫/৪৯১, সহীহ তিরমিযী-হা: ৩৪২৮; হাকেম-১/৫৩৮; ইবনে মাজাহ হা: ২২৩৫)

শব্দার্থ :, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, لَا شَرِيْكَ لَهُ - তার কোনো

অংশীদার নেই, لَهُ الْمُلْكُ - রাজত্ব তাঁর, وَلَهُ الْحَمْدُ - প্রশংসাও তাঁর, يُحْيِي وَيُمِيتُ - তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন, وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ - তিনি চিরঞ্জীব তিনি মৃত্যুবরণ করেন না, بِيَدِهِ الْخَيْرُ - তাঁর হাতে রয়েছে যাবতীয় মঙ্গল, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ - আর তিনি সকল বিষয়ে, قَدِيرٌ - সর্বশক্তিমান ।

৯৯. পশু বা স্থলাভিষিক্ত যানবাহনে পা ফসকে গেলে দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ – বিসমিল্লাহ!

'(আল্লাহর নামে)' (আবূ দাউদ ৪/২৯৬ আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ– ৩/৯৪১)

১০০. গৃহে অবস্থানকারীর জন্য মুসাফিরের দু'আ

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ .

উচ্চারণ : আসতাওদিউ'কুমুল্লা-হুল্লাযী লা-তাযীউ,' ওয়া দা-ইউ'হু।

২১১. 'আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাযতে অবস্থানকারী কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।' (আহমদ-২/৪০৩, ইবনে মাজাহ-২/৯৪৩: সহীহ ইবনে মাজাহ- ২/১৩৩)

শব্দার্থ : أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ – আমি তোমাদের বিদায় দিচ্ছি আল্লাহর জিম্মায়, الَّذِىْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ – যার জিম্মায় থাকলে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না ।

১০১. মুসাফিরের জন্য গৃহে অবস্থানকারীর দু'আ

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ .

উচ্চারণ : আস্তাওদি'উল্লা-হা দ্বীনাকা, ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা 'আমালিকা।

২১২. আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।' (আহমদ-২/৭, তিরমিযী-৫/৪৯৯: সহীহ আত্-তিরমিযী হাদসি নং ৩৪৪৩)

শব্দার্থ : أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ - আল্লাহর জিম্মায় রেখে আমি বিদায় দিচ্ছি, دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ - তোমার দিনের এবং তোমার আমানতের, وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ - আর তোমার আমলের পরিসমাপ্তির বিষয়ে।

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَاكُنْتَ۔

উচ্চারণ : যাওয়াদাকাল্লা-হুত তাকওয়া, ওয়া গাফারা যামবাকা ওয়া ইয়াসসারা লাকাল খাইরা হাইসু মা কুনতা।

২১৩. আল্লাহ্ তোমাকে তাকওয়া দ্বারা ভূষিত করুন, আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ খাতা মাফ করুন, তুমি যেখানেই অবস্থান কর আল্লাহ্ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন।[১] (তিরমিযী-৩/১৫৫)

শব্দার্থ : زَوَّدَكَ اللّٰهُ - আল্লাহ্ আপনাকে সৌন্দর্য করুন, التَّقْوٰى - তাকওয়া দ্বারা, وَغَفَرَ ذَنْبَكَ - আর তিনি ক্ষমা করুন তোমার পাপরাশী, وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ - আর তোমার জন্য সহজ

করুন মঙ্গলময় বিষয়, حَيْثُ مَا كُنْتَ - তুমি যেখানেই থাক।

১০২. উপরে আরোহণকালে ও নিচে অবতরণকালে দুআ

كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

২১৪. যাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম, তখন "আল্লাহু আকবার" বলতাম এবং যখন নিচের দিকে অবতরণ করতাম তখন বলতাম "সুবহানাল্লাহ"। (বুখারী-ফতহুল বারী-৬/১৩৫)

শব্দার্থ : كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا - যখন আমরা উপরে আরোহণ করি, كَبَّرْنَا - আমরা

তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলি, وَاِذَا نَزَلْنَا - আর যখন আমরা নিম্নে নেমে আসি, سَبَّحْنَا - আমরা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করি।

১০৩. প্রত্যুষে রওয়ানা হওয়ার সময় মুসাফিরের দু'আ

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ، وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ۔

উচ্চারণ : সাম্মা'আ সা-মিউ'ন বিহামদিল্লা-হি ওয়া হুসনি বালা-ইহী 'আলাইনা, রাব্বানা সা-হিবনা, ওয়া আফযিল 'আলাইনা 'আ-ইযান বিল্লা-হি মিনান না-র।

২১৫. এক সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষ্য দিল আল্লাহর প্রশংসার আর অগণিত নিয়ামত আমাদের ওপর উত্তমরূপে বর্ষিত হলো। হে আমাদের প্রভু! আমাদের সঙ্গে থাকুন, প্রদান করুন আমাদের ওপর আপনার অফুরন্ত নিয়ামত, আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(মুসলিম-৪/২০৮৬)

শব্দার্থ : سَمَّعَ سَامِعٌ - এক সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষ্য দিল, بِحَمْدِ اللّٰهِ - আল্লাহর প্রশংসার, وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا - আর বর্ষিত হলো তার নিয়ামত আমাদের ওপর উত্তমরূপে, رَبَّنَا صَاحِبْنَا - হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সঙ্গে থাক, وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا - আর আমাদেরকে অবারিত ফযীলত দান কর, عَائِذًا

بِاللّٰهِ - আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি,

مِنَ النَّارِ - আগুনের শাস্তি হতে/জাহান্নাম হতে।

১০৪. বাহির থেকে ঘরে প্রত্যাবর্তনকালে পঠিত দু'আ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

উচ্চারণ : আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্বা।

২১৬. আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রর্থনা করছি, তাঁর সৃষ্টি বস্তুর সমুদয় অনিষ্ট হতে। (মুসলিম-৪/২০৮০)

শব্দার্থ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ - আল্লাহর কালিমাসমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করছি, التَّامَّاتِ - যা পরিপূর্ণ, مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - প্রত্যেক সে অকল্যাণ হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

১০৫. সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে পঠিত দু'আ

لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اٰيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰـهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই ইন ক্বাদীর আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, 'আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা-হা-মিদূনা সাদাক্বাল্লা-হু ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।

২১৭. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ যখন কোনো যুদ্ধ হতে অথবা হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করতেন প্রতিটি উঁচু স্থানে আরোহণকালে তিনবার "আল্লাহু আকবার" তাকবীর বলতেন, অতঃপর বলতেন : 'আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, আর প্রশংসামাত্র তাঁরই। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা (এখন সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন।

(বুখারী-৭/১৬৩, মুসলিম-২/৯৮০)

শব্দার্থ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, وَحْدَهُ - তিনি এক, لَا شَرِيْكَ لَهُ -

তাঁর কোনো শরীক নেই বা অংশীদার নেই, لَهُ

الْمُلْكُ - রাজত্ব তাঁর, وَلَهُ الْحَمْدُ - প্রশংসাও

তাঁর, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ - আর তিনি

সর্ববিষয়ে, قَدِيْرٌ - শক্তিমান, آيِبُوْنَ -

প্রত্যাবর্তনশীল تَائِبُوْنَ - তাওবাকারীগণ,

عَابِدُوْنَ - ইবাদতকারীগণ, لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ -

আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারীগণ, صَدَقَ اللّٰهُ -

আল্লাহ সত্য হিসেবে বাস্তবায়ন করেছেন, وَعْدَهُ -

তাঁর অঙ্গীকার, وَنَصَرَ عَبْدَهُ - আর তিনি

সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দাহকে, وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

وَحْدَهُ - তিনি একাই পরাভূত করেছেন শত্রু

দলসমূহকে।

১০৬. আনন্দদায়ক এবং ক্ষতিকারক কিছু দেখলে যা বলবে

২১৮. নবী করীম ﷺ যখন আনন্দদায়ক কিছু দেখতেন, তখন বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস স-লি হা-তু।

অর্থ : 'সেই আল্লাহর প্রশংসা যার নিয়ামতের কল্যাণে সমুদয় সৎকার্য সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।'

(হাকেম একে সহীহ বলেছেন। ১/৪৯৯; আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আল-জামে- ৪/২০১)

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ لِلّٰه - সকল প্রশংসা আল্লাহর, الَّذِىْ بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ - যার নিয়ামত দ্বারা যাবতীয় সৎকর্ম পূর্ণাঙ্গ হয়েছে।

অপরপক্ষে যখন কোনো ক্ষতিকর ব্যাপার দেখতেন তখন বলতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

সকল অবস্থাতেই সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।'

(ইবনে সুন্নী, হাকেম)

১০৭. নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠের ফযিলত

২১৯. নবী করীম ﷺ বলেন : 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে

আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।'
(মুসলিম-১/২৮৮; মিশকাত-৪৭৩৯, ৪৭৭৭; ইবনে মাজাহ, ইবনুস সুন্নী)

২২০. নবী করীম ﷺ বলেন : তোমরা আমার কবরকে উৎসব স্থানে পরিণত করো না, তোমরা আমার ওপর দরূদ পাঠ কর, কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায় তোমরা যেখানেই থাক না কেন। (আবু দাউদ-২/২১৮, আহমদ-২/৩৬৭; আলবানী (র) হাদীসটি সহীহ বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ- ২/৩৭৩)

২২১. নবী করীম ﷺ বলেন : কৃপণ সেই যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হলো এরপরও সে আমার ওপর দরূদ পাঠ করল না। (তিরমিযী, ৫/৫৫১, সহীহ জামে-৩/২৫; সহীহ তিরমিযী– ৩/১৭৭)

২২২. রাসূল ﷺ বলেন : পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার একদল ভ্রাম্যমান ফেরেশতা রয়েছেন, যারা উম্মতের পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেন।' (নাসাঈ– ৩/৪৩; হাকেম– ২/৪২১; শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ নাসাঈ- ১/২৭৪)

২২৩. রাসূল ﷺ আরও বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি আমার ওপর সালাম প্রদান করে তখন আল্লাহ্ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি সালামের উত্তর প্রদান করতে পারি। (আবু দাউদ-২০৪১; আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ- ১/৩৮৩)

১০৮. সালামের প্রসার

২২৪. রাসূল ﷺ বলেন : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা মুমিন হবে। আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বস্তু শিখিয়ে দিব না যা কার্যকরী করলে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে? (সেটিই হলো), তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের বিস্তার সাধন কর, অর্থাৎ বেশি বেশি করে সালামের আদান-প্রদান কর।' (মুসলিম-১/৭৪)

২২৫. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন : যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে তার মাঝে ঈমানের সব স্তরই পাওয়া যাবে : ১. ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা, ২. ছোট-বড় সকলের প্রতি সালাম প্রদান করা, ৩. স্বল্প সম্পত্তি সত্ত্বেও সৎকাজে ও অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করা।'

(বুখারী ফতহুল বারী-১/৮২ মুআল্লাক)

২২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল ইসলামের কোন কাজটি শ্রেষ্ঠ? নবী করীম ﷺ বলেন : অপরকে তোমার আহার করানো, তোমার পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া। (বুখারী-ফতহুল বারী-১/৫৫ মুসলিম-১/৬৫)

১০৯. কোনো কাফের সালাম দিলে জবাবে যা বলতে হবে

২২৭. নবী করিম ﷺ বলেছেন : কোনো আহলে কিতাব সালাম দিলে জবাবে বলবে–

وَعَلَيْكُمْ - ['এবং তোমার উপর হোক'।]

(বুখারী-১১/৪১, মুসলিম-৪/১৭০৫)

১১০. মোরগ ও গাধার ডাক শুনলে পঠিত দু'আ

২২৮. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমরা মোরগের ডাক শোন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

[আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদ্‌লিকা]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ চাচ্ছি। (সহীহ আবু দাউদ হাদীস ৫১০২, তিরমিযী হাদীস ৩৪৫৯)

[নোট : আমাদের দেশে এই দু'আ মসজিদে প্রবেশের সময় পড়ে]

কেননা, তারা ফেরেশতাকে দেখে। আর যখন গাধার ডাক শুনো, তখন তোমরা বলো–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

[আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ্ শাইতা-নির রাজীম]

অর্থ : বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। (সহীহ আবু দাউদ, হা. ৫১০২, সহীহ আত্-তিরমিযী : হা. ৩৪৫৯)

কেননা, গাধা শয়তানকে দেখে থাকে।

(বুখারী-ফতহুল বারী-২/৩৫০, মুসলিম-৪/২০৯২)

১১১. রাতে কুকুরের ডাক শুনলে যে দু'আ পড়তে হয়

২২৯. 'নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমরা রাত্রি বেলায় কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক এবং গাধার চিৎকার ধ্বনি শুনবে, তখন তোমরা তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা, তারা

যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাও না।'
(আবূ দাউদ-৪/৩২৭, আহমদ-৩/৩০৬; আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আবূ দাউদ-৩/৯৬১)

১১২. যাকে তুমি গালি দিয়েছ তার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ফাআইয়্যুমা মু'মিনিন সাবাবতুহু ফাজ'আল যা-লিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি।

২৩০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : হে আল্লাহ! যে কোনো মুমিনকে আমি গালি দিয়েছি ওটা তার জন্য কিয়ামতের দিন তোমার নিকট নৈকট্যের ব্যবস্থা করে দাও।'

(বুখারী-ফতুহুল বারী-(১১/১৭১, মুসলিম-৪-২২০৭)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ - কোনো মুমিন, سَبَبْتُهُ - যাকে আমি গালি দিলাম, فَاجْعَلْ ذٰلِكَ - একে করে দাও, لَهُ - তার জন্য নৈকট্যের কারণ, قُرْبَةً - إِلَيْكَ - তোমার নিকট, يَوْمَ الْقِيَامَةِ - পরকালে।

১১৩. এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রশংসায় যা বলবে

২৩১. নবী করীম ﷺ বলেন : যদি তোমাদের কারো পক্ষে তার সঙ্গীর একান্ত প্রশংসা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে–

اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ اُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهُ ـ اِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ ـ كَذَا وَكَذَا ـ

উচ্চারণ : আহসিবু ফুলা-নানা ওয়াল্লাহু হাসীবুহু ওয়ালা উযাককী 'আলাল্লা-হি আহাদান আহসিবুহু, ইন কা-না ইয়া'লামু যা-কা, কাযা ওয়া কাযা।

অর্থ : অমুক সম্পর্কে আমি এই ধারণা পোষণ করি, আল্লাহ তার সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, আল্লাহর ওপর কার সম্পর্কে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না, তবে আমি তার সম্পর্কে (যদি জানা থাকে) এই ধারণা পোষণ করি।'

(মুসলিম-৪/২২৯৬)

শব্দার্থ : أَحْسِبُ فُلاَنًا - আমি তাকে ধারণা করি এভাবে, وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ - আল্লাহ তার সম্পর্কে জ্ঞাত, وَلاَ أُزَكِّيْ - আমি পবিত্র মনে করি না, عَلَى اللّٰهِ أَحَدًا - আল্লাহর ওপর কাউকে, أَحْسِبُهُ - আমি তার সম্পর্কে ধারণা

রাখি, إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ - যা সে করে থাকে, كَذَا وَكَذَا - এরূপ এরূপ।

১১৪. কেউ প্রশংসা করলে মুসলমানের তখন যা করণীয়

اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْ لِىْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِىْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লা-তু'আ-খিযনী বিমা-ইয়াকূলূনা ওয়াগফিরলী মা-লা ইয়া'লামূনা [ওয়াজ'আলনী খাইরাম মিম্মা ইয়াযুননূনা]।

২৩২. হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর, যা

তারা জানে না, [তাদের ধারণার চেয়েও ভালো বানিয়ে দাও]। (বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ-৭৬১; আলবানী এ সানাদটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আদাবুল মুফরাদ- ৫৮৫। বন্ধনীর শব্দগুলা বায়হাকীর অপর সূত্রে বর্ণিত ৪/২২৮)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, بِمَا يَقُوْلُوْنَ - তারা যা বলে থাকে সে বিষয়ে, لاَ تُؤَاخِذْنِىْ - আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না, وَاغْفِرْ لِىْ - আর আমাকে ক্ষমা করে দিন, مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ - যে বিষয়ে তারা জানে না, وَاجْعَلْنِىْ خَيْرًا - আর আমাকে করে দিন উত্তম, مِمَّا يَظُنُّوْنَ - তাদের ধারণা হতেও।

১১৫. মুহরিম হজ্জ এবং উমরাতে পঠিত তালবিয়াহ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ

لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ : লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা, লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা-শারীকা লাকা।

২৩৩. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার কোনো অংশীদার নেই, তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সর্ব প্রকার প্রশংসা এবং নিয়ামতের সামগ্রী সবইতো তোমার, সর্বযুগে ও সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোনো অংশীদার নেই।' (বুখারী-৩/৪০৮, মুসলিম-২/৮৪১; মুসলিম- ইস. সে. হাদীস ২৬৭৭)

শব্দার্থ : لَبَّيْكَ - উপস্থিত, اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - হে আল্লাহ্ আমি আপনার নিকট উপস্থিত, لَا شَرِيْكَ لَكَ - তোমার কোনো অংশীদার নেই, لَبَّيْكَ - আমি উপস্থিত, إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ - নিশ্চয় প্রশংসা এবং নেয়ামত তোমারই, وَالْمُلْكَ - এবং রাজত্ব, لَا شَرِيْكَ لَكَ - তোমার কোনো অংশীদার নেই।

১১৬. হাজরে আসওয়াদের সামনে তাকবীর বলা

২৩৪. নবী করীম ﷺ উটের ওপর আরোহণ করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করেছেন। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছতেন তখন সে দিকে কোনো জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।' (বুখারী-ফতহুল বারী-৩/৪৭৬)

১১৭. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পাঠ করার দু'আ

২৩৫. 'নবী করীম ﷺ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পাঠ করতেন–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

উচ্চারণ : রাব্বানা 'আ-তিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল 'আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা 'আযা-বান না-র।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।

(আবূ দাউদ-২/১৭৯, আহমদ ৩/৪১১; শরহে সুন্নাহ-৭/১২৮; আলবানী (র) হাদীসটি সহীহ বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ- ১/৩৫৪; সূরা বাকারা- ২০১ নং আয়াত)

শব্দার্থ : رَبَّنَا - হে আমাদের প্রতিপালক, اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا - পৃথিবীতে আমাদেরকে দান করুন, حَسَنَةً - সে বিষয়ে যা কল্যাণকর, وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً - এবং পরকালের কল্যাণ, وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ - আর আমাদের রক্ষা করুন জাহান্নামের শাস্তি হতে।

১১৮. সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে পাঠ করার দু'আ

২৩৬. 'নবী করীম ﷺ এর হজ্জের নিয়মাবলিতে যাবের (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ যখন সাফা

পর্বতের নিকটবর্তী হতেন, এই আয়াত পাঠ করতেন–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ : ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লাহ।

অর্থ : "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা বাকারা-১৫৮)

তিনি আরো বলেন : "আমি তা দিয়ে আরম্ভ করব যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা আরম্ভ করেছেন।"

শব্দার্থ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ - নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া, مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ - আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে।

অতঃপর তিনি সাফা পর্বত হতে আরম্ভ করেন এবং তার ওপর আরোহণ করে কাবা শরীফ দেখেন এবং কিবলামুখী হন, তারপর আল্লাহর

একত্ববাদের বর্ণনা করেন এবং তাকবীর বলেন, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করেন :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ، اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। লা-ইলা-হা ইল্লাললা-হু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়ানাসারা 'আবদাহু ওয়া-হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।

অর্থ : "আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই,

রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন আর তিনি একাই শত্রুবাহিনীকে পরাভূত করেছেন।" (এভাবে তিনি এর মধ্যবর্তীস্থানেও দু'আ করতে থাকেন-এই দু'আ তিনবার পাঠ করেন। (আল হাদীস) উক্ত হাদীসে আরো আছে "এভাবে তিনি মারওয়াতেও অনুরূপ করতেন যেভাবে সাফা পাহাড়ে করেছেন।' (মুসলিম-২/৮৮৮; সূরা বাকারা: আয়াত-২৫৮)

শব্দার্থ : لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, وَحْـدَهُ لَا شَـرِيْـكَ لَـهُ - তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, لَهُ الْـمُـلْـكُ - রাজত্ব তাঁর, وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ - প্রশংসা তাঁর, وَهُـوَ عَـلٰـى

كُـلِّ شَـىْءٍ قَـدِيْـرٌ - আর তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান, لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, وَحْـدَهٗ - তিনি এক, اَنْـجَـزَ وَعْـدَهٗ - তিনি পূর্ণ করেছেন তাঁর ওয়াদা, وَنَـصَـرَ عَـبْـدَهٗ - আর তিনি সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দাহকে, وَهَـزَمَ الْاَحْـزَابَ - আর তিনি শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেছেন, وَحْـدَهٗ - তিনি একাই।

১১৯. আরাফাত দিবসের দু'আ

২৩৭. শ্রেষ্ঠ দু'আ হচ্ছে আরাফাত দিবসের দু'আ, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ (আ) কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম দু'আ হচ্ছে–

لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই সমস্ত জিনিসের ওপর ক্ষমতাশীল।'

(তিরমিযী-৩/১৮৪, আলবানী (র) হাদীসটি হাসান বলেছেন। সহীহ তিরমিযী- ৩/১৮৪; আহাদীসুস সহীহ্- ৪/৬)

শব্দার্থ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, وَحْدَهُ - তিনি এক, لَا شَرِيْكَ لَهَ তাঁর কোনো অংশীদার নেই, لَهُ الْمُلْكُ - রাজত্ব তাঁর, وَلَهُ الْحَمْدُ - প্রশংসা তাঁরই, وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ - আর তিনি সকল বিষয়ে, قَدِيْرٌ - শক্তিমান।

১২০. মুজদালিফায় পাঠ করার দু'আ

২৩৮. যাবের (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ "কাসওয়া" নামক উটে আরোহণ করে মুজদালিফায়ে গমন করেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেন এবং তাকবীর বলেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করেন এবং তাঁর একত্বের বর্ণনা করেন। তারপর তিনি পূর্ণ ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই তিনি মুজদালিফা ত্যাগ করেন।' (মুসলিম-২/৮৯১)

১২১. প্রতিটি জামরায় কংকর মারার সময় তাকবীর বলা

২৩৯. জামরাগুলোতে প্রতিটি কংকর মারার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বলতেন, অতঃপর কিছুটা অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং প্রথম জামরা ও দ্বিতীয় জামরায় দু'হাত উঁচু করে

দু'আ করতেন। অপরপক্ষে তৃতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলতেন, আর সেখানে অবস্থান না করে ফিরে আসতেন।'

(বুখারী-ফতহুল বারী-৩/৫৮৩, ৩/৫৮৪, মুসলিম)

১২২. আশ্চর্যজনক অবস্থায় ও আনন্দের সময় যা বলবে

سُبْحَانَ اللّٰه – সুবহানাল্লাহ

২৪০. আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

(বুখারী-ফতহুল বারী ১/২১০, ২৯০, ২১৪, মুসলিম-৪/১৮৫৭)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ. – আল্লাহু আকবার।

২৪১. আল্লাহ্ অতি মহান। (বুখারী-ফতহুল বারী-৮/৪৪১, তিরমিযী-২/১০৩, ২/২৩৫, আহমদ-৫/২১৮)

১২৩. আনন্দদায়ক কোনো সংবাদ আসলে যা করবে

২৪২. নবী করীম ﷺ-এর নিকট যখন কোনো সংবাদ আসত যা তাঁকে আনন্দিত করত অথবা আনন্দ দেয়া হতো তখন তিনি মহান বরকতময় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন।' (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-১/২৩৩; ইরওয়াউল গালীল- ২/২২৬)

১২৪. শরীরে ব্যথা অনুভবকারীর করণীয়

২৪৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমার দেহের যে স্থানে তুমি ব্যথা অনুভব করছ সেখানে তোমার হস্ত স্থাপন কর, তারপর বল–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

উচ্চারণ : আউযু বিল্লা-হি-ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া'উহাযিরু।

"বিসমিল্লাহ" তিনবার। অতঃপর সাতবার বল– 'যে ক্ষতি আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশংকা করছি তা হতে আমি আল্লাহর মর্যাদা এবং কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (মুসলিম-৪/১৭২৮)

শব্দার্থ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ - আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর নিকট, وَقُدْرَتِهِ - তাঁর কুদরতের উছিলায়, مِنْ شَرِّ - ঐ যন্ত্রণা হতে, مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ - যা আমি অনুভব করছি এবং যে বিষয়ে আশংকা করছি।

১২৫. বদ-নযরের আশংকা থাকলে যা বলবে

২৪৪. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ এমন কিছু দেখে যা তাকে আনন্দ দেয়, সেটা তার ভাইয়ের ব্যাপারে অথবা তার নিজের ব্যাপারে অথবা তার সম্পদের ব্যাপারে হলে (তার

উচিত সে যেন এর জন্য বরকতের দু'আ করে) কারণ চক্ষুর (বদনযর) সত্য। (আহমদ-৪/৪৪৭, ইবনে মাজাহ মালেক; আলবানী (র) একে সহীহ বলেছেন। সহীহ আল-জামে- ১/২১২; যাদুল মাআদ- ৪/১৭০)

১২৬. ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় যা বলবে

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . – 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

২৪৫. আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।
(বুখারী-ফতহুল বারী-৬/৩৮১, মুসলিম-৪/২২০৮)

১২৭. কুরবানী করার সময় যা বলবে

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবারু, [আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা] আল্লা-হুম্মা তাকাব্বাল মিননী।

২৪৬. আল্লাহর নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! এ কুরবানী তোমার নিকট হতে পেয়েছি এবং তোমার জন্যই। আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হতে কবুল কর।'

(মুসলিম-৩/১৫৯৫, বায়হাকী-৯/২৮৭)

শব্দার্থ : بِسْمِ اللّٰهِ - আল্লাহর নামে, وَاللّٰهُ أَكْبَرُ - আল্লাহ মহান, اَللّٰهُمَّ مِنْكَ - হে আল্লাহ তোমার নিকট থেকে, وَلَكَ - এবং তোমার জন্য, اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার পক্ষ হতে!

১২৮. শয়তানের কুমন্ত্রণার মুকাবিলায় যা বলবে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ،

وَبَرَأَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمَنُ.

উচ্চারণ : আঊ'যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতিল্লাতী লা ইয়ুজাওয়িযুহুন্না বাররুন ওয়ালা ফা-জিরুন; মিন শাররি মা-খালাক্বা ওয়া বারায়া ও যারাআ, ওয়া মিন শাররি মা ইয়ানযিলু মিনাস সামা-'ই, ওয়া মিন শাররি মা ইয়া'রুজু ফীহা, ওয়ামিন শাররি মা যারাআ ফিল আরদি, ওয়ামিন

শাররি মা ইয়াখরুজু মিনহা, ওয়া মিন শাররি ফিতানিল্লাইলি ওয়ান নাহা-রি; ওয়ামিন শাররি কুল্লি ত্বা-রিক্বিন ইল্লা ত্বা-রিক্বান ইয়াত্বরুকু বিখাইরিন ইয়ারাহ্‌ মা-নু।

২৪৭. আল্লাহর ঐ সকল পূর্ণ কথার সাহায্যে আমি আশ্রয় চাই যা কোনো সৎলোক বা অসৎলোক অতিক্রম করতে পারে না। ঐ সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন। যা আকাশ হতে নেমে আসে এবং যা আকাশে চড়ে, আর যা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে। এবং দিন রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, আর প্রত্যেক আগন্তুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, তবে কল্যাণের পথিক ছাড়া হে দয়াময়।' (আহমদ-৩/৪১৯, ইবনে সুন্নী হা. ৬৩৭; তাহাবী পৃষ্ঠা নং ১৩৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ– ১০/১২৭)

শব্দার্থ : أَعُوْذُ - আমি আশ্রয় চাই, بِكَلِمَاتِ - আল্লাহর কালিমাসমূহ দ্বারা, اللّٰهِ - التَّامَّاتِ যা পরিপূর্ণ, الَّتِيْ - যা, لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ - যা কোনো সৎলোক অতিক্রম করতে পারে না, وَلاَ فَاجِرٌ - এবং কোনো পাপী, مِنْ شَرِّ - সে সব অকল্যাণ হতে, مَا خَلَقَ - যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, وَبَرَأَ وَذَرَأَ - যা বের হয় ও আক্রান্ত করে, مِنْ شَرِّ - এবং সে সকল অকল্যাণ হতে, مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ - যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়, وَمِنْ شَرِّ - এবং সে সকল অকল্যাণ হতে হতে, مَا يَعْرُجُ فِيْهَا - যা উপরে উঠে, مَا ذَرَأَ - এবং সে সব অকল্যাণ হতে, وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ مَا - যা সৃষ্টি হয় জমিনে, فِى الْأَرْضِ

يَخْرُجُ مِنْهَا - এবং সে সব অকল্যাণ যা তথা হতে বের হয়, وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ - এবং রাত্রের অনিষ্ট হতে, وَالنَّهَارِ - এবং দিনের وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ - এবং প্রত্যেক আগন্তুকের অনিষ্ট হতে, إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ - তবে যে আগন্তুক মঙ্গলময়, يَا رَحْمٰنُ - হে দয়াবান

১২৯. তওবা ও ক্ষমা চাওয়া

২৪৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর শপথ! আমি দিনে সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।

(বুখারী- ফাতহুল বারী– ১১/১০১)

২৪৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর, নিশ্চয়ই আমি তাঁর নিকট দিনে একশতবার তওবা করে থাকি।' (মুসলিম-৪/২০৭৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পড়বে–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল 'আযীমাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূমু ওয়া 'আতূবু ইলাইহি।

২৫০. 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সদা বিরাজমান, আর আমি তাঁরই নিকট তওবা করছি। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়নকারী হয়।' (আবূ দাউদ-২/৮৫, তিরমিযী-৫/৫৬৯; যাহাবী সহীহ বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন– ১/৫১১; আলবানী (র) একে সহীহ বলেছেন; সহীহ তিরমিযী– ৩/১৮২; জামেউল উসূল- ৪/৩৮৯-৩৯০)

শব্দার্থ : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ - আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি, الْعَظِيْمَ - যিনি মহা সম্মানিত, الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - যিনি ব্যতিত কোনো ইলাই নেই, الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ - চিরঞ্জিব চিরস্থায়ী, وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ - এবং আমি তাঁরই কাছে তাওবাকারী।

২৫১. নবী করীম ﷺ বলেন : 'আল্লাহ তায়ালা বান্দার অধিকতর নিকটবর্তী হন রাত্রির শেষের দিকে, ঐ সময় যদি তুমি আল্লাহর যিকরে মগ্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে সমর্থ হও, তবে তুমি তাতে মগ্ন হবে।' (নাসাঈ-৩/১৮৩, নাসাঈ-১/২৭৯; জামেউল উসূল- ৪/১৪৪; তিরমিযী)

২৫২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'বান্দা যখন সিজদায় অবনত থাকে, তখন সে তাঁর প্রভুর অধিকতর নিকটবর্তী হয়, কাজেই তোমরা ঐ অবস্থায় বেশি করে দু'আ পাঠ কর।' (মুসলিম-১/৩৫০)

২৫৩. নবী করীম ﷺ বলেছেন : কিছু সময়ের জন্য আমার অন্তরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। আর আমি দিনে একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।' (মুসলিম-৪/২০৭৫)

১৩০. তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীলের ফযিলত

২৫৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি দিনে একশত বার–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ .

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবি হামদিহী।

পাঠ করে তার পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমান হয়ে থাকে।

(বুখারী-৭/১৬৮, মুসলিম-৪/২০৭১)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ اللّٰهِ – আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, وَبِحَمْدِهِ – এবং তাঁর প্রশংসা করছি।

২৫৫. আবু আইয়ুব আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কোন উপাস্য নেই, সকল রাজত্ব ও রাজ্য তাঁরই এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

'যে ব্যক্তি এই দু'আটি দশবার পাঠ করবে সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন দাসকে মুক্ত করার সমান সাওয়াব পাবে।'

(বুখারী-৭/৬৮, মুসলিম-৪/২০৭১)

শব্দার্থ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, وَحْدَهُ - তিনি এক, لَا شَرِيكَ لَهُ - তাঁর কোনো অংশীদার নেই, لَهُ الْمُلْكُ - রাজত্ব তাঁর, وَلَهُ الْحَمْدُ - প্রশংসাও, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

২৫৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুটি কালেমা এমন যা যবানে (উচ্চারণ করতে) সহজ, (কিয়ামত দিবসে) ওজনে ভারী, তা করুণাময় আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়, কালেমা দুটি হচ্ছে−

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম।

অর্থ : 'আল্লাহর প্রশংসা করার সঙ্গে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, কি পবিত্র মহান আল্লাহ।'

(বুখারী-৭/১৬৮, মুসলিম-৪/২০৭২)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ اللّٰهِ - আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, وَبِحَمْدِهِ - এবং প্রশংসা তাঁরই, سُبْحَانَ اللّٰهِ - আল্লাহ পবিত্র, الْعَظِيْمِ - যিনি সম্মানিত।

২৫৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবারু।

অর্থ : আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি-সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবূদ নেই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।'

শব্দার্থ : سُبْحَانَ اللّٰهِ - আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ - প্রশংসা আল্লাহরই, وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাই নেই, وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - আল্লাহ মহান।

এ কালেমাগুলো আমার যবানে উচ্চারিত হওয়া, সূর্য যে সমস্ত জিনিসের ওপর উদিত হয়, সে সমুদয় জিনিসের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা এ কালেমাগুলো আমার মুখে উচ্চারিত হওয়া অধিকতর প্রিয়।'

(মুসলিম-৪-২০৭২; নাসাঈ; ইবনে মাজাহ)

২৫৮. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি এক দিনে এক হাজার পুণ্য অর্জন করতে পারে না? তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তি কি করে (এক দিবসে) এক হাজার পুণ্য অর্জন করতে পারে? নবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি একশত বার সুবহানাল্লাহ বলবে তার জন্য এক হাজার পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার থেকে এক হাজার পাপ মুছে ফেলা হবে।' (মুসলিম-৪/২০৭৩)

২৫৯. যাবের (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি **বলবে–**

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ .

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীমি ওয়াবিহামদিহী।

অর্থ : 'মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসাও জ্ঞাপন করেছি। তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হবে।

(তিরমিযী-৫/১১, হাকেম-১/৫০১; যাহাবী তাকে সহীহ বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সহীহ জামে- ৫/৫৩১; সহীহ তিরমিযী- ৩/১৬০)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ اللّٰهِ - আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, الْعَظِيْمِ। - যিনি সম্মানিত, وَبِحَمْدِهِ - এবং প্রশংসা তাঁরই।

২৬০. আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

হে আব্দুল্লাহ বিন কায়েস! আমি কি জান্নাতসমূহের মধ্যে এক (বিশেষ) রত্নভাণ্ডার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব না? আমি বললাম, নিশ্চয় করবেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বলেন, বল–

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।

অর্থ : 'অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করারও কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত।' (বুখারী-ফতহুল বারী-১১/২১৩, মুসলিম-৪/২০৭৬; আত্-তিরমিযী হাদীস নং ৩৪৬১)

২৬১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কালাম চারটি, এর যে কোনোটি দিয়েই তুমি শুরু কর না, তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। কালাম চারটি হলো এই–

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

অর্থ : আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবূদ নেই এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ।

(মুসলিম-৩/১৬৮৫; নাসাঈ; ইবনে মাজাহ)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ اللّٰهِ – আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ - প্রশংসা আল্লাহরই, وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ – আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, وَاللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহ মহান।

২৬২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য আরব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন করল আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি বলব, নবী ﷺ বললেন, বল–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, আল্লা-হু আকবারু কাবীরানা, ওয়াল হামদুলিল্লা-হি কাসীরান, সুবহা-নাল্লা-হি

রাব্বিল 'আ-লামীনা লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল 'আযীযিল-হাকীম।

শব্দার্থ : لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ - আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, وَحْـدَهٗ - তিনি এক, لَا شَرِيْكَ لَهٗ - তাঁর কোনো অংশীদার নেই, اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا - আল্লাহ মহান ও মহিয়ান, وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا - অসংখ্য প্রশংসা মহান আল্লাহর, سُبْحَانَ اللّٰهِ - পবিত্রতা ঘোষণা করছি আল্লাহর, رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, لَاحَوْلَ - কোনো সামর্থ্য নেই, وَلَا قُوَّةَ কোনো শক্তি নেই, اِلَّا بِاللّٰهِ - তবে আল্লাহর الْعَزِيْزِ। - পরাক্রমশালী, الْحَكِيْمِ - প্রজ্ঞাময়।

অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, আল্লাহ মহান অতীব মহীয়ান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অসংখ্য প্রশংসা, সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু, আল্লাহ সমস্ত দোষক্রুটি ও অপূর্ণতা হতে পূত পবিত্র। দুঃখ-কষ্ট ফিরানোর শক্তি কারো নেই, একমাত্র প্রতাপশালী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।' গ্রাম্য লোকটি বলল, এগুলোতো আমার রবের জন্য, তবে আমার জন্য (প্রার্থনা জ্ঞাপনের কথা) কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি বল–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ، وَارْحَمْنِىْ، وَاهْدِنِىْ، وَارْزُقْنِىْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুক্বনী।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি তুমি দয়া কর, আমাকে তুমি সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর এবং আমাকে রিযিক দান কর। (মুসলিম-৪-২০৭২, আবু দাউদ-১/২২০)

শব্দার্থ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ - হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর, وَارْحَمْنِىْ - তুমি আমাকে রহমত কর, وَاهْدِنِىْ - তুমি আমাকে হিদায়াত দান কর, وَارْزُقْنِىْ - এবং তুমি আমাকে রিযিক দান কর।

২৬৩. 'তারেক আল আশযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করলে (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাকে প্রথম সালাত শিক্ষা দিতেন। অতঃপর এসব কথা দিয়ে দু'আ করার আদেশ দিতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ، وَارْحَمْنِىْ، وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ারযুকনী।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে তুমি সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে রিযিক দান কর।

(মুসলিম- ৪/২০৭২, আবু দাউদ- ১/২২০)

২৬৪. যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ "আলহামদু লিল্লাহ" আর সর্বোত্তম যিকির "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। (তিরমিযী-৫/৪৬২, ইবনে মাজাহ-২/১২৪৯; হাকিম- ১/৫০৩; যাহাবী একে সহীহ বলে ঐক্যমত পোষণ করেন সহীহ আল জামে- ১/৩৬২)

অবশিষ্ট সৎকর্মসমূহ

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : সুবহানাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবারু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।]

২৬৫. আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবূদ নেই, আল্লাহ মহান, পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করার কোনোই ক্ষমতা নেই, একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

(আহমদ-৫১৩, মাজমাউন-যাওয়াইদ-১/২৯৭; নাসাঈ)

শব্দার্থ : سُبْحَانَ اللّٰهِ - আল্লাহ পবিত্র, وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ - সকল প্রশংসা আল্লাহর, وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - আল্লাহ মহান, وَلَا حَوْلَ - কোনো ক্ষমতা নেই, وَلَا قُوَّةَ - কোনো শক্তি নেই, اِلَّا بِاللّٰهِ - আল্লাহ ছাড়া।

১৩১. নবী করীম ﷺ যেভাবে তাসবীহ্ পড়তেন

২৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ-কে ডান হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।

(সহীহ আল-জামে- ৪/২৭১ হাদীস নং ৪৮৬৫; আবূ দাউদ-২/৮১, তিরমিযী-৫/৫২১)

১৩২. যাবতীয় কল্যাণ ও উত্তম শিষ্টাচার

২৬৭. যখন রাতের শুরু হয় অথবা তোমরা সন্ধ্যায় উপনিত হবে, তখন তোমাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে বাইরে বের হতে দিও না। কারণ, এ সময় শয়তান বিচরণ করে/ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের এক ঘণ্টা অতিক্রম হবে তখন তাদের (বাচ্চাদেরকে) স্বাভাবিক অবস্থায় রাখো। আর 'বিসমিল্লাহ' বলে দরজাগুলো বন্ধ করে নাও। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে তোমাদের ডেকচিগুলো উপুড় করে রাখো এবং বিসমিল্লাহ বলে পাত্রগুলোর উপর কোন কিছু রেখে ঢেকে রাখো। তারপর তোমাদের চেরাগগুলো নিভিয়ে নাও। (বুখারী-ফাতহুল বারী ১০/৮৮; মুসলিম-৩/১৫৯৫)

صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ .

উচ্চারণ : সাল্লাল্লা-হু ওয়া সাল্লামা ওয়াবা-রাকা 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আ-লিহী ওয়া আসহা-বিহী আজ্‌মাঈ'ন।

অর্থ : দরূদ ও সালাম এবং বরকত আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর বর্ষিত হোক।

শব্দার্থ : صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ - আল্লাহ রহমত করুন ও শান্তি নাযিল করুন, وَبَارَكَ - এবং বরকত দান করুন, عَلَى نَبِيِّنَا - আমাদের নবীর ওপর, مُحَمَّدٍ - মুহাম্মদ (সা), وَعَلٰى اٰلِهٖ - তাঁর পরিবারের ওপর, وَاَصْحَابِهٖ - এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর, اَجْمَعِيْنَ - এবং সকলের।

اَلْحَمْدُ اللّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ ـ

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস সা-লিহা-ত, রাব্বানাগ্‌ফিরলী ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াকুমুল হিসাব।

অর্থ : সর্ববিধ প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার জন্য যার নিয়ামতে যাবতীয় নেক কাজসমূহ সম্পাদিত হয়। হে আল্লাহ! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দাও।

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ - সকল প্রশংসা সে সত্তার জন্য, بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ - যার

নিয়ামতের বদৌলতে শেষ হলো ভালো কর্মসমূহ, رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ - হে আমাদের প্রভু তুমি আমাকে ক্ষমা কর, وَلِوَالِدَىَّ - আমার পিতামাতাকে, وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ - সকল মুমিনকে, يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ - সেদিন যেদিন হিসাব নেয়া হবে।

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৬৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq56@yahoo.com